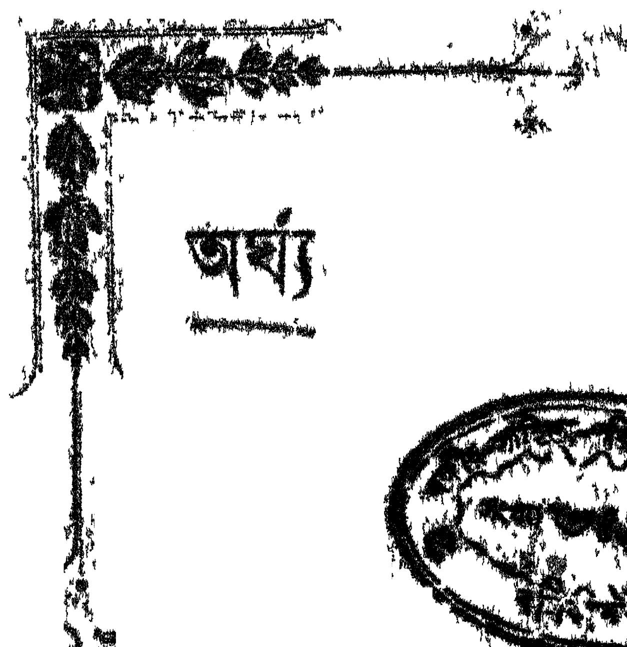


# অর্ঘ্য



শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত

# অর্ঘ্য



শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

এ, এন্ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১০।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

# ভ্রমসংশোধন।

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯ | ৬ | কুল | কূল | ৬৮ | ১২ | সারিকা | শারিকা |
| ১৩ | ১৬ | বেড়িতে | বেড়ীতে | ৭০ | ৬ | কুল | কূল |
| ১৫ | ৪ | আশায় | আশার | ৭৮ | ১০ | কত | "কত |
| ১৮ | ১১ | অকুল | অকূল | ৭৯ | ৮ | মণ্ডকের | মণ্ডূকের |
| ২৭ | ১৭ | কোলে | কোল | ৮১ | ১৮ | আলিপণা | আলিপনা |
| ৩০ | ৫ | কুল | কূল | ৮২ | ৬ | সমষ্টি | সমষ্টি |
| ৩২ | ২ | সাঁজে | সাঁঝে | ৮৪ | ৮ | মঙ্গলে | মঙ্গল |
| ৩৪ | ৬ | ঐ | ঐ | ৯৬ | ৭ | নিয্যাশ | নির্য্যাস |
| ৩৬ | ১০ | পড়ায়ে | পরায়ে | ৯৭ | ১৭ | পল্লাশ | পলাশ |
| ৪১ | ১৩ | বুক | বুক" | ১০১ | ১৮ | লোভে | শোভে |
| ৪১ | ১৪ | বিস্মৃতি | বিস্মৃতি" | ১০৮ | ১৪ | একয়কটী | এ কয়টী |
| ৪৩ | ৮ | হাস হাসি | হাসি হাস | ১১০ | ১৮ | শার্দ্দিল | শার্দ্দূল |
| ৪৪ | ৫ | ঝোরেছিলে | ঝরেছিলে | ১১১ | ৬ | মুমুর্র | মুমূর্ষুর |
| ৪৪ | ১৮ | নিয়ে | নিলে | ১২১ | ৭ | ভাষাও | ভাসাও |
| ৪৬ | ৫ | সাঁজের | সাঁঝের | ১২৩ | ৫ | মহু | মৃদু |
| ৪৭ | ১ | অয়ি | "অয়ি | ১৩১ | ৫ | কাঁশী | কাঁসী |
| ৪৮ | ১৭ | গিরিধর | গিরিবর | ১৩৪ | ২,৭ | কুলে | কূলে |
| ৫০ | ৫ | ফেণিল | ফেনিল | ১৪৮ | ১১ | গায় ? | গায়, |
| ৫১ | ১৭ | খুজিতে | খুঁজিতে | ১৪৮ | ১৬ | গাড়ি | গাড়ী |
| ৫২ | ৬ | পড়ে না | পরে না | ১৬০ | ১৭ | যেত, | যেত |
| ৫৩ | ৫ | পড়ে | পরে | ১৬৮ | ৯ | সত্নর্ল্লভ | সুদুর্ল্লভ |
| ৫৩ | ৬ | দেখেছ | দেখেছে | ১৭১ | ৯ | তোমারে | তোমার |
| ৫৬ | ৭ | সাঁজের | সাঁঝের | ১৭৪ | ১০ | পশে | পাশে |
| ৬৩ | ৭ | নারী লজ্জা | নারী-লজ্জা | ১৮০ | ৮ | অরে | আর |
| ৬৫ | ৮ | রাজ্যোদ্যান | রাজোদ্যান | ১৮১ | ১৮ | স্বরুধির | সরুধির |

# সূচিপত্র।

## দ্বিতীয় অঞ্জলি।



## তৃতীয় অঞ্জলি।

## চতুর্থ অঞ্জলি।

# অর্ঘ্য।



মালী যথা তুলি ফুল রাজোত্থান হ'তে—
অর্পে রাজপদে ; তথা পূর্ব্ব-কবিগণে
তাঁদেরি বাগান ঝাড়া কুসুমের সাথে
দরিদ্রের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য অর্পিনু যতনে।
কোথা শক্তি, কোথা সত্য স্বাধীন অর্চ্চনা ?
এ দুর্গতি দেশে আর বাজিবে কি বীণা ?






# প্রথম অঞ্জলি।

## আভাস।

চিনিতে পারিনু কই পল পল করি
একটী জীবন প্রায় হ'ল অবসান।
অসীম সাগরে মেঘ দূর হ'তে হেরি
কিনারা পেয়েছি বলি করিতেছি ভাণ।
যুগে যুগে এ জগৎ করিছে জিজ্ঞাসা,—
পারিল না কেহ কারো এখনও খুলিতে
পরাণের আশা আর মরমের ভাষা ;—
ছুড়িতেছি ঢিল শুধু আঁধার নিশীথে।
সকলে বাহির হই বাজাইয়ে ভেরী
তুলে দেব বিশ্বজয়ী অক্ষয় নিশান ;—
কেহ ত পারি না কই, সকলি যে ফিরি
আপন ছায়ায় শর করিয়া সন্ধান।
জগতে যতই দেখি সকলি আভাস ;
তাই ত মিটে না মত্ত-মনের পিয়াস।

## ভ্রান্ত পথিক।

হুড়্ হুড়্ দুর্ দুর্ ঘন বরষার ডাক।—
মহানন্দে মহাকাল বাজায় প্রলয় শাঁখ।
পন্থহারা ঝঞ্ঝাবায়ু ঘূর্ণিত চক্রের বেগে
শালে শৈলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইছে পথের লেগে।
ভ্রান্ত হ'য়ে রবি যেন ঘুরে মরে কোন দেশে
হেথায় বিরাট্ দম্ভে ধ্বান্ত মহাবীর আসে;
সীমান্ত-প্রদেশে তার উড়ে ধ্বজা বাজে ভেরী
মুহূর্ত্তে ঘেরিল দেশ ঘোর আবর্ত্তন করি।
স্থাবর জঙ্গম যত সবি মসী-মাখা মুখ
থর্ থর্ কাঁপে হিয়া দুর্ দুর্ করে বুক।
বিজলী কাঙ্গাল মেয়ে দূর গগনের মাঝে
ঘুরে ঘুরে অশ্রুজলে তিতিয়া সহায় খুজে
শঙ্কিত কম্পিত বুকে;—গর্জ্জে তারে জলধর
আবেগে উদ্বেগে বালা কাঁপিতেছে থর থর।
ভীষণ শ্রাবণ মাস বাড়ে বরষার বিভা,
ডুবিছে আশার রবি,—অভেদ রজনী দিবা।
মৃত্যুর অতিথি হ'য়ে হতাশা নদীর তীরে
ঘুরিতেছি সারাদিন তরঙ্গ তুফান শিরে।
পিতা মাতা ভাই বোন্ সবি মোর অন্ধকার,

আসন্ন বন্ধুর মত ঘেরিয়াছে চারি ধার।
কোন্ দেশে কোন্ পথে কোথা যাই অবিরাম!
কারে পাব কে আছে রে কে লইবে মোর নাম!
ভয় ভীতি আঁধিয়ায় করিতেছে কিলি বিলি,
ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীতের কোলাকুলি,
কি ভীষণ! এ কি দেশ! কোথায় পড়েছি আসি,—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ঘেসাঘেসি মেশামিশি।
ধৃতির অন্তিম রাজ্যে, কল্পনার ত্যজ্য পথে,
অসীম সমুদ্র এ যে ক্ষুব্ধ প্রলয়ের স্রোতে!
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ ভাঙ্গিতেছে বসুধার,
ঊর্দ্ধে নীলাম্বর ফাটে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তার।
ক্রুদ্ধ অনন্তের মত সহস্র মস্তক তুলি
সহস্র দীঘল জিহ্বা লিহ লিহ করে মিলি।
বিভৎস রাক্ষসী-মূর্ত্তি গ্রাসিতেছে মহী ব্যোম!
কোথা যাব সবি লুপ্ত দয়া ধর্ম্ম রবি সোম!
"ভয় নাই ভয় নাই,"—কে দিল রে প্রাণে আশা?
এ ঘোর তামসী শেষে হাসিবে হিরণ ঊষা?
সম্মুখে সংহার-মূর্ত্তি কে করে অভয় দান!
মানুষের রাজ্য নয় কে গাইল এই গান!
ভবিষ্যৎ গর্ভবাসে, সেও কি ডাকিতে জানে?

কথার কাঙ্গাল আমি বুঝে কি তাহার মনে ।
কিংবা অতীতের স্মৃতি,—শৈশবের সখাগণ
ধূলা খেলা মনে করি করিতেছে অন্বেষণ ?
জীবন জ্বলন্ত মরু উদ্বেলিত বালিরাশি,
প্রাণের এ অমাবস্যা ;—কে ও পূর্ণিমার শশী ?
এ কি ! এ কি ! আলো সে কি, কে যেন কি কহে কথা !
দূরে জলদের কোলে জ্বলে কি তড়িৎ-লতা ?
জগতের গৃহলক্ষ্মী সেই কি সাগর-বালা
বারেক কটাক্ষপাতে জুড়ায় জীবন-জ্বালা ?
—"কি ভয় দুর্ব্বল ভীরু, চলে যাও ভয় কিসে,
বিন্দুমাত্র ভয় নাই সিন্ধুর ঐ মহোচ্ছ্বাসে ।
মানুষের ভ্রান্ত মন অতীতকে বড় ভাবে
ভবিষ্যৎ নাম নিতে চিন্তার সাগরে ডুবে ।—
অতীতের এক স্তর ভূমিও গড়িয়া দিবে
ভবিষ্যৎ হ'য়ে পুনঃ হাসাইবে কাঁদাইবে ।
যে হাসি অধরে ছিল সে হাসি আসিবে কোলে,
চঞ্চল সে হাসিটুক ধ্বংস নয় কোন কালে ।
কে ম'রেছে কোন্ দিন, সে শুধু কথার কথা,—
মরিব না তুমি আমি মরিবে না লতা পাতা ।
অতীত অতিথিশালা ভবিষ্য সুদূর পথ

"বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্র এই ভাবে চলে রথ।
গিয়াছে আসিবে ফিরি, এসেছে ফিরিয়া যাবে,
অনন্ত পথের পান্থ বিশ্রাম নাহিক পাবে।
ব্যোম-অতীতের বিন্দু ভবিষ্য-সাগরে পড়ি
বর্ত্তমান চরাচরে যাবে পুনঃ গড়াগড়ি।
যা হবার তাই হবে, তোমার নাহিক হাত,
রণস্থলী বর্ত্তমান যুদ্ধ কর দিন রাত।
দয়া খুজ ধর্ম্ম খুজ শক্তি খুজ অকারণ,
কে কারে কি দিতে পারে বাহুবলে কর রণ"।
এ যে বালিকার স্বর! স্বর্গের সঙ্গীত-রাশি!
দেবের দুর্ল্লভ ভাষা দিল প্রাণ পরকাশি!
দয়ার দুয়ার খুলি, এত প্রাণ ঢেলে দিলি,
শক্তিরূপা কে তুই রে এত শক্তি দিলি মোরে।
এত তেজ এত আশা, এত তোর ভালবাসা,
সাগরের শুষ্ক তৃণ কে তুই লইলি ক্রোড়ে!
ভাসি যেতে এসেছিল, ভাসিয়া সে যেতেছিল,
ঝাঁপিয়া তরঙ্গ মুখে কে তুই কুড়ায়ে নিলি!
কে রে ও চমক মেয়ে, দিলি প্রাণ চমকিয়ে,
চলে না চঞ্চল চিত্ত চালা সে চলিয়ে যাক্;
কোথা নিবি নিয়ে যারে ঘন বরষার ডাক।

## অতীতের স্মৃতি।

ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে ছেড়ে দে রে ভাই,—
ফুলভরা বাগানটী পুড়িয়া হ'তেছে ছাই।
লতাটী শুখায়ে যায়,
পাতা ঝর্ ঝর্ প্রায়,
ঝরে পড়ে ফুলগুলো একটু কুড়ায়ে আনি,
শুনিব না তোর কথা করিস্ না টানাটানি।
একটু থাক্ রে বসি
বেঁধে আসি বেঁধে আসি,
কোলের হরিণ মোর বনেতে ছুটিয়া ধায়,
তরঙ্গ তুফানে ঘোর তরীটী ভাসিয়া যায়।
প্রবল প্রচণ্ড স্মৃতি!
তোর ও তাণ্ডব-গীতি
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাক্ তবু গাইব না আর,
নির্ব্বাণ চিতার অগ্নি জ্বালিব না পুনর্ব্বার।
শুনিলে তোমার গান
ফুলগুলো হবে ম্লান,
হরিণটী যাবে ছুটে, বাগানটী যাবে পুড়ে,
চুপে চুপে চ'লে যারে ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে।

---

## ভিখারী।

( ১ )

না জানি দারুণ শীত কিরূপ পীড়া।
ধরিতে ধরিতে একি বিরূপ ধরা!
শ্বেত পাংশু কলেবর,
কম্পন থরে থর,
কিণাঙ্ক কঙ্কালরাশি বিকট হাসে,
ধমনী তটিনী কূল জমিয়া আসে।

( ২ )

বদনে কুসুম-হাসি গিয়েছে লুকে,
সাহানা কাকলী স্বর সহে না বুকে।
শিরে আঁকা শত কাশ,
শিথিল বহে না শ্বাস,
লাজহীনা বিবসনা র'য়েছে পড়ে,
জীবনের চিহ্ন শুধু নয়ন ঝরে।

( ৩ )

তখন তরুণ রবি ঊষার বুকে
ধীরে ধীরে জাগে ঘুম ভাঙ্গেনি চোখে।
হঠাৎ বকুল তলে
"আয় রোদ আয়" বলে,
হাসি ভরা কচি মুখ করুণ তানে
টানা আঁখি এলা চুল বাহুটী টেনে।

( ৪ )

কোল ছাড়ি বাহু নাড়ি অরুণ ছুটে,
ছোট বুকে কত ঢেউ উথলি উঠে।
হেথা হাঁড়ী হোথা ধূল
খুঁজে নাহি পায় কূল,
গায়ে ঢলে কাঁকে চড়ে মধুর হাসি ;
চুপি চুপি পাছে সরি রহিনু বসি।

( ৫ )

হেথা হাঁড়ী হোথা ধূল থরে বিথরে,
কত বাটে কত ছুনে যায় না ফুরে।
কেবা রাঁধে কেবা খায়,
যত আসে তত পায়,
পুরী কি পুকুর পার ভাবিয়া সারা,
কোন্ সাগরের তলে ছিলি রে তোরা ?

( ৬ )

তোরা না শতেক লক্ষ্মী পোড়া জগতে
বাটিয়া ছুনিয়া দিবি আপন হাতে।
ও রাঙা চরণতলে
কত আঁখি রবে মেলে,
তোরা না তুলিয়ে নিবি আঁচলে পুঁছে,
জীবনের শোধ দিবি নয়ন মুছে।

( ৭ )

ভেঙ্গো না ভেঙ্গো না, ও কি খেলা কে বলে ?
আমি দেখি জগতের ভিত্তি ও ধূলে।
খেলিছে হিরণ হাসি
রবির কিরণে মিশি,
চুপ করে বলি সরে কাতর স্বরে,
"বারেক হের গো লক্ষ্মী অতিথি দ্বারে।"

( ৮ )

কোথা হাঁড়ী কোথা ধূল ছুটিল দৌড়ে,
নিরাশার শূন্য মাঠে রহিনু প'ড়ে।
হা ভিখারী লক্ষ্মীছাড়া,
এত বিষ চক্ষে ভরা !
সংসার জ্বালায়ে দিলি খানিক হেরি !
দীনের দৃষ্টিতে শোষে সাগরবারি !!



### চাঁদের ঘুম।

অবগুণ্ঠনের তলে সপ্ত মুকুটের গর্ব্ব,—
চাঁদটী মেঘের আড়ে চুপ ক'রে ঘুমে আছে!
পল্লবে লুকান ঘট লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পর্ব্ব,—
ঘুমন্ত শান্তির ছায়া উন্মত্ত প্রাণের কাছে?
উন্মাদ প্রাণের শান্তি নীরব নির্জ্জীব নয়,—
হাসি কান্না ভাঙ্গা গড়া উদ্দাম সঙ্গীতময়।
সেই শান্তি চাই মোরা এস সখে বলে আসি,—
আনন্দে করে গো যেন চাঁদে চাঁদে ডাকাডাকি,
আনন্দে ঢালিয়া সুধা তরল কোমল হাসি,
আনন্দে ফুটায় ফুল ঝোপে ঝোপে দিয়ে উঁকি।

আর আমরা,—

ঘুম হ'তে জেগে উঠে উন্মাদ সূর্য্যের ন্যায়
সহস্র বাহু টানি আথি বিথি ধেয়ে যাব।
লালসার রক্তে রাঙা কম্পিত বক্ষের ছায়
সেই ডাক্ সেই ফুল সেই হাসি টেনে নেব।
সুপ্তিভরা শান্তিভরা সেই মহাসিন্ধু পাশে
ছুটে যাব হাসি হাসি, ছড়াইব দিশি দিশি
ক্ষুদ্র আলোরাশি এই রবি-শশিহীন দেশে।

---

## দীপ-শিখা।

মরণ মরণ মরণ কি সে !
—মরণ খেলার খেলা !
খেলেছি খেলিব, আবার খেলিব,
কিসের বিষাদ কিসের হেলা।
তুমি,—
আঁধার ভখিয়া আঁধার উগার,
আঁধার আলানে বাঁধা,
সমুখে আঁধার, পেছনে আঁধার,
তুমিই আলোক ধাঁধা !
আমি,—
উকিয়া ঝুকিয়া ঝোপেতে ঢুকিয়া
রবির কিরণ গণি,
ধূলে গড়াগড়ি, চক্রে ঘুরি ফিরি,
আমিই স্বাধীন প্রাণী !
তুমি,—
বেড়িতে চরণ বেড়া,
আমি,—
অবেড়ী ঘুরিয়ে সারা।

আঁখিতে আঁখিতে মুখোমুখি হ'তে
মাঝেতে দাঁড়ায় কা'ন্না !
ওগো,—
মরিতে দিবে না মিশিতে দিবে না
এ কোন দেশের কথা !
তোমায় সরাবে আমায় তাড়াবে
কেমন নিঠুর প্রথা !
আজি,—
কিছু না মানিব, সকলি টুটিব,
ভাঙ্গিব যতেক বাঁধ,
মিলিতে এসেছি মিলিয়ে যাব,
আপনারে শুধু নিবাইয়ে দেব,
মিঠাব মনের সাধ।
এ তুচ্ছ জীবন মুহূর্ত্তে উড়িবে,
জ্বলিবে শ্মশান ধুক্,
তরঙ্গে তরঙ্গে লোফা লুফি করি
ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বুক।
মর্ত্ত্য পিয়াসা শূন্যে ঘুরিবে
স্বর্গে ছুটিবে ধূম,

আঁধারের কীট আঁধারে ছুটিব,
আঁধার পাড়াবে ঘুম ।
এখনি ভাঙ্গিব কারা,—
আশায় আশ্বাস —নিশার স্বপন,
করেছে অধীর পারা ;—
হাসিবে বিশ্ব ভাসিবে জগৎ
ছুটিবে আলোক ধারা ।
ছুটে ঘন মেঘ গরজি গরজি
জগতে বিলায়ে যায়,
আয় ছুটে আয় শত বাহু টানি
চকিতে সরিয়া আয় ।
বিশ্ব ব্যাপিয়া জ্বলুক আগুন,
মন্দ্রে উঠুক ধ্বনি,
হেসে মিশে যাই আলোকে বিলাই
দেখুক বিশ্ব-প্রাণী ।

---

ফটিক জল।

শকুন মরণ ডাকে গহন বনে,
মহাসেনা শ্যেন মত্ত ভীষণ রণে।
আলোকের ঝিকিমিকি,—
সরমে নরম আঁখি,
পেচক লুকায়ে থাকে
নাহি চায় নাহি ডাকে,
হরেকৃষ্ণ বলে শুক ছাড়েন বাড়ী,
বাবুই বাসার ধারে আছেন পড়ি।
রবি আঁকা চাঁদ মাখা
ময়ূর গুছান পাখা,
মেঘ কাঁদে ঘুরে' ঘুরে'
তড়িৎ হাসিয়ে মরে,
কোকিল আকুল বড় বকুল ডালে,
বউ কথা কও সাধে কুঞ্জ তলে।
হীরা মণি মুক্তা ছড়া
থাক্ তোর বুকে ভরা,—
দু'একটী ঢেউ আগে
তুল গঙ্গা উঠ জেগে,
বসন্তের শান্ত বায়ে উড়াও অঞ্চল,
উড়ি উড়ি বুকে ঘুরি "ফটিক জল"।

## আরতি।

আমার হৃদয়-রাণি ! উঠ একবার,
আঁখি মেল এ যে নয় অকাল-বোধন।
খুলিয়াছে পরাণের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
উন্মত্ত বাসন্তী সন্ধ্যা করে আবাহন।
বসন্তের গন্ধমাল্য নিস্ফল শুখায়,
জ্বেলেছে দিগ্বধূ কোটি হীরকের বাতি,
মলয় চামর হস্তে চরণে লুটায়,
বিহঙ্গের কলকণ্ঠে মঙ্গল আরতি।
আমি ভিখারীর বেশে তোমার চরণে
সর্ব্বস্ব হারায়ে কাল করিব ক্ষেপণ ?—
আজি সুপ্তি টেনে নেব চির জাগরণে,
জীবনের মহাসিন্ধু করে গরজন।
জ্বালাইব বেদীপাশে সহস্র দেউটি,
ঢালিব মাথায় গন্ধ সুরভি চন্দন,
জয়মাল্য দিব গলে মুক্ত বাহু দুটী,
ধরিব কম্পিত বক্ষে রাতুল চরণ।
খুলে' নেব মন কেন মদের আস্পদ,—
একটী প্রাণের কথা লাখের সম্পদ্।

---

## ব্যাধ।

—"দিন খেন কিছু নাই প্রভাত প্রদোষ,
শীতাতপ নাহি মান অশনি-নির্ঘোষ।
সুখ দুখ বুঝ নাকো,—বুঝহ গরজ,
কেবল আপন শর বুকের কবচ।
কঠিন কোমল কিছু কর না বিচার,
ব্যাধ কিহে তুমি অই কর অত্যাচার" ?
সত্য বটে ব্যাধ আমি দেখ না ফিরিয়া,
ছুটিছে শোণিত ধারা হৃদয় ছিড়িয়া।
সংসার করিয়ে পর জীবন মরণ
পাছে পাছে ছুটিয়াছি রাহুর মতন।
অকুল গহনে তুমি বাঁধিয়াছ বাসা,
সকলের মত নয় ভুগিব দুর্দ্দশা।
লতা পাতা ফল ফুল যতন করিয়া
গোপন করিতে চায় বুকেতে ভরিয়া।
পাতায় পাতায় শর করিব যোজনা,
না পাইলে পোড়া প্রাণ কিছুতে বুঝেনা।
গুজে থাক, ঢেকে থাক, উড়ে যাও তুমি,
আমার অব্যর্থ লক্ষ্য—ফিরিব না আমি।

---

বসন্ত ।৮

( ১ )

ধরার জড়তা গেল ছুটি,
প্রাণে প্রাণ নিতে চায় লুটি ।
নিখিল উন্মাদ অন্ধ,
ঘুচে গেছে লাজ বন্ধ,
অরাজক রাজ্যের শাসনে,
আজি কে কার কথা শোনে ।

( ২ )

দিন বলে আসিওনা রাত,
রাত বলে হবনা প্রভাত,
রবি না ডুবিয়া যে'তে
চাঁদ এসে পড়ে পথে,
মুখোমুখী হয় দুই জনে ;
আজি কে কার কথা শোনে ।

( ৩ )

শশী বলে উঠিওনা তারা,—
"ওগো সে যে কলঙ্কের ভরা
চল্ মোরা ফুটে উঠি,"
হাসি তারা কুটি কুটি
এ উহার কহে কাণে কাণে,
আজি কে কার কথা মানে ।

( ৪ )

অনিল বলিছে "না না না,"
ফেনিল সমুদ্র মানে না,—
শত বাহু ঊর্দ্ধে তুলি
চন্দ্র ধরে কুতূহলী,—
শালে শৈলে পড়িছে ঠোকরে,
আজি কে কার কথা ধরে।

( ৫ )

পাতা যত ঢাকিছে মুকুল
সে যে তত হাসিয়া আকুল।
কাছে না আসিতে সন্ধ্যা
ফুটিছে রজনীগন্ধা,
উলঙ্গ পলাশ হাসে বনে ;
আজি কে কারে এত গণে।

( ৬ )

ফুলরাণী রাখে দলে দলে
গন্ধে বাঁধি আনন্দ বিহ্বলে।
নিশীথে মলয় সনে
পলায় কোথা কে জানে,—
কুসুম কাঙাল পড়ে' থাকে,
আজি কে কারে বেঁধে রাখে।

( ৭ )

গুণ্ গুণ্ ভ্রমর গুঞ্জরে
চূত মুকুলের কুঞ্জোপরে।
কোকিল আড়ালে থাকি
কহিতেছে ডাকি ডাকি,—
নুয়ে আছে রসাল সরমে,
আজি কার বুঝে মরমে।

( ৮ )

পরাণের উন্মত্ত কামনা,—
নয়নের লজ্জা ঢাকা মানা
কি বলে রাখিবে ধরে ?—
ছুটিয়াছে গর্ব্ব ভরে,
আঁখি তাই চেয়ে আছে কোণে,
আজি কে কার কথা শোনে।

---

## মৃগয়া ।

চুপ্ চুপ্ চুপ্ পাছে সর্, আরনে বাজাস্ বাঁশী,
স্থগিত্ চকিত্ দুটো আঁখি দেখ্ছে হোথা আসি ।
( ঐ যে ) বেলের ঝারে গন্ধ উড়ে,
ভ্রমর ঘুরে ভোঁ ভোঁ করে,
নড়ছে লতা, কাঁপছে পাতা, চলছে ওটা কি !
আড়ে আড়ে আয়না সরে' একটু খানি দেখি ।
সর্ সর্ পাছে যা,—
থেমে থেমে পড়ে পা,—
মানুষ যেন চিন্ছে বেশ, আলসে ভাবে চলে,
পোষা হরিণ ছুট্ছে কারো দুল্ছে মালা গলে ।
সপাসপ্ গুণ টান্,
টানা আঁখি টেনে আন্,
কিসের পোষা কিসের বুনো ব্যাধের জাতি মোরা ।
দেখ্ দেখ্ দেখ্, চেয়ে দেখ্ ঐ মাঝখানেতে খাড়া,
বসন্তের কান্তি মাখা
সম্মুখ খানে বাগান রাঁকা,
বুক্ ফুলায়ে চল্ছে নদী ঢেউ তুলিয়ে পাছে,
টান্ টান্ টান্ যাচ্ছে ছুটে' গৌণ করিস্ কেন মিছে ।

---

## ভিক্ষা ।

১

বহ্নি-মাখা ধরাতল নিদাঘ কালে,
শৈল শিলা বৃক্ষ ফেটে' অগ্নি জ্বলে ।
পবন বহেনা ফিরে,
বহিলে আগুন ঝরে,
তপ্ত তপন করে দৃষ্টি রোধে,
ঘুরিতেছি সারা দিন নিঝুম রোদে ।

২

অট্টহাসি ধূলা রাশি সমুখে ছুটে !
দরশে পরশে তনু শিহরি উঠে ।
ধূমে ঢাকা চারি ধার,
ধরা যেন অন্ধকার,
ক্লান্ত চরণ ভার ছুটিছে পিছু,
শ্মশান কি মরুদেশ বুঝিনা কিছু !

৩

ছাদে থাকি কত আঁখি উকিদে আড়ে,—
ঘুরে ঘুরে খুজি জল করুণ স্বরে ।
চাই যারে নাই তার,
মিছে চাই আছে যার,
তপ্ত বজর ধার বচন বাজে,
হাসি মুখে কয় তবু পরাণে বুঝে ।

৪

হোথায় কি সরোবর ফটিক বারি !
ঝিকিমিকি করে সে কি দেখিনা সরি'।
কেগো তুমি নত শিরে,
দয়াধন স্নেহ হরে'
শূন্য ধরণী করে' আছ উজালা ;
দগ্ধ নিদাঘে হেন মধুর ডালা।

৫

ওগো আমি বড় তাপী বড় পিয়াসী,
বারেক দেখনা চেয়ে দুয়ারে আসি।
গঞ্জনা লাঞ্ছনা বড়
পেয়েছি ফিরিয়ে ঘর,
শুষ্ক অধরে মোর জল কণা দে,
পরাণ বাহির হয় দারুণ রোদে।

৬

আমি গো বিদেশী নই দেখনা আড়ে,
দেখিলেই মনে হ'বে চিনিবে মোরে।
—দ্বারের ভিক্ষুক সত'
দিয়েছ নিয়েছি কত'
পূর্ব্ব কাহিনী যত স্মরিয়া ফিরে'
এসেছি মাগিতে পুনঃ তোমার দ্বারে।

৭

ভিক্ষায় পেয়েছি লক্ষ্মী দিবনা ছাড়ি,
দূর হও দৈন্য, হেরি নয়ন ভরি।
চাইনা সম্পদ ছাই,
চাহিলে স্বরগ পাই,
শুষ্ক অধর যাই সরস করে';
শীতল করহ তনু আঁচল নেড়ে।

৮

দয়াধন স্নেহ তুমি দিওনা ফিরে,
কত খুজি কাঁদি কেহ নাহি দে মোরে।
পার আরো এনে হরে'
রাণী সেজে বিশ্বপুরে
চঞ্চলা অচলা হয়ে থাক, ও পদে
নিত্য এসে মেগে নেব দুপর রোদে।

———

### আঁখি ও পাখী।

ঊষার হিরণ হাসি পূর্ব্বাশার কোলে,
বাগানের বুকে বুকে কত হাসি জ্বলে।
বিস্তারি সহস্র-কর, কর সুকোমল
আধ-হাসা আধ-কাঁদা বুকেনে কমল।
রসিক পাগল পাখী পৃথিবীর কবি
দেখিতেছে প্রকৃতির ঘুম্-ভাঙা ছবি।
যাই মনে তাই মুখে তারি ধরে তান,
উড়ে পড়ে, পড়ে উঠে বীণার সমান।
মানুষের খেলা কিম্বা অমরের লীলা
পাখীর সরল মনে করিয়াছে মেলা।
সারা শব্দে পত্রে ঢুকে চঞ্চল পরাণ,
আবার বাহিরে আসি গাইতেছে গান।
স্নেহ লাজ মাখামাখি সুমধুর স্বরে
জগতে জাগ্রত স্বপ্ন দেখাইছে নরে।
ঘুম্ ভাঙা দুটী আঁখি কুটীরের কোণে
তোর মত আছে পাখি উড়ু উড়ু মনে।
আঁখি সে নীরব কবি নীরব ভাষায়
লিখিয়াছে শত কাব্য হিয়ায় হিয়ায়।
আঁকি তার প্রতিচ্ছায়া, শিখি তোর ভাষা,
বড় সাধ জুড়াইব প্রাণের পিপাসা।

### গ্রহণ।

আজি কি রজনি অয়ি, ছোট হয়ে যাবি সই
টানা টানি হবে লই আঁচল খানি।
তোমার আঁধার রাজি হজম হইবে আজি,
লাজে লাজে সর বুঝি নয়ন টানি।
পরাণে মানেনা ব্যাজ ঘরে যেন কত কাজ,
চাঁদের সরম আজ গিয়েছে চলে'।
ঠেলে ফেলে তপনেরে বাহির হইয়ে পড়ে,
টেনে নিতে চায় তোরে বুকের তলে।
বাঁশের গাছের আড়ে, বাগানে পুকুর পাড়ে,
উঠানে খিড়্কীর ধারে মারিছে উকি।
ষোল আনা ভরা শশী চোকে মুখে ফুটে হাসি
গরব পড়িছে খসি ধরায় ঝুঁকি।
পাছে বাঁধা অন্ধকার, গলে পরা তারা হার,
সরোবরে সুধাসার বদন দেখে।
প্রান্ত হতে প্রান্তে যাবে খুজে' তন্ন তন্ন ভাবে—
জগতের কথা কবে— অন্তরে লিখে।
সাগরের কোলে ছেড়ে' চলে ক্ষিপ্র পদভরে,
আঁখি মেলি শূন্য ঘরে বেড়ায় হাটি।
কুঁড়ি গুলো ফুটে ত্বরা, বায়ু গন্ধে মাতোয়ারা,
ধরায় আনন্দ ভরা —"রাহুর ছুটি!"

## পরিণতি।

আর কি সে দিন আছে ! যেদিন কদম গাছে
সঙ্কেত বাঁশরী স্বর শুনি,
আড়ে আড়ে নত শিরে ঘুরিত ফিরিত ধীরে
কুণ্ডলিত মন্ত্র মুগ্ধ ফণী।
ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছে, ভয়ে ভয়ে দেখিয়াছে,
কহিয়াছে ভয়ে ভয়ে কথা,
"কাছে ঘেসে"-"পাছে সরে,"- এ দোহার কারে ছাড়ে
ভাবিত ঘামিয়ে যেত মাথা।
সংশয় সুখের ছায়া, কলহ পূরিত হিয়া
সত্য বটে ছিল নিত্য তার।
সে দিন গিয়েছে চলে, সে স্মৃতি ডুবেছে জলে,
মদিরা হয়েছে সুধাধার।
ছু'লে যারে নেশা হ'ত দিশা জ্ঞান হারাইত
দিগদর্শনের সূচী এবে ;
না পাইলে প্রাণে মরে, রবি শশী নাহি হেরে,
দিবস যামিনী শূন্য ভাবে।
নেশা যে প্রাণের আশা, শিরায় শিরায় মেশা,
সলিলে সলিল সম রাজে,
তবু সে কি বুঝিলনা ! একি ভ্রান্তি না ছলনা,
তবে কেন ও বাঁশরী বাজে !

### কমলের প্রতি কাল।

মলয় টানিতে ছিল শীতল পাখা,
ধরণী আঁচল ভরে’
বেল যুঁই থরে থরে
গুছায়ে সাজিতে ছিল সুরভি মাখা।
নীরবে রয়েছি, পাছে
কোকিল কাণের কাছে
কি খবর কয়ে গেল অনল ঢাকা!
জ্বলন্ত আগুণ বুকে,
ধূম উঠে চোখে মুখে,
সপাসপ্ এনু ছুটে’ নিশ্বাসহারা।
হেরি দূরে সিন্ধুতলে
মান করে’ ডুবে গেলে
চাহিলে না ফিরে তবু দৌড়িয়ে সারা।
ঊর্দ্ধে তুলি ধূলারাশি
সাগর সিঁচিয়ে আসি,
খুলিলে না দ্বার আমি দুয়ারে খাড়া।
হুহু ক’রে কেঁদে দিই,
জগৎ ভাসায়ে নিই,
আভাহীন ভস্মমাখা পাষাণ গলে!

না জানি কি মনে করে'
কোন ছলে এলে সরে'
আপন বদনখানি ঢাকি আঁচলে।
চাপা আঁখি বাঁধা চুল
ডুবে ডুবে খুজ কুল,
সরমের ভয়ে হাসি মরম তলে।
ভাব বুঝে বেশ লই,
মিঠে কড়া কথা কই
নরম গরম ভাবে রয়েছি বসি ;
তাইত লাগিল বেশ,
লাজ মান হ'ল শেষ,—
বুক খুলে' মুখ তুলে' রহিলে ভাসি।
স্বর্গীয় সুকান্তি মাখা
দেখে ঝরে সেফালিকা,
পবনে সুরভি বহে অধরে হাসি।
যত্ন করি বুকে ভরি
তন্দ্রা আসে ধীরি ধীরি,
কপালের স্বেদ তোর কপোলে পড়ে ;
তাতেই উন্মাদ-মনে
বিষম প্রমাদ গণে'

চকিতে সরিয়া গেলি ঘুমের ঘোরে।
ঝড় তাপ পায়ে ঠেলি
অশনি সহিয়ে রৈলি
দু'পলের নীরবতা সহিলি না রে!
জীর্ণদেহ রুক্ষ কেশে
ঘুরিতেছি দেশে দেশে,
নয়নের অশ্রুকণা বদন শোষে।
সকলে শিহরি উঠে
দেখিলে পলায়ে ছুটে
পশু পাখী ফল ফুল কাছে না ঘেসে
এত ঘৃণা কেন হেরি!
কারো কি করেছি চুরি?
হারায়েছি ধন আমি পাগল বেশে।
অলক্ষিতে লক্ষ্মী হারা,
যারে খুজি দে না সারা,
সাগরে মরিতে যাই সে যায় শুষে।
হা হুতাশ রেখে যাও,
সুষমা টু নিয়ে ধাও,
ছুইলে পলায়ে যাস্ এইত ধারা!
ঘুরে ফিরে আজীবন দিই পাহাড়া।

---

## চোর ।

( ১ )

আগুলি পরাণ পথে একেলা দুর্ব্বল
কেড়ে নিলি সব, সাঁজে তাড়াইলি শেষে ।—
পন্থহারা অন্ধকারে ঘুরিছি কেবল
পাখী উড়ে পাতা নড়ে চমকি তরাসে ।
আঁধারে লুকায়ে যেন পাছে এস ছুটি,
সবি লুপ্ত, তুমি শুধু রহিয়াছ ফুটি ।

( ২ )

জানি না এসেছি কোথা, রয়েছি ঘুরিতে ;
সত্য বটে, ঐ উঠে প্রভাত তপন,—
পথ যে ভুলিয়ে গেছে কি হ'বে আলোতে ?
খুজিছে প্রাণের কথা এ বিশ্বভুবন ;—
ভাষাহীন কিসে কবে এ' দগ্ধতাপিত !
—সকলের পর আমি শূন্যে নির্ব্বাসিত ।

( ৩ )

ভোর না হইতে তুমি দুয়ার খুলিয়া
—কে যেন কি ফেলে গেছে কিছুই জান না,—
ঘুরিতেছ আঙ্গিনায়,—এসেছি দেখিয়া
ফিরে দিবে ধন মোর ; কেমন লাঞ্ছনা ?
বাঁধিতেছ আমি চোর ! স্বর্গীয় বিচার !
—তুমি রাজেশ্বরী সাজে সকলি তোমার ।

## মেঘ।

( ১ )

চকোর চকিতে ঘুরে সুধার আশে,
কুমুদ সরসি-নীরে আমোদে ভাসে।
পাতা পাশে মাথা তুলি'
কলিগুলো আছে ভুলি ;
কাঁচা হাসি মিঠে বাস লুটে মরুতে।
কেন উল মেঘ তুমি জোছনা রেতে ?

( ২ )

বরষার ধূলি কাদা ঠেলি চরণে
ধীরে ধীরে উঠে ধান দূরে বিজনে।
বুক ভরা আশা তার
বিলাইবে চারি ধার,
বুঝ নাকো কাঁচা ক্ষেত যাইবে মরে',
কোথা হ'তে এস মেঘ অমন করে' ?

( ৩ )

প্রবাসী নাবিক পাল তুলে' গগনে
ঘাটে আসে টেনে' দাঁড় ছুটে' সঘনে।
ধ্রুবতারা পানে চায়,
ধন আনে গান গায়,
বুঝনাকো ভরা তার ভাসে অকূলে।
কেন উড় মেঘ বাঁধি ঝড় আঁচলে ?

( ৪ )

"কেন উড়ে মেঘ ?—সে ত রাজার ভালো—
সোণার রাজত্ব তার হবে জাঁকালো।
প্রবল প্রচণ্ডতাপে
হোমকুণ্ড জ্বলে চুপে,
যা ছিল সুন্দর, আর পেয়েছে খুজে
দু'হাতে আহুতি দেয় প্রভাতে সাঁজে।

( ৫ )

"অনির্ব্বাণ মহাযাগ ধরণী তলে
দিবস রজনী সারা ধূমিয়ে জ্বলে।
সাধনায় সাধনায়
আসে দিন চলে' যায়
জনম সাধনা ময় আশা জীবনে।
দক্ষিণা সমাপ্তি তার কোথা কে জানে!

( ৬ )

"ও যজ্ঞিয় ধূমরাশি থরে থিরে
সৃজিয়াছে ঘন মেঘ ঘন তিমিরে।
নয়নে নিঝর ভরি
শূন্যে বেড়ায় ঘুরি,
জগত ভাসায়ে দিবে সুধা বরষি;
ভাসে না তারকা তাই হাসে না শশী।"

---

### রবাহুত।

আমি ক্লান্ত আমি শ্রান্ত আমি পিপাসিত,
আমি গো অতিথি নই,—পালিত ভিখারী।
কেন কোথা যাব ফিরে? আমি রবাহুত
যাহা পাই তাই লাভ তাই নিয়ে তরি।
ঘৃণার প্রভুত্ব কিবা আমার উপরে,—
করিয়াছি বিসর্জ্জন লজ্জা ও সম্মান।
লইয়াছি ভিক্ষা ঝুলি তুলে' যদি শিরে
কটু আর মিষ্ট ভাষা উভয় সমান।
থাকুক সহস্র মেঘে ঢাকিয়া তপন
তবুও কমল হাসে, সে ভাবে ও খেলা।
পঙ্কিল নির্ম্মল হোক্ প্রবাহ যেমন,
টানিয়া নিতেছে বুকে সাগর দু'বেলা।
ভ্রূক্ষেপ করি না তব ভ্রূকুটি কুটিল,
বিশ্ব ঢাকা অগ্নি ঢালা আরক্ত নয়ন,
গর্ব্বভরা শূন্যগর্ভ কটূক্তি জটিল,
কম্পিত অধর-ভঙ্গী, দন্ত ঘরষণ।
সলিল তরল বহ্নি হোক্ তপ্তধার,
আগুন নিভাতে তার নিত্য অধিকার।

---

## স্নেহ।

না জানি বেঁধেছ কোন্ অজানা বাঁধন,
অজানা দেশের কোন অদৃশ্য সুতার,
জীবন ভরিয়া শুধু ঘুরণ ফিরণ,
ছাড়িতে পারে না প্রাণ পরিধি তোমার।
বুকে ভরা পারিজাত নন্দন কানন,
শ্যামল পল্লব ঘন শ্যাম জলধর,
অনন্ত ভাষার গীতি, অনন্ত সৃজন,
স্নিগ্ধ সমীরণে সুপ্ত সুরভি বিস্তর।
কই আসে না ত সেই তিথি সুলগন,
দু-কাণে পড়ায়ে, দিই কুসুমযুগল ;
শিরে তুলে' দিতে পারি পল্লব শোভন,
একটী সঙ্গীত গাই, সকলি নিষ্ফল।
শরতের হাসি টুকু হেমন্তে ঘুমায়,
ভাসায়ে নে তপ্ত আশা বরষা সঘন,
বসন্তে কুড়াই ফুল নিদাঘে শুখায়,
আমি কি করেছি ম্লান ও বিধু-বদন ?
আমি ত গো কিছু নই তোমারি সে মায়া,—
রাহুত জিনিস্ নয়,—পৃথিবীর ছায়া।

---

## আব্দার।

"বুঝিতে পারিনু তোমা কই" ?
—কিছুই কি পারনি বুঝিতে ?
সময় হ'য়েছে উপস্থিত
তাই তর্ক জুটেছে মনেতে।

ক্ষুদ্র এক শিশিরের কণা
কোথা হ'তে পড়ে ছিল খসে,'
পাপড়ি চুষিয়া নিল সব,
ফুল বলে,—"কোথা গেল এসে" ;

আমাতে আমার কিছু নাই
সকলি করেছ' আত্মসাৎ।
আপনারে কে পারে বুঝিতে,
চরমের যবনিকা পাত্।

আমি আজ শূন্য পড়ে' আছি
করিভুক্ত কপিত্থ যেমন।
বুঝিবার বাকী কিছু নাই
তাই শুধু আব্দার এখন।

---

## শরতের ঝড়।

হাসির তরঙ্গ উঠে শরতের নীলাম্বরে,—
চকিতে সাজিল ঘন মেঘ,
ধায় হাসি তড়িতের বেগ,
সঘনে কম্পিত ধরা শৃঙ্খল যাবে কি ছিঁড়ে ?
উন্মত্ত ঝটিকা হুহু করে,
পড়িছে করকা কড় কড়ে,
নিঝুম আঁধার খেলে আকাশ পাতাল জুড়ে।
ঝর্ ঝর্ বারি বরষণ,
ফুল ঢাকে পাতায় বদন,
গগনে ডুবিল চাঁদ আঁধার বুকেতে ভরে'।
খেলিতেছে নিরাশ স্বপন,
বুকে ঢাকা আশার বদন,
হঠাৎ থামিল ঝড় শান্তির নিশ্বাস ছেড়ে'।
আড়ে ফুল উঁকি দিয়ে চা'ন,—
কোথায় কি ভাবে আছে চাঁদ,
গলাটী বাড়ায়ে চাঁদ ফুল কোথা চাহে সরে'।
বুক কাঁপা দুইটী চাহনি,
অপূর্ব্ব মিলন নিল টানি,
উঠিল হাসির ঢেউ ধরা তোলপাড় করে'!

---

## মাঝির সারি।

ভাদরের ভরা গাঙ্গে জোয়ারে বহে ধার,
চাঁদের টানে বাড়্‌ছে বারি, বুক ফুলায়ে ভাস্‌ছে তরী,
বরষার ধূলি কাদা ধুইয়ে গেছে তার।
রাঙা ভাঙা মেঘের ঘাটি, তুফান্ ভেবে চমকে উঠি,
চল্‌ছে তরী চায়না ফিরি দোহাই মানে কার।
অরুণ উঠে পরাণ ফাটে, ভোরের বায়ে ঢেউ কাটে,
লাজে মরি নাহি পারি ভিরাতে টানি দাঁড়।
শরৎ বলে' প্রাণের আশা, থাম্‌ছে ঢেউ হাস্‌ছে উষা,
দু'এক ফোটা শিশির ঝরে ফর্সা চারি ধার।
পাশ কাটায়ে যাচ্ছি চলে', ফির্‌বনা আর পাছে ম'লে,
ঘাটের তরী ঘাটে গেলে দুনিয়া হবে সার।
রোদ্ উঠ্‌লে কড়া কড়া, পালের তলে থাক্‌ব খাড়া,
তপ্ত গায়ে শীতল বারি ছিটায়ে দিব তার।
হালের চাপে পালের টানে, দুলিয়ে কিসে ঢেউ না জানে,
চল্‌ছে আমার সোণার তরী মরি কি বাহার!
হাল্ ধরে বসেছি পাছে দেখ্‌ছি চারিধার!

---

## শারদাকাশ।

পূর্ণ শরতের বুক, পূর্ণ কলেবর,
লক্ষ মুকুটের ধন তুচ্ছ তার কাছে।
কেন্দ্রগত সংসারের শান্তি সরোবর,
শ্রান্তিহীন সংজ্ঞাহীন, কেবল হেরিছে—
মৃদুল গমনে চলে পূর্ণিমা রজনী,
ছুটিছে লাবণ্য তার টুটিয়া অম্বর,
মৃদুল পবনে উড়ে তরঙ্গিত বেণী,
মল্লিকা অলকাবিদ্ধ চুম্বিছে অধর।
মালাভ্রষ্ট সেফালিকা অলক্ত চরণে,
মুখরিত ঝিল্লিমুখে উল্লাসে নূপুর,
ক্রমে স্বেদবিন্দু ফুটে অম্লান বদনে,
ক্রমে বহে ঘন শ্বাস সুরভি মধুর।
সেফালী গাছের তলে সরসীর তীরে
বুকে মুঞ্জরিত আশা, গোপনে দুজনে
নীরবে দেখিতেছিল উত্তরিয়া ধীরে
নির্ম্মল অমিয় ভরা স্বরগের পানে।
পড়ে পড়ে মধুভরা সেফালিকা ফুল,
কোথায় বা দু'একটী খসে খসে দুলে,
কেন্দ্রহারা তারা যেন ঘুরিয়া আকুল,
বিশদ চন্দ্রিকাধৌত শ্যাম দূর্ব্বাদলে।

পূর্ণ তারা সুধাকর সুনীল আকাশ,
নিভৃতে প্রবেশ করি সুপ্ত সরোবরে
অনিমিষে হেরিতেছে, মিটেনা পিয়াস,—
সুপ্তি ভাঙা সফরীর কাঁপিতেছে ডরে !
বলিল সে মৃদুকণ্ঠে সুধাময় স্বরে,
"নভ তারা চন্দ্র খেলে নির্জীব সরসে,
দেবতা কি মানুষকে এত ঘৃণা করে !
চাঁদ বলে ডাকে নর, কাছে নাহি আসে" ?
"শূন্য গর্ভ ও আকাশ চেতনাবিহীন,
মানুষের বুক-ভরা জীবন্ত আকাশ,
জীবন্ত তারকা-রাজি সুধাংশু নবীন
হাসে কাঁদে ডাকে সদা," করিনু প্রকাশ।
—"কি বলহে তোমার ওকি চাঁদভরা বুক !
বলিলাম "ভাল মেনে, আপনা বিস্মৃতি ?
বুঝিল না ঘন চাহে সচকিত মুখ,
চকিতে সরিয়া গাছ নারিনু ঝটিতি।
সহস্র সেফালী ঝ'রে ঢাকে নীলাম্বর,—
সহস্র তারকা ঘেরা ও বিধুবদন।
ডাকিলাম "জেগে দেখ সুপ্ত সরোবর
কোন আকাশের ছায়া মানস মোহন"।

---

## সরলা।

তোমাকে সাজাতে বেশী চাইনাগো আর।—
যাহা নিয়ে আসিয়াছ যাহা নিয়ে সাজিয়াছ
তাই নিয়ে থাক তুমি তাইগো তোমার।
সৌন্দর্য্য সত্যের ছায়া, মন্দাকিনী পুণ্যতোয়া
সাজ মিথ্যা আবরণ ধূলি ও কঙ্কর।
সুন্দর ঢাকিয়া র'তে আসেনাগো এ জগতে,
খুলে খুলে দিবে তার প্রত্যেক পাপড়।
যা আছে তা খোলা থা'ক, খোলা আঁখি ভুলে যাক,
সাজালে তোমারে বেশী কি হ'বে সুন্দর।
বটে ও মাধুরী তোর, ভোগী যে নয়ন মোর,
—তরুতে কি খায় ফল সুধা সুধাকর ?
এ নয়ন যাহা চায় খোলাতে যে তাহা পায়,
বেশেতে পিপাসা, তৃপ্ত হয় না অন্তর।
যে চায় সাজাক্ রেতে মলিন দেখিবে প্রাতে,
উন্মাদ করিবে প্রাণ তৃষ্ণা অনিবার ;
শান্তি বিনিময়ে লাভ শুধু হাহাকার।

---

## চাঁদের হাসি।

কেন হাস শশধর ? কি হাসি তোমার !
লাবণ্যের নবলীলা, প্রাণময়ী পুণ্যশীলা,
শিয়রে চাঁদের খেলা ! কি দেখিছ আর ?
তোমার সে শুষ্ক হাসি আমি নাহি ভালবাসি,
কেন বৃথা বহ নাম সুধার আধার ?
তোমার হাসিতে শশি, ঝরে কি অমৃত রাশি ?
নীবন্ত শিখায় করে জীবনী সঞ্চার ?
তবে কেন এত হাস হাসি শশধর !
সহস্র খাণ্ডববন জ্বলে যবে অনুক্ষণ,
প্রকাণ্ড শ্মশান হৃদে জ্বলে ভয়ঙ্কর।
সে' দগ্ধ জ্বলন্ত চিতে একটু সান্ত্বনা দিতে
পারে কি তোমার হাসি ? তুমি সুধাকর !
শোকের তরঙ্গে ভাসি ঘুরে যবে দিবানিশি,
বহি দাসত্বের বোঝা অন্তর ফাঁফর,
তখনও ত শশি তুমি হাস মৃদুতর।
বলিব কি তবে ?—

মনে আছে ঐ শশি ঐ নদীতীরে,—
তাকায়ে তোমার পানে যেই দিন দুনয়নে
সহস্র জাহ্নবী ধারা বহি গেল ধীরে ।
তখন তুমি কি শশি, মুছাইলে অশ্রুরাশি,
ঝোরেছিলে এক বিন্দু ব্যথিত অন্তরে ?
কেবল হাসিতেছিলে সুদূর অম্বরে ।
কত দিন অনাহারে চোখ বুজে ছিনু পড়ে,
কত দিন পিপাসায় মরিয়াছি পুড়ে ।
তখন কি শশি অয়ি, মোর দুঃখে দুঃখী হই
দিয়েছ উদরে হাত বারিবিন্দু ভরে ?
কেবল হাসিতেছিলে সুদূর অম্বরে ।
দারুণ রোগের তাপে কত দিন মনস্তাপে
করিয়াছি ধড়ফড় শয্যার উপরে ।
তখন শিয়রে বসি অভাগার ওহে শশি,
দিয়েছিলে হাত এই দগ্ধ কলেবরে ?
কেবল হাসিতেছিলে সুদূর অম্বরে ।
যাক্ সেই কথা,—
আয় আয় আয় চাঁদ হাসি নিয়ে আয়,

এযে নয় তোর হাসি, ইহাতে অমৃতরাশি,
গাইছে তাহার গান শত রসনায়।
এ হাসিতে বাজে বীণা, বাজে না এ হাসি বিনা
কোকিলার কলকণ্ঠ সান্ধ্য নীলিমায়।
এ হাসির আছে প্রাণ, আছে তার অভিমান,
এ হাসি যে গায় গান অমিয় ধারায়।
শত জ্বালা সাহারার এ হাসিতে পায় পার,
সহস্র জ্বলন্ত চিতা নিভে নিভে যায়।
এ হাসি যে কথা বলে মরম পরশি চলে,
—ফল্গুর শীতল বারি অন্তরে খেলায়।
এ হাসি পরের তরে আপনা ভুলিয়ে ঝরে,
ভুলায় সহস্র জ্বালা রোগযন্ত্রণায়।
এ হাসিতে ফুল ফুটে অমর হৃদয় লুটে
কবিতার প্রস্রবণ বসন্ত খেলায়।
শিখিবিরে হাসি যদি আয় চাঁদ আয়।

## ভয়।

মলয় পলায়ে যেতে নিদাঘ নিশীথে
গুজে কিছু রেখেছিল আঁচলের কোণে,
সুধাংশু প্রমাদ গণি পূর্ণমাসী রেতে
থুয়েছিল কিছু সুধা ভরে ও বদনে।
পশ্চাতে রেখেছ বাঁধি সাঁজের আঁধার, –
পুলকে নিয়েছে তব সমুখে শরণ
বালার্ক, কমল দুই,—প্রীতির আধার,–
চির দিবাময় ঐ শান্তিনিকেতন।
শারদ গর্জ্জনে ছাড়ি জলদের কোল
অধরে খসিয়ে পড়ে তড়িতের হাসি।
মেঘের নয়ন হতে দুই ফোটা জল,
সামান্য রাঙান ছিটা তার সাথে মিশি।
কলস ভরিয়া নিতে যমুনার জলে
চুরি করে এনেছিলে দু'একটী ঢেউ,
দুইটী কুসুমগুচ্ছ বসনের তলে
গোপনে লইয়েছিলে দেখে নাই কেউ।
বেয়ানা বেশাদ্ নিয়ে করিস্ বড়াই,
তাই শুধু মনে ভয় হারাই হারাই।

---

সিন্ধুর লজ্জা ।

অয়ি ক্ষুদ্র প্রবাহিনি, কোন শিলাতলে,
কোন ক্ষুদ্র নির্ঝরের ছাড়ি বক্ষস্থল
উল্লাসে ছুটিছ নেচে মৃদুল হিল্লোলে ;
তোমার আনন্দে ভাসে মত্ত ধরাতল ।
দু'পাশে হরিত ক্ষেত করিতেছে খেলা,
আশীর্ব্বাদ করে তরু বাড়াইয়া শাখা,
বুকে হংস ডুবে ডুবে হেরিছে নিরালা,
সকলের চোখে তুমি অমৃতের রেখা ।
তোমার সর্ব্বস্ব আমি নিতেছি চুষিয়া,—
তবু তোর মুখে হাসি তবু তোর প্রীতি !
ব্রহ্মাণ্ড ভাসাতে পারি মুহূর্ত্তে ফুলিয়া,
হেথা ভাঙ্গি হোথা গড়ি অনন্ত শকতি ।
কত রত্ন আছে বুকে,—নির্জ্জনে বসতি !
ভূধর টানিয়া নিলে ভরেনা উদর,
শুধু মোর আর্ত্তনাদ কেমন দুর্গতি" !
সিন্ধুর কথায় নদী করিলা উত্তর,—
"দিতে আমি শিখিয়াছি তাই বড় সুখী,
নিতেছ নিয়ত তুমি তাই বড় দুঃখী" ।

### ছুটেছে গঙ্গা ।

আজি কি চাঁদ উদয় রে !
পাষাণ টুটিয়া ভূধর লুটিয়া
বিশ্ব প্লাবন করে
ছুটেছে গঙ্গা কলতরঙ্গা
ঊর্ম্মি মুখর স্বরে ।

একখানি ক্ষুদ্র বুক ক্ষুদ্র নিঝর এক
পাষাণে চাপিয়া অনিবার,
বনের শ্যামল বুকে গাঁথা ছিল দৃঢ়রূপে
তরলিত মুকুতার হার ।
তলে তলে স্তরে স্তরে আপনা গোপন করে
ধীরে ধীরে ঘুরিত খুজিয়া,
মৃদু অতি মৃদুস্বরে পরাণ আকুল ক'রে,
আঁখিজলে দিত ভিজাইয়া ।
তাপদগ্ধ ঝঞ্ঝাহত লতাগুল্মে সঞ্চরিত,
সাজাইত কুঞ্জ মনোহর,
সজীব সরস হিয়ে, হাসিত থাকিত চেয়ে
আঁখি মেলি শান্ত গিরিধর ।
মুখানি লুকায়ে বুকে, কখন বা মনসুখে
মধুর মধুর নেচে নেচে

সমুখে সমুখে ধে'ত, ছুটে যেত ফিরে চেত,
আঁটা ছিল বাঁধা ছিল আপনা বেচে।
কোন আকাশের চাঁদরে ও তুই,
কোন আকাশের চাঁদ।
নামিয়ে এলি মোহন ছাঁদে,
পাতিলি কেমন ফাঁদ।
কোন গহনের পরশ পাথর,
কোন স্বরগের আলা।
কোন সাগরের মাণিক হীরা,
রমার গলের মালা।
কোন অজানা দেশ কাঁদায়ে
খসিলি অকস্মাৎ,
কি মোহিনী শিখিয়ে এলি
ভুলায়ে নিলি সাথ্।
কি অজানা ভাষা কয়ে
ঢালিছ সুধারাশি,
মধুর মধুর মধুভরা
তরল কোমল হাসি!
ওগো, কি ঝঞ্ঝা ছুটায়ে দিলি,—
যুগান্তের বেড়ী শত ছিন্ন করি,

গগন বিথারি    পাষাণ বিদারি
ছুটেছে গঙ্গা    কল-তরঙ্গা
ধ্বনিতে ধরণী দলি ।
ঊর্ম্মি ঊর্ম্মি ঊর্ম্মি কেবল
শুভ্র অভ্র ফেণিল ধবল,
স্বাধীন অলক স্বাধীন অঞ্চল
বিশ্ব প্লাবন করে ।
বিশাল বিশাল বিশাল বুক !
বক্ষে ভরা লক্ষ মুখ !
কিসের পাষাণ কিসের বাঁধনি,
শত বাহু টানি ছুটে উন্মাদিনী
ত্রিলোক উদ্ধার তরে ।
ছুটেছে গঙ্গা    কল-তরঙ্গা
দুকূল আকুল করে ।
এত ছিল ভরা ঐ ক্ষুদ্র বুকে ?
এত বল ছিল ঐ ক্ষুদ্র মুখে ?
আঁখি না পড়িতে    পাখী না উড়িতে
ভাসিল জগৎ ভাসিল ধরা !
হাসিতে হাসিতে    টানিল বুকেতে
শতেক পরাণ শতেক ধারা ।

আজি, হৃদয় খুলেছে জড়তা ঘুচেছে তার,
কণ্ঠে ভারতী বক্ষে আরতি মার।
পরাণে পরাণে জুড়েছে অসীম খেলা,
সলিলে ভূধরে সাগরে আজিকে মেলা,
হাসায়ে ভাসায়ে অমিয় ঢালিয়ে ধায়,
দরশে পরশে কলুষ নাশিয়ে যায়।
মিলিয়ে মিশিয়ে কি শোভা স্থধার ঝরে
ওহো পরাণ আকুল করে!

ফুলের বুকে শিশির-কণা হেলে দুলে নড়ে,
চুম্ খেয়ে ঢেউ নদীর কোলে নেচে নেচে ঘুরে।
আমি, চাইনা স্বরগে পরাণে পৌরুষে বলে,—
চাইয়া চাইয়া ভাসিয়া যাইব চলে।
হাজারে হাজারে মূঢ়তা জড়তা লও
হৃদয়ে বসায়ে পাষাণ কশিয়ে দাও,
উপর গগনে চাঁদেরি মতন রই,
নয়ন কিরণে চুমিয়া চুষিয়া লই।
খুজিতে খুজিতে চাইনা বুঝিতে ছাই,—
ঠেলেদে মাঝেতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাই।

চলহে গঙ্গে কল তরঙ্গে
বিশ্ব সঙ্গীত গাই।

## প্রাণের গীতি।

পরাণ আমার নয় তার কি গাইব গান !
সে আমাকে নাহি বুঝে, সে আমাকে নাহি খুজে,
দুঃখে সুখে নাহি মাতে বিষম বৈরাগ্য জ্ঞান।
পরের নয়ন ঠারে সে বেশ বুঝিতে পারে,—
বুঝেনা আমার কথা হৃৎপিণ্ড করি দান।
হয়েছে এমন ঊষা আপনি পড়েনা ভূষা,
আপনি গায় না গীত শুনিছে সহস্র গান।
বন্য কুসুমের গন্ধ পরের লাগিয়ে দ্বন্দ্ব,
কণ্টক জড়িত দেহে তাতে নহে ম্রিয়মাণ।
ক্ষীণ প্রাণ লয়ে ঘুরে শত প্রাণ দান করে,
আত্মার আদর নাই চাহে না সে প্রতিদান।
আকাশের পাখী ক'রে তুলে ধরি উড়িবারে,
অমনি ধরায় ফিরে কোথা যেন পড়ে টান।
তার গান তার ভাষা, তার ভাব তার আশা,
আমি যে বুঝিনা কিছু কি আর গাইব গান।

## মুগ্ধ।

মুগ্ধ আমি, ঐ চিত্রপুত্তলীর মত
তোমার অঞ্চলে জড়ে কাটাই জীবন।
সমস্ত শরীরে শুধু রয়েছে জাগ্রত,—
একটী অস্ফুট ভাব দুইটী নয়ন!
আঁখির হারান ধন বহুদিন পড়ে
তোমাতে দেখেছ যেন, তাই অনিমিষে
দূর করি লজ্জা ভয় আছে অকাতরে,—
কে নিয়ে পলায় কোন স্বপ্নময় দেশে।
তুমি প্রকৃতির বেশে সংসার ঢাকিয়া
কখন তুফান তোল কখনও বা হাসি!
সকলি সুন্দর তব, সকলে টানিয়া
নয়ন ধরেছে যেন অমিয় বরষি।
শালিক পিঞ্জরাবদ্ধ চঞ্চুতে যেমন
শতদ্বারে ছুটি থাকে পক্ষ গুটাইয়া।
আনন্দ আশীষ টুকু করিতে জ্ঞাপন
পরাণ সহস্র পথ খুজিছে ঘুরিয়া।
সেই মুহূর্ত্তের শুধু করিতেছি ধ্যান
কখন গাইয়ে যাবে মরমের গান।

### সর্ব্বস্ব।

"সকলের আছে আশা সকলের আছে সাধ
সকলে ছুটিছে বেগে ভাঙ্গিয়া পাষাণ বাঁধ।
তোমার কিছুই নাই,—এই ক্ষুদ্র গৃহকোণে,
এই দুঃখ দৈন্য মাঝে, কোথা হ'তে লও টেনে—
কদম্ব ফুলের মত নির্ম্মল আনন্দ টুক
আপনারে ঢেকে দিয়ে বাড়ায়ে সহস্র মুখ।
জগৎ যাহারে চায় তাহার ধার না ধার
ধরার অভাব তুমি ধরে আছ অনিবার" !
—কি বলিলি সর্ব্বনাশি আমি কি সর্ব্বস্ব হারা ?
কিছুই কি নাই মোর কাঙাল রয়েছি পড়া ?
এ দৈন্য কণ্টক স্তূপে তুই যে আছিস্ ফুটি
শতদলে বিকশিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্য লুটি।
সকলি দিয়েছে ঢেকে তোর ঐ হাসি মুখ,
—মানুষ কি চায় বেশী ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র বুক।
প্রাণ যদি নাহি খুজে, আঁখি যদি নাহি চায়,
কার তরে কারে ধরে করিবরে হায় হায়।

## অর্চ্চনা।

১

কি শুভ মাহেন্দ্র যোগ জানিনা গো আজি !
লক্ষ্মী পূর্ণিমার চাঁদ হৃদয়-গগনে !
মরমের তন্ত্রী যত উঠিয়াছে বাজি
সকলি করিয়া লুপ্ত মধুর আহ্বানে।

২

এই যে পথিক ভ্রান্ত বহুদিন গত,—
ঝড় ঝঞ্ঝা শীতাতপ সহিতে না পেরে
ঝাঁপিয়ে পড়িয়েছিল মৈনাকের মত,
অয়ি লক্ষ্মি সুধাময়ি, তোর রত্নাকরে।

৩

রত্নময় ঘরে তব রত্নময় দেশে
আদরে নিয়েছ তারে তুমিও তেমতি।
তাহার রতনকণা কুড়ায়ে উল্লাসে
কড়ার ভিখারী আজি লাখের ভুপতি !

৪

অয়ি দয়াময়ি তোর দিব্য সুধাপান
করিয়াছে করিতেছে আজো নিরবধি !
কিবা শক্তি জড়-পিণ্ডে করিয়াছ দান
পৃথিবী ঘুরিয়া তার পায়না পরিধি !

৫

কি আনন্দ আজি তারে করেছে অধীর
প্রতি অণু পরমাণু করি আলিঙ্গন ;—
ভাষার অতীত তাহা দৃষ্টির বাহির,
শান্তিময় অনুভূতি—জাগ্রত স্বপন ।

৬

এই অধীরতা মাঝে ভুলেনি তোমাকে,
জাগিয়া উঠেছে সুপ্ত প্রাণের বাসনা
সাঁজের তারার মত তোমার চৌদিকে,
তাই মনে বড় সাধ করিতে অর্চ্চনা ।

( ৭ )

কি দিয়ে পূজিব তুই রাজরাজেশ্বরী ।
বিশ্ব আলোকিত তব আলোক বিভায় ।
ধান্য দূর্ব্বা ফল ফুল গন্ধ বুকে ভরি
এ সৌর জগৎখানি কেন্দ্রিত তোমায় ।

( ৮ )

অয়ি মহাশক্তি তোর সঞ্জীব পরশে
জড়তা-জড়িত মুখ লভিয়াছে ভাষা ।
তোর বুকে তোর ধ্যান করিয়া হরষে
তাহার একটী গান শুনাইবে আশা ।—
"তুই হৃদয়ের লক্ষ্মী দেবতা আমার,
আমার অশোকপ্রাণ নৈবেদ্য তোমার"

## উত্তর ।

সৌন্দর্য্যে কি ভালবাসা ?—একটী দুয়ার
অনর্গল আছে পড়ি, আশার তাড়নে
মোহবশে প্রাণীগণ পশে অনিবার,
আসন না পেলে পরে ফিরে ক্ষুণ্ণ মনে ।
আশাটী চাহিয়ে থাকে দুটো আঁখি মেলি
সত্য বটে কতক্ষণ সুন্দর বদনে ;—
উত্তর না পেয়ে শেষে ধীরে যায় চলি
আপন নিশ্বাস টুকু ভরিয়া পরাণে ।
কিবা ভালবাসা তবে ?—মহা আকর্ষণ
পৃথিবীর মত বুকে ধরেছে টানিয়া ।
—প্রাণের আদিম গীতি প্রণব যেমন
একতানে সৌর বিশ্ব তুলিছে ধ্বনিয়া ।
কেন ভালবাসি তারে ? কি দিব উত্তর,—
দেখিবার বলিবার কিছুই ত নয় ।
কেবা কারে ভালবাসে ? ( সবি স্বার্থপর )
একটী প্রাণের কথা যদি নাহি কয় ।
পরাণ ধরেছে টেনে মরমের গান
গায়, তাই তারে প্রাণ করিয়াছি দান ।

সিন্ধু ও গঙ্গা।

সিন্ধু—অয়ি গঙ্গে দয়াময়ি, শিথিল বন্ধন
কর আজি কর দেবি খানিক সরিয়ে ;
ভুলে যাও একবার সেই আলিঙ্গন
দুইটী পরাণ যাতে গিয়েছে মিশিয়ে।
ফিরে লও সুধা-ঢালা প্রথম চুম্বন,
সমুজ্জল স্নিগ্ধদৃষ্টি পুষ্প ঝরা হাসি,
রতন মুকুতা যাহা করেছ অর্পণ,
সুকোমল বাহুলতা কমল-বিলাসী।
অতৃপ্ত বাসনা টুকু কল্ কল্ স্বন্
রেখে যাও, দেখি আজি ভীষণ স্বপন।
গঙ্গা— কেন কেন কেন এই ভাব বিপর্য্যয়,
নিব বলে দিই নাই কিছুই আমার।
মিশিয়া গিয়েছে যদি দুইটী হৃদয়,
তোমা ছাড়া ফিরে নেব কি ধন আবার।
কোথা যাব ফিরে আমি, কোন অন্ধপুরে ?
কোথা হতে আসিয়াছি ভুলে গেছি পথ।
কতনা পাষাণ বন্ধ দলি পদভরে
পেয়েছি দর্শন,—শেষ জীবনের ব্রত।
মিশিয়ে দুইটী শিখা হয় একাকার
কার সাধ্য করে পুনঃ পরখ তাহার।

সিন্ধু—বিরক্তি বিরক্তি নয়,—আসক্তি তোমার
ঢাকিয়াছে ঘন পুঞ্জে হৃদয় গগন।
সত্য বটে ছাড়িবে না ফিরিবে না আর,—
অসম্ভব হয় নিত্য ভবে সংঘটন।
যদিও পর্ব্বত ধসে মত্ত ঝটিকায়
লুকাবে না এই ক্ষুদ্র রেখা খানি তোর ?
দেখিবনা ধূ ধূ মরু ক্লান্ত পিপাসায় ?
হইবে কি মহাস্রোতে স্ফীত বক্ষ মোর ?
সে দিনের কথা শুধু আসিতেছে মনে
বল দেখি কোথা রবে রহিব কেমনে।
গঙ্গা—মাটীতে লুকাবে রেখা মাটীর সে ধন,
তোমাকে দিইনি তাহা কি ক্ষতি তোমার ?
ঢালিতেছি পলে পলে তরল জীবন,—
একদিনে দিব নয় সমস্ত ভাণ্ডার।
এধূলি কঙ্করময় আবিল প্রবাহ
থাকিবে না কোলাহল অতৃপ্ত দর্শন।
আবরি রাখিবে বুকে তব সুধাস্নেহ,
র'বে শুধু অণুময় চির আলিঙ্গন।
আমার সমাপ্তি স্থানে চিরদিন তুমি
তোমাকে ছাড়িয়ে বল কোথা যাব আমি।

## আশীর্ব্বাদ।

কোথা হতে এলি নেমে দগ্ধ তরু শিরে
অয়ি সঞ্জীবনী লতা কোমল বন্ধনে
শাখা প্রশাখার মত বাঁধি স্তরে স্তরে
ঢাকিতেছ নিরন্তর পল্লবে প্রসূনে।

প্রচণ্ড রবির তাপ বরষার ধারা
সহিতেছ পাতি শির ক্ষমা মনোরমা
কেবল তাহারি তরে, মুখে হাসি ছড়া
বুকে ভরি শুষ্ক তৃণ লক্ষ্মীর প্রতিমা।

ঐ দগ্ধ তরু আজি মধুর রসাল
কোকিলার কলকণ্ঠ শ্যামার সুতান
শুনিতেছে পলে পলে, হৃদয় বিশাল
ছায়া দানে তাপিতের জুড়ায় পরাণ।

এত স্নেহ এত গান কোথা হ'তে নিয়ে
কি সাহসে হেথা এসে বেঁধেছিলি বাসা,
কি আনন্দে রহিয়াছ আপনা ভুলিয়ে
নাহি ক্লান্তি নাহি শ্রান্তি নাহিক পিপাসা।

আশীর্ব্বাদ করি তোরে ধরিত্রী হরিৎ
অয়ি সপ্ত স্বরগের জমাট সঙ্গীত।

## দর্শন ও অদর্শন ।

অদর্শন,—পুণ্যময় সুনীল শারদাকাশ,—
ভাসিছে বদন বিধু অঙ্কিত চিন্তার রেখা,
আঁখি-তারা সান্ধ্য শুক বিরহিত ভ্রূবিলাস,
শিথিল সপ্তর্ষি মালা, নীলাম্বরে তনু ঢাকা ।
ঘন অলকের গুচ্ছ আলসে লম্বিত পিঠে
সঞ্চারি পবিত্র প্রীতি পবিত্র শান্তির ছায়া,
ফুটন্ত অশোকপ্রায় অতৃপ্ত অন্তরে ফুটে
সাধুর অন্তরে যথা শান্তিরূপা যোগমায়া !
দরশন,—বরষার বজ্র বহ্নি ভয়ঙ্কর !
মেঘেতে লুকায় চাঁদ, সান্ধ্য শুকে বহে ধারা,
উড়ে যায় সপ্ত ঋষি, ধূসরিত নীলাম্বর,
বাহু তুলি পাছে ধায় সিন্ধু সম মাতোয়ারা ।
অশান্ত শান্তির ঝড়ে কামনার কালকূটে
উড়ে যায় প্রীতিপূর্ণ পুণ্য-ছায়া ভস্মরাশি ।
অন্তরে থাকে না চিহ্ন মুখেতে ব্রহ্মাণ্ড আঁটে
কিবা সুখ কিবা শান্তি মুহূর্ত্তেই যায় মিশি ।
অদর্শন গুণগ্রাহী মরমে ফুকুরে কাঁদে,
দরশন-দোষান্বেষী কিরূপে ফেলাবে ফাঁদে ।

---

## বিসর্জ্জন ।

এত খুজে এত ডেকে নাহি পারি আর,
আশার অতৃপ্ত তৃষা বাড়ে অনিবার ।
দারিদ্র্য দুর্গতি ভরা অনন্ত জীবন,
করি সাধ যদি পাই ক্ষণেক দর্শন ।
কিরূপে ভুলায়ে' আছ, কেন ভুলে মরি,
পরাণ বুঝিতে চাহে কহিতে না পারি ।
আজি শুধু ব'সে থাক দেবতার মত
দুইটী চঞ্চল আঁখি করিয়া আনত ;
হাসিটী লুকাও মুখে কপোলে অধরে
ফুলের হাসির মত প্রত্যেক পাপড়ে ।
কহিও না কথা আর নাড়িও না শির,
ছুটুক অভয়-জ্যোতিঃ ফাটিয়া শরীর ।
দুর্ব্বল কামনা অজ্ঞ দিয়ে বলিদান
একবার মহাযজ্ঞ করি সমাধান ।
হৃদয়-সিন্ধুর নীরে আজি তোরে দেবি,
বিসর্জ্জন করে দেব, থাক্ সেথা ডুবি ।

---



# দ্বিতীয় অঞ্জলি।

## ভারতী।

১

কে বলে মা বঙ্গভাষা আজি গরবিণী,—
বসন্তের কান্তি ভরা পূর্ণিমা-রজনী !
আমি দেখি মেঘে ঢাকা,
খনির তিমির মাখা,
তড়িৎ-রেখার মত জ্বলিয়ে খানিক
বাড়ায় আঁধার শুধু ধাঁধিতে পথিক।

২

বাঙ্গালীর নারী লজ্জা অন্তঃপুর হ'তে
অর্পণ করেছি সব তোমার শিরেতে।
অবগুণ্ঠনের তলে
ও চাঁদবদন জ্বলে
মৌনময়ী লজ্জাশীলা আপনা ঢাকিয়ে,
—বাঙ্গালীর নব বধূ বাঙ্গালীর মেয়ে।

৩

আজি যেন স্নেহশূন্য মায়ের অন্তর,
মা ব'লে ডাকিতে লজ্জা ভাবি নিরন্তর।
সোহাগ সরম ভরা
সাজায়েছি মনোহরা,
ইঙ্গিতে প্রাণের কথা কহি আড়ে গুজি,
দুজনার ভাব ভাষা দুজনেই বুঝি।

৪

অয়ি মা জ্ঞানদে শুভে নির্ম্মলবরণি,
বরদে আলোকজ্জ্বলা দেবি বীণাপাণি।
সহস্র রাগিণী যার
কলকণ্ঠে অনিবার
বর্ষিয়াছে পলে পলে মধুর নিক্কণ,
সাজে কি জননী তব এ অবগুণ্ঠন?

৫

সহস্র সন্তান যাঁর জড়ায়ে অঞ্চল
আকুলি ছুটেছে নিত্য আনন্দ-বিহ্বল।
কার লাজে কার ভয়ে
মা আমার রবি নুয়ে?
কবি না প্রাণের কথা খুলে যদি মাতঃ,
কেন ডাকি কেন কাঁদি ঘুরিছে নিয়ত।

৬

খোল খোল জননি গো মিছে আবরণ,
উল্লাসে ডুবিয়ে যাক এ দীন নয়ন।
একবার স্নেহ ভরে
তুলে লও অঙ্কোপরে,
ললাটে আঁকিয়া দাও মধুর চুম্বন ;
দেখুক মায়ের স্নেহ এ বিশ্বভুবন।

৭

আমরা পতিত জাতি অধম দুর্ব্বল,
কোথা পাব রাজ্যোত্থান মুকুতা উজ্জ্বল।
ভুলেছি সত্যের ধ্যান,
শিখিয়াছি মিথ্যাভাণ,
সাজাতেছি স্বর্ণ-সীতা তোমা বরাননা ;
ভুলিয়ে গিয়েছি মাতঃ স্বরূপ অর্চ্চনা।

৮

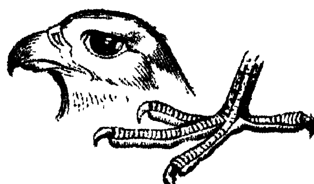
আমরা ভুলেছি বটে তুমি যে জননী,
কেমনে ফিরাবে মুখ পতিতপাবনি।
দাও শক্তি দাও ভক্তি,
দাও প্রাণ অনুরক্তি,
গাও সঞ্জীবনী গীতি ঘুচুক জড়তা,
খুলে বল প্রাণময়ি প্রাণের বারতা।

৯

কে বলে উঠিবে না গো তব বীণাধ্বনি,
নীরবে রহিবে তুমি সঙ্গীতের রাণী !
কে বলে মায়ের মন
দয়া স্নেহ অনটন,
আমরা ধাইব যদি তোমার চরণে
তোষিবে না জননী গো মধুর বচনে ।

১০

উঠ দেবি দয়াময়ি উঠ একবার,
ঝঙ্কারি অমৃত-বীণা বাজাও আবার ।
শ্বেতবাসে শ্বেতহারে
শ্বেত-সরোরুহ পরে
এস মা গো বিশ্বরাণি অমিয়ভাষিণি,
ছুটুক সঙ্গীতধারা প্লাবিয়া ধরণী ।



## বাণী-বিলাপ।

অই বৎসগণ, কেন তুলিতেছ ফুল !
কেন বা গাঁথিছ মালা নির্জ্জনে বসিয়া !
আমারে সাজাতে কেন তোমরা আকুল,
আমার মুখের পানে কি ফল চাহিয়া !
আমাকে সাজাতে চাও ?—কমলার কাছে
যাও আগে, যাও তার কর উপাসনা।
প্রসন্ন তাঁহার আঁখি হয় যদি, পাছে
পূরিলে পূরিতে পারে তোদের বাসনা।
কমলা সতিনী নয়,—প্রাণের পুতুলী ;
আমি যে বিকায়ে গেছি তাঁহার চরণে।
ছুগাছি সোণার মালা খুজে দাও তুলি,
দাসী ব'লে কেহ যদি কোলে লয় টেনে।
ফুলেতে ফুলের মালা কি ফল গাঁথিয়া
ধরিতে ছিড়িয়া যাবে—কিছুই ত নয়।
কোথা যাবে নিষ্পেষণে গলিয়া উড়িয়া,
হেম-সূত্রে গাঁথ হার টানাটানি সয়।
চঞ্চলার ধ্যান-মগ্ন আজিকে জগৎ,
—দেখে না আমারে, যদি দেখে ভবিষ্যৎ।

---

## আত্ম-পরিচয়।

ঐ যে হাকিম বাবু বসেছেন বেঁকে,
'হুজুর হাজির' বলি চাপরাশী হাঁকে।
বাড়ীতে হুকুম শত আছে কড়া কড়ি,
উঠানে ঢুকিতে বুক কাঁপে থরথরি।
পুত্রকন্যা ভাই বোন্ ভাগিনা জামাই,
মামার জ্যেঠার শালা পিসার বেহাই,
কেহ মুড়ি কেহ জুতি কেহ কোট ধুতি,
'পাঠের মাহিনা চাই' 'পড়িবার পুথি'।
মিউনিসিপাল বিল গ্রাম্য চৌকিদারী,
দোকানী নাপিত ধোপা ইনকাম্ মুহুরী,
সেসের খাসের প্যাদা বাড়ীর মালিক,
ঠাকুর কুকুর টিয়া সারিকা শালিক,
রাঙা চোখে বসে আছে তপ্ত কথা ঝরে,
—দিতে হবে কর্ত্তা জানে কেবা খোজে কারে।
গেটে নাই ফুটা করি চোখে নাই ঘুম,
সকলের বড় কর্ত্তা প্রভুর হুকুম !
ছেড়া বস্ত্র পরা খানা খেসারির জল,
গৃহিণী গঞ্জনা করে আঁখি ছল ছল।

পোষ্যবর্গে ছুটিয়াছে হাসির জোয়ার,
কর্ত্তার কর্ত্রীর কত হতেছে বিচার।
কেহ বা 'পিশাচ' বলে কেহ বলে 'ভূত'
'বড় বড় কর্ত্তাদের সকলি অদ্ভুত' ;
কেহ বা টিপ্পনী কাটে 'সর্ব্বস্ব গৃহিণী',
'চরণ-সরোজে সব হ'তেছে মেলানি',
টুঁ টাঁ শব্দ করিবার যোগার ত নাই,
পাছে কেহ ব'লে উঠে টাকার বড়াই।
লাজে ভয়ে কাজে তাই পাশ কেটে যায়,
পাশার লড়াই করি গুড়ুক সেবায় :
লেখা পড়া বীরপণা ঢুকেছে চুলায়,
আইনের উকুন বেছে টিকে উঠা দায়।
রক্তহীন মাংসপিণ্ড ঝুকে ঝুকে চলে ;
বেকুব বনিয়ে বলে বিলাতের ছেলে।—
"দেখ্‌তে খাট বোঝা বড় ঐটী কি গাধা"
—ও ছেলে বুঝনি সে যে "বাঙ্গালীর দাদা"।

হাতে ছড়ি জেবে ঘড়ি মুখেতে চুরুট,
পৈরণে বিলাতি ধুতি ডজনের বুট,
বাঁকা টেরি কালা শ্যাম ফিরে হাটে মাঠে,

ইংরেজীতে এস্পেলিং বিদ্যাভরা পেটে !
কালিদাসে মিল্‌টনেতে হ'তেছে তুলনা,
জেলার ডেপুটী জজ সহিছে গঞ্জনা,
"ও শালা পড়ায় ভাল,—সে কালের কাজি,
সম্মান বুঝে না কারো মুখ খানা পাঁজি।
উকিলের প্রপৌত্র হাকিমের নাতি,
আমরা কি ছোট ? তারা ধরে' যেত ছাতি।
কৃষি শিল্পী কুলিকাজ, বাণিজ্য বদমাসি,
গোলামী কলমপেশা ভাল আছি বসি।
দাদার বেতন মোটা পিতার নিমকে"
পরে পরে বলে "সাধে খেতে দেয় মোকে ?
পৃথক্ করিয়া দেক —যৌথ পরিবার,
অর্দ্ধেক সম্পত্তি হোথা রয়েছে আমার"।
গৃহিণীর গলে কম একপদ সোণা,
আগুন জ্বলিয়া উঠে পরাণে সহে না !
করতালি দিয়ে হাতে শত্রুরা নাচায়,
রাখে কিবা ভাঙ্গে ঘর মাথা ঘুরে যায় !
সম্মুখেতে মার লাথি নীচু হয়ে সবে,—
হুমুটো পাইলে ভাত হাতে স্বর্গ পাবে।
লাজের মাথায় বাজ কথার কানাই ;—

হেসে এসে বলে এক পার্ব্বত্য লুসাই !
"এমন অদ্ভুত জন্তু দেখিনি ত বনে" !
—ঐ যে "দাদার ভাই" বঙ্গীয় কাননে !

কি ঐ মোহনবেশে জগৎ জুড়িয়া
সপ্ত রঙে শোভিতেছে নয়ন ধাঁধিয়া !
দাঁড়াবার স্থান নাই, আশ্রয়ের স্থল,
আকাশস্থ নিরালম্ব শূন্যই সম্বল।
তপনের তাপে কিবা দরিয়ার বায়,
না জানি কোথায় কার অঞ্চলে লুকায়।
বছরে ছ'মাসে দেখা যায় না কখন,
দেখিলেই হৈ চৈ ভরিয়া ভুবন।
শূন্যগর্ভ শক্তিহীন দেখিতে বাহার,
নিষ্কর্ম্মা রয়েছে দূরে ছাড়িয়া সংসার।
অস্থি মজ্জা মেদ নাই শোণিত শরীরে,
ফাঁকা আবরণ শুধু ঝুলিছে বাহিরে।
নির্গুণ শিঞ্জিনী শূন্য মনোহর তনু
জিজ্ঞাসে মার্কিণ "এ কি নামে ইন্দ্রধনু" !
তা নয় তা নয়, ও যে "বাঙ্গালী-সমাজ !
প্রসারিয়া বড় বপু করিছে বিরাজ।

স্নন্দর সুঠাম মূর্ত্তি শান্ত যোগিবর,
নির্ম্মল জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রতিভা প্রখর ।
দীপ্তিভরা আঁখিদ্বয় কান্তিময় দেহ,
অন্তরে অনন্ত স্রোতে প্রেমের প্রবাহ ।
সত্যনিষ্ঠা যজ্ঞ তপ ভক্তি আরাধনা,
নিত্যকর্ম্ম দান ধ্যান দেবতা-অর্চ্চনা ।
ঘৃণা হিংসা ঈর্ষা দ্বেষ প্রাণে নাহি সহে,
জ্ঞানের কণিকা যার তৃণবৎ দহে ।
ভক্তবৃন্দ মিলে সবে যতন করিয়া
টিপিয়া গলায় তা: রেখেছে মারিয়া ;
থুয়েছে হাঁড়ীতে ভরি উপরে চুলার,
চুরি হিংসা ঈর্ষা দ্বেষ মিথ্যা ব্যভিচার
জ্বলিতেছে ধূ ধূ করি প্রচণ্ড ইন্ধন,
সকলে সাগ্রহে তারে করিছে রন্ধন ।
"ছুঁও না ছুঁও না" বলি ছাড়িছে হুঙ্কার
"দেখ না হেথায় লোক ঘেরা চারিধার" !
পৃথিবী কাঁপায়ে তোলে জ্ঞানের গরব,
কে উহারা স্থজিয়াছে স্বর্গীয় বিভব !
বলিলে আসল কথা চোখ হবে লাল
চিনি না বলিলে বেশ ফুরায় জঞ্জাল ।

———

ফুট্‌বল।

আমরা লাথির মালিক শুধু,
বিষয়-বাসনা করেছি শেষ।
তাই গো তোমাতে পেয়েছি মধু,
সমানে সমানে মিশেছি বেশ।

হাত পা মোদের নাই গো মাথা,
ভিতরে রয়েছে বাতাস খাটি।
লাথির দাপটে ফাটে না ছাতা,
প্রবোধ পাই গো ছুইয়া মাটি।

চরণে চরণে চলেছি ঘুরে,
ঠেলেদে চরণে চরণ টুকে।
শক্তির পরীক্ষা লাথির জোরে,
গায়েতে বাজিলে গোল যে ঠেকে।

ঊর্দ্ধে মোদের নাহিক ঠাঁই,
চরণে আমরা পাই না স্থান।
লাথিতে আসি গো লাথিতে যাই,
সোণার পাত্রটী দেখে না প্রাণ।

---

## আগমনী।

বিসর্জ্জন করিতেছি বছরে বছরে,
তবু বল কোন্ স্নেহে,
কোন্ লোভে কোন্ মোহে,
ঘুরে ফিরে এস তুমি আমার দুয়ারে।
ঝারিয়া গায়ের ধূলা
কুল নাই দুই বেলা
জামা জোড়া গুছাইতে দিন চলে যায়।
বগলে কাগজ গুজি
মামলা বেড়াই খুজি,
বিযে বেচি আগে হাটী কড়ার মায়ায়।
গৃহিণী ফুটায় জল—
রসে করে টলমল,
এখনও ডসন খুড়ো পাঠায় না জুতো।
চিঠির উপর চিঠি
লিখিতেছি পরিপাটী
হেমিল্টন খুজিতেছে সেমিজের সূতো।
সারিতে পারি না কাজ,
তুই মা আবার আজ
জঞ্জাল ঠেকাতে এলি আমার নিকটে!

আছে নাই বুঝ নাকো,
আগে পাছে নাহি দেখ,
কি দিব চরণে তোর পরম সঙ্কটে ।
সুপ্রসন্ন কি কপাল !
দুইটী সূতার নাল,
যজ্ঞের আগুন দীপ চিরুণী দর্পণ,
মুকুট আসন ছাতা
সামান্য অলক্ত পাতা,
হাতের ত্রিশূল অসি বলয় কঙ্কণ ।
কি আছে আমার ঘরে,
কি দিব মা তোর করে ?
সাধ্য আছে না করিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন !
কেন ফিরে দিলে তুমি নিঠুর দর্শন ।
যেখানে ছ'মাস আগে
তোমার উৎসব জাগে,
আসিবে আসিবে করি মুখ পানে চায় ।
ক্ষুধা ছাড়ি তৃষ্ণা ছাড়ি,
ললাটের ঘর্ম্ম ঝারি
বসন ভূষণ তোর আনন্দে সাজায় ।

যেখানে নীলাম্বু রাশি
তব প্রতিবিম্বে মিশি
ভাসাবে স্ববর্ণপদ্ম পণ্যতরী পাশে ।
সেই পুণ্যময় পুরী
কেন হেথা এলে ছাড়ি ?
নির্জীব আত্মার মাঝে এ দুর্গত-দেশে !
তুমি শক্তি মহাতেজা,
যেখানে শক্তির পূজা,
যেখানে শক্তির জয়, শক্তির নিশান,
মেঘের ঘর্ঘরে ঘোষে,
পবন বক্ষেতে পোষে,
সমুদ্র বাজায় যার বিজয়ী বিষাণ ।
উলঙ্গ সঙ্গিন নিত্য
বিদ্যুৎ করিয়া লুপ্ত,
গর্ব্বিত দানবধ্বংসী কম্পিত গীর্ব্বাণ
হুঙ্কারে করিয়া হেলা,
আহ্বানিছে দুই বেলা
ভক্তিভরে বজ্রনাদী বন্দুক কামান ।
সেই শাক্ত-গৃহ ছেড়ে
শক্তি তুমি মোর ঘরে !

রক্ত ফোটা দেখে যার ওষ্ঠাগত প্রাণ।
সর্ব্বদিগে হরিবোল,
বাজিছে শান্তির ঢোল,
কেন আসিয়াছ হেথা কে করে আহ্বান ?
ছিলে যার স্নেহে লীন
সে গেছে অনেক দিন,
তাহার অভাব ছিল ডেকেছে তোমারে।
আমার ত কিছু নাই,
আমি কিসে তোরে চাই ?
পূর্ব্ব কথা স্মরে' কেন এস গর্ব্বভরে।
দশভুজা তোরে বলে,—
দশ হাতে দাও ঠেলে
সুপ্তি হিংসা ঈর্ষা দ্বেষ ঘৃণা পরস্পরে,
আলস্য ঔদাস্য হাসি
কলঙ্ক গঞ্জনারাশি,
যেথায় শক্তির পূজা সেথা যাও ফিরে।
মরিতে এসেছ কেন আমার দুয়ারে !

### লক্ষ্মীপূজা ।

কিসের আনন্দ কিসের উল্লাস !
ভুবন ভরিয়া বহে কি উচ্ছ্বাস !
প্রতি ঘরে ঘরে তুলসীর মূলে
সহস্র দেউটি কেন আজি জ্বলে !
কেন উলুধ্বনি উঠে ঘন ঘনে,
রমণীর কণ্ঠ গগনের কাণে !
আতঙ্ক জড়িত ঐ শঙ্খ আজি
কেন মুহুর্মুহুঃ উঠিতেছে বাজি !
আজি কি উড়িবে বিজয়কেতু ?
কত রবি জ্বলে কেবা আঁখি মেলে”
বীজমন্ত্র সদা মরমের তলে ।
হৃদি শূন্যবল বাহু শক্তিহীন,
চরণে নিগড় ঘুমে রাত্রি দিন,
আলস্যের দাস ঔদাস্যের বাসা,
দীনতার ছবি জড়িত নিরাশা,
তারা কেন আজ মেলেছে নয়ন ?
নির্জীবের কেন এই জাগরণ ?
কিবা সে আনন্দ কিসের হেতু ?

আজি পৌর্ণমাসী তিথি কোজাগর,
তাই কি নড়িছে সুপ্ত অজগর !
তাদেরও কি আছে প্রাণের পিপাসা ?
তারাও কি করে আলোকের আশা ?
তাহারা শিথিল নড়িতে কবে !
লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় এরা দিবে সেবা !
এরা কি বুঝেছে লক্ষ্মীর প্রতিভা !
মণ্ডুকের মাথে সুবর্ণের ছাতি,
অন্ধের নয়নে হীরকের বাতি,
কভু কি শোভার আধার হবে ?
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি
সারাদিন আজি ঘুরিতেছি কাঁদি।—
কৃষকের ক্ষেতে সমুদ্রের নীরে,
শিল্পীর আবাসে কুলীর কুটীরে,
নগরে পাহাড়ে বেড়াই খুজি।
—কোথা তোর লক্ষ্মী ? কোন্ আঙ্গিনায় ?
আঁচলের তলে ঘরের কোণায়।
কোথায় রেখেছ, দেখাও না ভাই !
কিসের সরম ? কেঁদে কেঁদে চাই,—
তোমাদের সাথে পূজিব আজি।

## অর্ঘ্য।

কেন গাঁথ মালা ? কেন ভর ডালা ?
চন্দন ঘষিয়া বৃথা পাও জ্বালা !
কেন তুল ফুল ভরে ভরে সাজি ?
কার পূজা দিবে, কোথায় সে আজি !
কাহার উৎসবে মেতেছ তুমি ?
কিসের আনন্দ ! কিসের ফুৎকার !
এ যে নয় পূজা,—মৃতের সৎকার !
খুজেছ কি কেহ সে মরেছে কবে ?
—এ বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতেছ সবে !
নয়ন বুজিয়া ধূলায় নমি।
তুমি কর পূজা কিসে অধিকার ?
ভিখারীর ঘরে রাজার দরবার !
রাহুর কবলে শশধরে যুজে,
আঁধার নিশীথে তপনেরে খুজে,
কারও কি কখন পূরেছে আশা ?
পিঁধনের বাস রাঁধনের হাঁড়ী,
পেটে নাই ভাত গেঁটে ফুটা কড়ি,
দুটী মাস জল যদি নাহি পড়ে
কোটরেতে আঁখি মিটি মিটি করে ;
রমারে পূজিতে তোমার নেশা !

দেবতার লক্ষ্মী দেবতার ধন,
পশুর অধম,—তার আকিঞ্চন !
জান কিসে তারে পাইল দেবতা,
ও সব কি শুধু ভাব উপকথা,
কিছুই কি নাই তাহার মাঝে ?
পূজা করে লক্ষ্মী কে পেয়েছে কবে ?
আগে আন তারে,—পূজা কর তবে।
আগে তুল ফুল,—পাছে গাঁথ মালা,
তা হ'লে জুড়াবে জীবনের জ্বালা।
কি হবে ডাকিয়া একটী সাঁঝে ?
শ্বেত বাস পরা এ যে নয় বাণী
গুটী কথা শুনি ভুলিবে অমনি।
—রত্নাকর পিতা গদাধর স্বামী !
রত্নে আলোকিত পুরী দিবাযামী !
না আনিলে তারে আসিবে ডাকে ?
কদলীর খোসা আধ পোয়া চাল,
খোজা বেলপাত রসালের ডাল,
মাটির বাসন আলিপণা আঁক,
অর্থ বিনিময়ে ব্রাহ্মণের ডাক,
কেমনে বুঝেছ ভুলাবে তাঁকে ?

এদিকে হিমাদ্রি ও দিকে সাগর,
তোমরা কি লক্ষ্মী খুজ ঘর ঘর !
মন্দার টানিয়া সমুদ্রে ফেলাও
অনন্ত শক্তিতে মথিয়া তোলাও,
মন্থন বিনে কি মিলিবে সুধা ?
সুকর্ম্মের সৃষ্টি সমষ্ঠির করে,—
তুলেছিল লক্ষ্মী মিলে দেবাসুরে।
আবার সকলে মথিতে হইবে,
সেই শক্তি পাশ আবার লাগিবে,
তা হ'লে মিটিবে প্রাণের ক্ষুধা !
কি বিষম কথা বলিলাম পরে !
প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে ছাড়িবে যে মোরে।
ননীর পুতুলী আদুরে গোপাল,
তারাও এতেক সহিবে জঞ্জাল ?
তারাও সমুদ্র মন্থন করে ?
তারা যদি শুনে কথাটী আমার,
তবে কেন শুনি এত হাহাকার ?
তবে কেন আজি খাতা হাতে করে
মাগিতেছি ঘুরে দুয়ারে দুয়ারে ?
লাজের মাথায় বাজটী ছেড়ে !

কেমনে মথিবে অয়ি মা কমলে,
চণ্ডালের হেয় সাগর ছুঁইলে ।
চুরি হত্যা মিথ্যা প্রায়শ্চিতে যায়
ইহার যে কোন বিধান না পায় !
কেমনে যাইবে তোমার পায় !
কেমনে ছুঁইবে কেমনে আনিবে,
কেমন করিয়া চরণ ধরিবে,
সাগরের বালা সাগরে পালিতা,
সাগরের গন্ধে তুমি মা দূষিতা,
সাগরের জল লেগেছে গায় ॥



## বিজয়া-দশমী।

নবমীর শশী পড়েছে ঢলিয়া
সুদূর পশ্চিমে সাগরকূলে।
পূর্ব্বাশার কোলে নব জ্যোতিঃ ভরা
আশাপূর্ণ শুক হরষে জ্বলে।
তরু কুঞ্জবন সুগন্ধ কুসুমে
অঞ্জলি পূরিয়া দাঁড়ায়ে আছে,
ছাড়ি নিদ্রা নীড় বিহঙ্গম দল
মঙ্গলে আরতি গাইছে পাছে।

হোথা ভূতনাথ ভূধর শিখরে
আনন্দ উল্লাসে ভাঙ্গিয়া ধ্যান,
অন্নদার পথে ত্রিনয়ন ফেলি’
পঞ্চমুখে তার গাইছে গান।
দলে দলে দলে প্রমথ সকলে
নাচিছে উন্মত্ত ধরিয়া তান।
কল তরঙ্গিণী ছুটে সুরধুনী
শত হাত তুলি করে আহ্বান।
স্বরগে ভূতলে সুখ মন্দাকিনী
আনন্দ লহরী তুলিয়া ধায়।

অমর কিন্নর স্থাবর জঙ্গম
গলাগলি করি সঙ্গীত গায়।

তোরা কেন আজি ভুলিয়া সকলি
এখনও ঘুমেতে রহিলি ভোর ?
তোদের এ নিশা হবে না প্রভাত
মেলিবি না পোড়া নয়ন জোড় ?
ঐ দেখ্ চেয়ে পূরবে পশ্চিমে
জ্বলিছে দশাশা অখণ্ড বাতি !
মরমের সাধে দু' আঁখি মুদিয়া
তোরা কি দেখিবি আঁধার রাতি ?
ঊষার আলোক কুসুমের হাসি
পাখীর উন্মাদ আকুল গীতি,
নয়নে বদনে জড়াও পরাণে
কিসের বিষাদ কিসের ভীতি !

লও শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ কাঁসরী
সানাই সারঙ্গ মোহনবাঁশরী,
তুমিও জেগেছ ঘোষণা কর।

লও রক্ত জবা শেফালী কমল,
অষ্ট দূর্ব্বা ধান গন্ধ বিল্বদল,
সহস্র বাহুতে চরণে ধর।

ঘৃণা অবসাদ আত্মপরভেদ
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ সকলি ভুল,
পঙ্গপাল সম দিগন্ত জুড়িয়া
মায়ের অঞ্চল বেড়িয়ে চল।
বলিবার দিন আজি উপস্থিত
এস খুলে বল প্রাণের কথা,
ভবেশের ঘরে ভবানী ফিরিবে
নিয়ে যাক্ সাথে ভবের ব্যথা।

বলো মা মহেশে "কিসের উদ্দেশে
সমূদ্র মন্থন করিল তারা!
অসুর দমিয়া কেন বা লইল
কমলা কৌস্তুভ অমৃতধারা।
কেন বিশ্বনাথ বিশ্বের মায়ায়
কণ্ঠে কালকূট ধরিলা নিজে,
কেন আশুতোষ তেয়াগিলা সব
জগতের দুঃখে ভিখারী সেজে।"

"কোথা সে অমৃত কোথা সে কৌস্তুভ !
শুধু হলাহল ভরিয়া দেশ !
হেথা উৎপীড়ন হোথা অনশন,
—রাক্ষসী ধরণী ভীষণ বেশ !
ভাঙ্গিয়া চূরিয়া পুরাণ জগৎ
নূতন করিয়া গড়িতে হবে,
তুলিতে হইবে নব নব জীব
এবার ভূভাগ মথিয়া ভবে ।"

কিসের ভাবনা কিসের বিষাদ
কিসের যাতনা ধরণাতলে !
তোমাদের মত কত শুষ্ক তরু,
মঞ্জরী মুকুলে শোভিছে ফলে ।
গতানুশোচনা দুর্ব্বল-হৃদয়ে,
অতীতে ভাবিয়া কি হবে কার ?
কলঙ্কের চিহ্ন শূন্য কেহ নহে,
বেশী কমি হোক্ ভাগ্যে সবার ।
কি ক্ষতি মরেছ মরিবার শেষ ?
—না মরিলে কেবা জনম লয়,
—ক্ষুধায় দহিছ ? তৃষ্ণায় জ্বলিছ ?

—উপবাস বিনে ব্রত কি হয়?
যদি না উঠিবে কেন ডাকে পাখী
এখনও প্রভাতে মধুর স্বরে,
যদি না দেখিবে কেন রবি শশী
দিন দিন উঠে আলোক ভরে।
কেন খুজ শক্তি? কেন খুজ বল?
শক্তিহীন সৃষ্টি কোথায় আছে।
কটিবন্ধ কুঁজি, সিন্ধুকে মাণিক,
ধন কি খুজিছ পরের কাছে?
কুরীতি কুপ্রথা প্রাণের জড়তা
তাড়াও সবলে সকলে মিলি,
সত্যের অর্চ্চনা সামর্থ্যের ধ্যান
কর শক্তি যাবে চরণে ঠেলি।

নাইবা আসিল কিসের তরাস?
—শক্তির ছায়ায় বসতি করি।
কিসের সরম ধরে ধরে চলি?
—কে শিখে দাঁড়াতে হাতে না ধরি।
এ উহার কাছে নোয়াইছে মাথা,
আকর্ষণ ধরি পৃথিবী চলে।

বাঁশে বাঁশে মিশি দাবাগ্নি প্রকাশে,
আগুন ধরিয়া বাতিটী জ্বলে।

কেন দশভুজা করিতেছ পূজা?
জগত-জননী কেনই ডাক?
দু-হাতের কাজ যদি নাহি কর,
ভাই ভাই যদি বিবাদে থাক!
মশানে যাইতে যদি কর ভয়,
কেন অষ্ট দুর্ব্বা দিয়েছ পায়?
কার পূজা কর যদি নাহি বুঝ,
অকাল বোধনে কি পূজ তায়?
কিবা বিসর্জ্জন?—নরত্ব মহত্ত্ব
দয়াধর্ম্ম ধন না যায় বুঝা!
ঘৃণা হিংসা দ্বেষে প্রভুত্ব বিকাশ,
কিবা সে বিজয়া কিবা সে পূজা!
যত কর শুধু বাহিরে দেখাতে?
অন্তরে নাহিক ধারণা তার!
ক্ষিপ্ত গ্রহমত আলোক জ্বালিয়া—
আঁধারে লুটাও জীবন ভার!

উঠ উঠ, ঐ উঠিছে তপন,
প্রাণের দীনতা কুড়ায়ে লও,
বিজয়ার দিনে জয় জয় রবে
গঙ্গার সলিলে ডুবায়ে দাও।
লও পদধূলি লও আশীর্ব্বাদ
কর আলিঙ্গন জগৎ-সখা ;
দাও বিসর্জ্জন এ শুভ তিথিতে
আলস্য ঔদাস্য পরাণে মাখা।

ঐ দেখ্ চেয়ে পূরবে পশ্চিমে
জ্বলিছে দশাশা অখণ্ড বাতি !
মরমের সাধে ভু-আঁখি মুদিয়া
তোরা কি দেখিবি আঁধার রাতি ?
ঊষার আলোক কুসুমের হাসি
পাখীর উন্মাদ আকুল গীতি,
নয়নে বদনে জড়াও পরাণে,
কিসের বিষাদ কিসের ভীতি !

---

## স্বাধীনতা।

বীজমন্ত্র সম কহিছে সংসার,—
"স্বাধীনতা আমি দিব না কাহার,
সকলেই দাস সবে পরাধীন,
একের সেবায় আরে হও লীন,
কেন আড়ম্বর করিছ বৃথা"?—

"স্বাধীনতা চাই—স্বাধীনতা চাই"—
জগৎ জুড়িয়া কেন এ লড়াই ?
আমরা স্বাধীন স্বর্গের দেবতা,
তোমরা অধীন চরণের জুতা,—
এ কোন্ বড়াই এ কোন্ কথা ?—

সত্যই ত বটে, কে কোথা স্বাধীন ?
এ উহার জুতা বহি রাতি দিন।
তবে কেন আজি আসুরিক মদে
ছুটেছে সকলে এত ক্ষিপ্রপদে ?
এ উহার গ্রাস নিতে চায় কাড়ি,
এ উহার গলে দিতে চাহে বেড়ী,—
কেন হুড়াহুড়িময় এ বিশ্ব ?

কারো কথা কার সহে না পরাণে,
বিষবাণ সম বাজিতেছে কাণে।
সকলেই চায় সম অধিকার,
অরাজকময় আজি রাজ্য ভার,
উদ্দাম অধীর এই কি দৃশ্য !
বাণিজ্য-বিজ্ঞানে মহা শক্তিবান্,
দম্ভ অভিমানে ধরা কম্পমান,
ঐ যে পশ্চিমে যুনানী মণ্ডলী—
স্বাধীনতা ধ্বজা উড়ায় সকলি
সমগ্র ধরণী করিয়া গ্রাস।
তাহাদেরও মুখে বিষাদের রেখা
মাঝে মাঝে কেন যাইতেছে দেখা ?
—হেথা প্রজাগণ করে ধর্ম্মঘট,
হোথায় রাজার জীবন সঙ্কট,—
কারো প্রাণ নাশ কাহারো ত্রাস।
রাজার পরাণে প্রজার পরাণে—
যদি নাহি বাঁধে স্বর্গীয় বাঁধনে,
স্বাধীন জগতে শান্তির কিরণ
যদি আভাহীন রহে অনুক্ষণ,—
মরমে গুমরে সহস্র মেঘ।

কিবা স্বাধীনতা কিবা সে গৌরব!
কিবা সে মহত্ত্ব কিবা সে সৌরভ!
সকলেই যদি অবসর খুজে—
কার পদতলে কার শির গুজে,
   কিবা সে স্বাধীন অন্তর বেগ?
শুধু অর্থরাশি শুধু উচ্চ পদ
স্বাধীন জীবনে কেবল সম্পদ্?
মানুষ কি পারে শুধু বাহুবলে
মানুষের হিয়া দলে পদতলে?
   বৃথা সে আকাঙ্ক্ষা বৃথা সে খেদ!
বাহুবল সে ত জোয়ারের জল
যতক্ষণ থাকে ডুবা ধরাতল,
সিংহ পশুরাজ,—সিংহ বলীয়ান্;
সে পেয়েছে কবে ভক্তির কি দান?
   প্রাণের পশুত্ব নহে কি ভেদ?
উদ্দাম অধীর মদের অধীন,—
কি হবে বাহিরে ঘোষিয়া স্বাধীন?
উচ্ছৃঙ্খল যদি আপনার মন
শৃঙ্খলা স্থাপিবে কি দিয়ে সে জন?
   রাজত্ব তাহার রহিবে কিসে?

মানুষ খুজিছে মানুষের মন,
জোর যদি দেখে করে পলায়ন,
হৃদয় শাসনে যার যত প্রজা
সেই তেজীয়ান্ সেই মহারাজা,
সেই ত স্বাধীন পূজিত ভবে।
স্বাধীন অধীন দুটী কথা সার,—
কিবা লাভ তাতে কিবা ক্ষতি কার ?
রাজার অধীনে পরাধীন কহে ?
রাজ-শূন্য দেশ বাসযোগ্য নহে।
—কেন্দ্রহীন শক্তি থাকিবে কিসে ?
রাজা যারে বলি সে অতি মহৎ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভরা এ জগৎ।
এই ক্ষুদ্র রাজ্য যদি সুখে চলে
কি চিন্তা কি দুঃখে মহারাজ টলে,
প্রবাহ ভরিয়া সাগরে পশে।
দীনা ভারতের লুপ্ত স্বাধীনতা
প্রাণে প্রাণে আজি কহিতেছে কথা,
সকলে স্বাধীন সকলে অধীন
আর কি জগতে আসিবে সে দিন !
কারোনি আপত্তি কারোনি দুঃখ।

কারো হাতে অসি, কারো হাতে মসী,
কাহারও চরণে শাসনের রশি,
কেহ বা ভাষায় বাণিজ্যের তরী,
কেহ কাটে দিন পদসেবা করি,
সকলের লক্ষ্য চরম সুখ।
সকলে ভুলেছি আত্ম-অধিকার,
ভুলেছি মর্য্যাদা শিখেছি আব্দার,
বাহ্যিক উদ্দাম জ্বালাময় সুখ,
খুজিতেছি সবে শুধু উচ্চ মুখ,
ভুলেছি আপন কর্ত্তব্য পথ !
ছাড়িয়াছি হল,—ছাড়িয়াছি হাল,—
ভুলেছি তপস্যা, হয়েছি মাতাল।
সকলেই তুচ্ছ,—সব গেছে উড়ি,
হংসপুচ্ছ ধরি কাড়াকাড়ি করি,
খুজিয়া বেড়াই স্বাধীন রথ !

———

আবাহন।

ভাঙ্গা বীণা ছেড়া তার
গেয়ে উঠ একবার
বুঝ বা না বুঝ গান রাগিণী বিভাস—
"আমরা শতেক ভাই শতেক উল্লাস"।
চির দিবাময় যার
রাজ্য সীমা অধিকার
আমাদের বুকে ভরা আঁধার নির্য্যাশ!
আমাদের প্রাণে বহে হতাশ বাতাস!
পর্ব্বতের উপত্যকা,
সাগরে বেলার রেখা,
বন্য কুসুমে বহে সুরভি নিশ্বাস,
আমাদের কিনারা কি শুধু উপহাস!
শীতের বসন ঢাকি
নীরবে মেলিয়ে আঁখি
আড়ষ্টের মত শুধু ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
আমাদের প্রাণে কি হে নাই বারমাস!
"হা অন্ন যো অন্ন" ক'রে
ঐ যে ভিখারী ফিরে,

তারো মুখে আছে হাসি মরমে তিয়াস ।
মোরা শুধু দৈন্য ভরা শূন্য অভিলাষ !
ওর কিছু নিয়ে হাসি
ভিক্ষে করি দশে মিশি,
মুঠি মুঠি খু'লে হবে কমলা প্রকাশ ।
আমরা শতেক ভাই কিসের তরাস !
কার ছেলে কেবা পোষে,—
কদিন রাখিবে তোষে
বসন ভূষণ দিবে বদনে গরাস !
আমাদের শৈশব কি হবে না নিকাশ ?
মার খাই মার গাই
মারে ধরে চ'লে যাই
কাহারে ডরাই মার বাহু চারিপাশ ?
আমাদের প্রাণে কেন হতাশ-বাতাস ।
না পারি ধরিবে মায়
না ধরে হাসিবে তায়
ফুটে নাকি গন্ধহীন মন্দার পল্লাশ,
"আমরা শতেক ভাই শতেক উল্লাস ।"

---

## রাজ্যাভিষেক।

"জয় এডওয়ার্ড রাজরাজেশ্বর
ভারত-সম্রাট্‌ ব্রিটন ঈশ্বর।
জয় আলেকজেন্দ্রা জয় রাণীমাতা
দীনা ভারতের অদৃষ্ট বিধাতা।
জয় জয় রাজারাণী।"
জলদ-চুম্বিত শৃঙ্গ উচ্চতর,
পর্ব্বত-লাঞ্ছিত তরঙ্গ প্রখর,
একোন-পঞ্চাশ স্বাধীন পবন,
ইন্দ্রত্ব ঘোষিত বজ্র সুভীষণ,
গাও গাও ঐ বাণী।
কিসের স্বাধীন? কিসের অধীন?
তোরা যে ধরার প্রাচীন প্রবীণ?
তোরা কি হইবি মর্য্যাদাবিহীন,
তোরা না শিখালে শিখাবে কে?
অন্ত লোক পালে রাজকলেবর,
রাজা যে দেবতা অবনী ভিতর,
রাজা পিতা মাতা গুরু পূজ্যতর,
জগতে আজি কে বুঝায়ে দে!

কোথায় কৃষক ছেড়ে এস হাল,
কোথা রে নাবিক তুলে রাখ পাল,
দোকানী পসারী মজুর কাঙ্গাল,
কোথা মসীজীবী পরপদসেবী,
প্রাণের সার্থক আজিকে কর !
অতীতে করেছ রাজ-অভিষেক,
স্বপনের কথা মনে ক'রে দেখ।
সে হর্ষ উৎসাহ খুজে নে বারেক,
আপনা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া
ধরার নয়নে জাগিয়ে ধর।
উন্মুক্ত সদাই কর্ত্তব্যের দ্বার,
নিষ্কাম সাধনা চিরদিন যার,
সেই ঋষিমুখ ভারত কুমার
সরমের কথা !—মরমের ব্যথা !
তোরা কি নীরবে থাকিবি আজি ?
মাসে মাসে যার উৎসবের ধ্বনি
কাঁপাত ত্রিদিব অমর অবনী।
ভক্তির ভূষণে ধরার অগ্রণী,
হোক লুপ্ত আশা প্রাণের পিপাসা,
রাজার আনন্দে ভর হে সাজি।

লও রে আনন্দে মৃদঙ্গ মন্দিরা,
সানাই সারঙ্গ বীণা সপ্তস্বরা ;
সেতার এস্রাজ মৃদু তানপুরা,
ছাড়িয়া আতঙ্ক লও জয় শঙ্খ
ধ্বনিতে ধরণী চমকি দাও।
রোপ দ্বারে দ্বারে কদলীর সারি,
রাখ থরে থরে বারিপূর্ণ ঝারি,
গন্ধ মাল্যদাম,—নাচাও অপ্সরী,
দীপমালাব্রত জ্বাল শত শত
জয় মহারাজ ধ্বজা উড়াও।
কোথা মহারাজ মহাভাগ্যধর
ভারত-সম্রাট্ রাজরাজেশ্বর।
তুচ্ছ ইন্দ্রপদ তোমার গোচর।
কোথা মহারাণী ভারত-জননী
এবার এদিকে ফিরাও আঁখি।
বৃটীশ দামামা লুপ্ত নরেশ্বর,—
সার্দ্ধ শত কোটি নরকণ্ঠস্বর
জয় জয় রবে কাঁপায় অম্বর,
কাঁপিছে মেদিনী কাঁপিছে তটিনী
কাঁপিছে সাগর সঘনে লখি।

উল্কাপাত সম অতসী আলোক
ছুটিছে আকাশে উজলি দ্যুলোক,
গগনের তারা ঝলসে ভূলোক,
ঘরে পথে মাঠে তরতরী ঘাটে
আঁধার লুকাতে নাহিক ঠাঁই।
বিদ্যাধন শিল্প—বীরত্ব শ্মশান
আজি এ ভারত স্বর্গের উদ্যান।
নাহি ভেদাভেদ নাহি আত্মজ্ঞান,
অতীতের জ্বালা ঘুমায় নিরালা,
আনন্দ বাজার লুঠে সবাই।
রাজসূয় যজ্ঞ করেছিল যারা
দেবতার ত্রাস ক্ষত্রিয় রাজারা,
ভাবিত কঙ্কর মণি মুক্তা হীরা,
—অতিথি ভিখারী আজি যায় ফিরি
তবুও আনন্দে করিছে ঋণ ;—
পরি রাজচূড়া জড়িত জহর,
চামরে অসিতে লহরে লহর
গজ বাজি পৃষ্ঠে লোভে থরে থর,
প্রতিনিধি পাশে প্রহরীর বেশে
চরণ চুম্বিয়া ধূলায় লীন।

কোথা অনশন দুর্ভিক্ষ করাল
তব নিমন্ত্রণে আজি মহীপাল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভাবি বিষম জঞ্জাল,—
পিতৃশ্রাদ্ধ করে শক্তি নাই ঘরে,—
তোমার উছবে মেতেছে তবু।
যমদূত সম প্লেগ মারীভয়,
সেই অত্যাচার মনে নাহি হয়।
আজি একতানে প্রাণ করি লয়,
—সর্ব্বময় সুখ চলে গেছে দুখ,—
আনন্দ সাগরে ভাসিছে প্রভু।
সহস্র যুগের জমাট রুধির,
—সূর্য্যতাপে যথা হিমাদ্রি-শরীর—
প্রতি ধমনীতে ছুটে শির শির
তরঙ্গ-প্রখরা গঙ্গা খরধারা
কঠোর পাষাণ বন্ধন ছাড়ি।
আজি যে উৎসাহে দীপ্ত কলেবর
যদিচ বিশ্বাস কর রাজেশ্বর,
যদিচ আশ্বাস পাই শক্তিধর,
পলকে ছুটিয়া ধরণী লুটিয়া
সার্ব্বভৌম তোমা করিতে পারি।

কোথা আমেরিকা কোথায় রাশিয়া,
জর্ম্মণী ফ্রান্স কোথায় প্রাসিয়া,
দেখিবার দিন দেখ গো আসিয়া,—
কোটি হাত তুলি জয় জয় বলি
কাহার মাথায় দিয়েছে ছাতা ?
কোন্ জগতের কোন্ ইতিহাসে ?
ভুলি রোগ শোক প্রাণের উল্লাসে
বুঝিছে মরমে কোন্ ধন্য দেশে ?
—রাজার সম্মান ঈশ্বরের মান,
রাজা যে দেবতা রাজা যে পিতা।
কারো মুণ্ডপাত কারো নির্ব্বাসন,
এই ত রাজার ভাগ্য-নিদর্শন,
আধেক ধরণী সুরভি চন্দন
ভক্তিসহকারে জয়ধ্বনি করে,
গন্ধমাল্যদাম দিয়েছে কোথা ?
ধন্য পুণ্যময় ধন্য ভাগ্যধর,
তবুও সন্দেহ করে ত অন্তর,
এ কি বাক্যব্যয় বৃথা আড়ম্বর,
—হৃদি দরশন দূর দরশন
করি আবিষ্কার দেখ গো হেথা।

আপনার মুখে আপনার গান
জানি কভু নহে সৌন্দর্য্যনিদান।
—নেটীভেরা সদা মুদিত নয়ান,—
মেঘের মতন করি গরজন
তাই গো আপন ঘোষণা করি।
দেও বা না দেও দয়া দরশন,
কর হেয় জ্ঞান চরণে দলন ;
ভাব তুচ্ছ কীট ভারত-নন্দন,
তবুও ডাকিবে তবুও গাইবে
কোটি নর নারী আকণ্ঠ পূরি।
"জয় এডওয়ার্ড রাজ-রাজেশ্বর
ভারত-সম্রাট্ ব্রিটন ঈশ্বর,
জয় আলেকজেন্দ্রা জয় রাণীমাতা
দীনা ভারতের অদৃষ্ট বিধাতা,
জয় ভারতেশ ভারতেশ্বরী।"





# তৃতীয় অঞ্জলি।



## নিবেদন।

দেখাবে না যদি নাথ তোমার চরণ,
তার তরে মন কেন কৈলে উচাটন।
মুখে তুলে ভাষা কেন দিয়েছ অযথা,
খুলিতে না পারি যদি মরমের কথা।
হৃদয়ে দিয়েছ ভরি অসংখ্য কামনা
জীবন ফুরায়ে এল কিছুত পূরে না।
জ্ঞানের আলোক দিছ করিতেছ ভাণ,
তা হলে পাই না কেন তোমার সন্ধান।
দারা-সুত-ধন দিয়ে করিয়ে আমার,
এটী ওটী কেড়ে কেন নিতেছ আবার।
অন্তরে তলায়ে দেখি সকলি তোমার,
শাস্তির ভয়টী শুধু কপালে আমার।
রাজ্যেশ্বর তুমি, সাজে তোমার বঞ্চনা
পথের ভিখারী বলে' আমার লাঞ্ছনা!

রহস্য।

কোন্ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়,
চৌদিকে অনন্ত কোটি
অক্ষয় ভাণ্ডার লুটি,
তবু তৃপ্তিহীন আশা পুষিছে হিয়ায় ;
কোন্ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়।
কাছে বেসি পাছে চলি,
ছাই দিলে সোণা বলি,
যতনে দুহাতে তুলে' গলাতে জড়ায় ;
কোন্ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়।
দুরে যাক্ রোগ শোক,
মিঠে হোক্ কড়া হোক্
দু'কথা শুনিলে প্রাণ ভেসে ভেসে যায়,
আপনা হারায়ে বসি অপরে ভাষায়।
হাসির তরঙ্গ উঠে,
দুঃখের নির্ঝর ছুটে
দুরন্ত অশান্ত আঁখি ঘুরে ফিরে চায় ;
কোন্ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়।
ঝড় উঠে বৃষ্টি পড়ে,
কালান্ত অনল ঝরে,
অস্থির অক্লান্ত মন বেঁধে রাখা দায়,

পিঞ্জরে ঘুমায়ে রাখি নিভৃতে পালায়।
আগে ছুটে পাছে ছুটে,
সাগর ভূধর লুটে,
চাঁদের কিরণে উঠে সান্ধ্য-নীলিমায়।
ফুল ঝেরে' পাতা নেড়ে,
শিশির সরায়ে দূরে,
জীবন দিয়েছে ঢালি জ্বলন্ত আশায়;
বেচিয়াছে কিনিয়াছে,
হারায়েছে কুড়ায়েছে,
ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু চরণে লুটায়!
কার প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়।
হীরে হোক্ তারা হোক্,
হোক্ শান্তি দুঃখ শোক,
বুকে বেঁধে আনিয়াছে আশার নেশায়!
ক'ষে ক'ষে বাঁধিয়াছে,
দিশে জ্ঞান হারায়েছে,
জড়ায়েছে হৃদিমাঝে শিরায় শিরায়।
কার প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়।
কথা শুধু কোথা থোব,
কার হাতে তুলে দেব,

এত যতনের ধন প্রোথিত হিয়ায়,—
কার পায়ে দিব ঢালি,
কার শিরে দিব তুলি,
চৌদিকে সহস্র হাত বাড়ায় কুড়ায় ।
কার প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায় ।
হাসিতেছি কাঁদিতেছি,
গাহিতেছি চাহিতেছি,
কার শাপে কার বরে কার মমতায় ।
হয় ত আসিবে দিন,
একে একে হবে লীন,
এটী ওটী খ'সে যাবে কালের ধারায় ।
—কার প্রেমে মাতোয়ারা বুঝিব ধরায় ।
না না,—তোরা ঘেরে থাক,
একয়কটী দিন যাক্,
পারি ত বলিয়ে যাব জীবন সন্ধ্যায়,—
কার প্রেমে মাতোয়ারা রয়েছি ধরায় ।

———

## সৌন্দর্য্য।

চাই না শাস্ত্রের যুক্তি শুনিতে অসার,
করিব না অন্ধ আমি নয়ন আমার।
কেন বা বধির হবে অধীর শ্রবণ,
না শুনিবে কোটি কণ্ঠে সঙ্গীত মোহন।
তোমার সৌন্দর্য্য ছাড়ি কোথা যাব আমি,
কোথায় সে সাধনার লীলাময় ভূমি ?
কি দেখিব চোক্ বুজে,—সকলি আঁধার,
আঁধারে করিব শুধু সাধনা তোমার !
এমন নিঠুর কথা প্রাণে নাহি সহে
বিষবৎ তাড়াইব সৌন্দর্য্য-প্রবাহে।

কেমনে ভাবিব তব সকলি অসার,
তাহাতে আমার কিছু নাহি অধিকার।
হয় হোক্ কলুষিত আমার অন্তর,
তোমার ছলনে ভুলি আছি নিরন্তর।
ঐ যে সোণার শিশু অজ্ঞাত-সংসার,
তোমার প্রেমের ছবি পূর্ণ অবতার ;
বুঝেনি হৃদয় কিছু—বুঝে যদি আঁখি,
কেনই গিয়েছে ভুলি ফল ফুল দেখি ?

নির্জীব চুম্বক কেন লৌহ দরশনে
বাঁধে তারে বাহুপাশে নিগূঢ় বন্ধনে ?
কোথা সূর্য্য আছে কত যোজন অন্তরে,
কেন হেথা সূর্য্যমুখী সারাদিন ঘুরে ?
দিক্ দর্শনের সূচী সকলি ভুলিয়া
উত্তর দিগ্বধূ-প্রেমে গিয়েছে গলিয়া।
ও সব কথার কথা ! কিছু তাতে নাই ?
শুধুই কি আমি তার করিগে বড়াই ?

সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ বিশ্ব ভূমণ্ডল, ✓
কিসে আমি তুচ্ছ করি ভাবিব গরল।
সুষমা সুরভি ভরা কুসুমের মুখ,
সুনীল লহরীময় সাগরের বুক,
অভ্রভেদী গিরিচূড়া বিটপীর শ্রেণী,
পাতার শ্যামল শোভা লতার নাচনি,
ঊর্দ্ধাকাশে জ্যোতির্ম্ময় সুধাংশু তপন,
উজ্জ্বল হীরকখণ্ড তারা অগণন,
গগনে মেঘের কোলে তড়িৎ অশনি,
ভীষণ শার্দ্দূল বনে চঞ্চলা হরিণী,
প্রিয়ার সোহাগ ভরা সলজ্জ-নয়ন,
সুধাময় হাসিমাখা শিশুর বদন,

কেন দেখে এ সকল আপনা হারাই ?
প্রাণীর অন্তরে এত সুখের লড়াই !
তোমার সৌন্দর্য্য তরে কেন এত রণ ?
কেন এত অহঙ্কার অগণ্য মরণ ?
নদীর আকুল স্বরে বিহঙ্গের গানে,
কেন এত সুখ হয় মুমূর্ষুর প্রাণে ?
এ সকল শুধু প্রভু তোমার ছলনা !
যে বলে বলুক, দীন প্রাণে ত বুঝে না।
তুমি ধূর্ত্ত মিথ্যাবাদী প্রধান কপট
কেবল সৃজেছ বসি প্রাণীর সঙ্কট !
সকলি উড়ায়ে দেব ভাবি ধূলিখেলা !
ঘৃণায় ফিরাব মুখ করি অবহেলা !
হয় হোক্ ছেলেখেলা হয় হোক্ ধূলি,—
আদরে কুড়ায়ে নেব ভরিয়া অঞ্জলি।
তোমার খেলায় যদি গলে' যায় প্রাণ,
সখা হে তোমার খেলা কত মূল্যবান্ !
বুঝে না আমার এই সরল হৃদয়,
এত তুমি অবিশ্বাসী অরাজকময়।
তোমার খেলায় আমি ঢেলে দেব প্রাণ,
তুমি কি ফিরাবে মুখ করি হেয় জ্ঞান ?

তোমাকে বিশ্বাস করি শান্তি যদি পাই
শুধু কি আমার দুঃখ, লজ্জা তব নাই।

তোমার সৌন্দর্য্য ছাড়া একটী নিমেষ
ভাবিলে শুখায় কণ্ঠ বিষময় দেশ।
কিসে বুঝিতাম তুমি রয়েছ গোপনে,
তোমার অস্তিত্ব আছে বুঝিত কেমনে।
কোথা শিখিতাম স্নেহ ভক্তি আরাধনা,
কে করিত কারণের সন্ধান গণনা?
তোমারে অনন্ত রাজ্যে খুজিয়া বেড়াই,
তোমার সৌন্দর্য্য মাঝে তোমারে হারাই,—
পিতৃহীন নিরুদ্দেশ প্রবাসী পিতার
কুশের পুতুলে ক'রে উচিত সংকার।
—একটু শান্তির আশে, তেমতি নিরালা
তোমার প্রতিমা গড়ি জুড়াইতে জ্বালা
আমি যারে ভালবাসি তাহার মতন;
তোমার সৌন্দর্য্য আনি পরাই ভূষণ,
আমার প্রাণের কথা খুলে বলি তারে,
আমার যা উপাদেয় দিই ভক্তি ভরে,
শেষে আপনার প্রাণ করি তারে দান
তবুও প্রাণের জ্বালা হয় না নির্ব্বাণ।

বেঁধেছে মাধুরী তব এত স্নেহপাশে ?
মিছে ধূলিখেলা বলে উড়াইব কিসে ?
তোমার সৌন্দর্য্যে ঘৃণা যে করে করুক্,
আকাশ ভাঙ্গিয়া তার মাথায় পড়ুক্ ।
নূতন ঐশ্বর্য্য তব হোক্ পরকাশ,
করুক অপূর্ণ নর নরত্ব বিকাশ !
সৌন্দর্য্যের স্নেহপাশে বেঁধে ফেল মোরে
দেখেনি মাধুরী তব দুটো আঁখি ভরে' ।
করে বা করুক্ ঘৃণা বদ্ধ মায়া-জালে,
মুগ্ধ হ'য়ে আছি তব সৌন্দর্য্য-কৌশলে ।
কি ক্ষতি আমার তাতে ? হয় হোক্ মায়া,—
আমি বুঝি সে তোমার পরাণের ছায়া !
তোমার স্নেহের আশে সকলি ত ঘুরে,
আমি নয় তব স্নেহে রহিয়াছি জ'ড়ে ।
তোমার সৌন্দর্য্য ঘৃণা প্রাণে নাহি সহে
আমার প্রাণের কথা তারা নাহি কহে ।
সৌন্দর্য্যই সাধনার প্রথম সোপান
সুন্দরের পায়ে প্রাণ দিব বলিদান ।

## ছোট বড়।

১

বিপুল বিশাল বিশ্ব ছোটতেই আছে ডুবি,
ছোট গান ছোট ভাষা ছোট হাসি ছোট ছবি।
ছোট সে পাতার বুকে
ছোট ফুল ফুটে সুখে,
গান গায় ছোট পাখী প্রাণ করে মাতোয়ারা ;
ছোট হতে ছুটে বিশ্বে অমৃতের কোটি ধারা।

২

তবে কেন ধরা জুড়ি উঠিছে এ হট্টরোল ?
আমি বড় আমি বড় কেন মিছে গণ্ডগোল ?
ছোট সে যে বহু দূরে,—
তোমার বাতাস ছেড়ে
গোপনে রয়েছে পড়ি সুপ্ত নির্ঝরের প্রায় ;
বুকের আনন্দরাশি বসুধা ভাসায়ে যায়।

৩

আমি দেখি যথা যাই ছোটই সাধিছে মান,—
কুহরে কোকিল শ্যামা হরে লয় মন প্রাণ।
ছোট মাধবীর মালা
জুড়ায় সহস্র জ্বালা,
সাগর সুন্দর করে ছোট ছোট ঢেউ উঠি,
ভীষণ কানন মাঝে ছোট ছোট ফুল ফুটি।

৪

সুখের রঙ্গিল নৃত্যে দুঃখের তরঙ্গে কাল,
ছোট সে চাহিয়ে থাকে ছোট সে ছাড়ে না হাল।
আদিহীন অন্তহীন
সমভাবে চিরদিন
ছোট ছোট তারাগুলি স্বর্গীয় আলোকে হাসে,
উঠে পড়ে বড় চাঁদ কভু ডুবে কভু ভাসে।

৫

ছোট সে সহজ নয় সে যে জগতের প্রাণ,
ছোট হও খাট হও ধরমের মহা গান।
লাভালাভ জয়াজয়
মান অপমান ক্ষয়
ছোট সে চাহে না কিছু, সে শুধু খাটিতে জানে;
চেয়ে আছে মরামর স্বর্গ মর্ত্ত্য তার পানে।

৬

অন্তরে বাহিরে ছোট সর্ব্বত্রই অধিকার,
যে ছোট যে অতি ছোট সেই জয় অবতার।
আমি দেখি ছোট জুটে
ধরণী নিতেছে লুটে,
আমি বড় তুমি ছোট বৃথা দ্বন্দ্ব অহঙ্কার,
ছোট যারা ছিল তারা ধরণীর অলঙ্কার।

৭

ছোট সে ত চিরদিন মার বুকে আছে গাঁথা,—
উড়ে যায় মহীরুহ জড়ে থাকে তৃণলতা।
চাই না উন্নত শির
ভীম নৃত্য লহরীর,—
ছোট ছোট ঢেউ হয়ে প্রভাতে প্রদোষে ফুটি,
খেটে খুটে সারাদিন তটের চরণে লুটি।



আকাশ।

যখন তিলেক আশা
হৃদয়ে বাঁধেনি বাসা,
জননী-জঠর ছেড়ে
সকলের আগে তোরে
চেয়েছিল এই দীন আঁখি।
না জানি কাহার ভাবে
কাঁদি উঠিতাম যবে,
মা মোর দৌড়িয়ে আসি
কোলে নি থাকিত বসি,
তোরে শুধু দেখাইত ডাকি।
জানি না কি কথা কই
ভুলাইয়ে নিতি অই,
বুকেতে জুটিত আশা,
মুখেতে ফুটিত ভাষা,
হাসিতাম চাহি তোর মুখে।
মোর ভাষা মোর গীতি
তুই শুধু বুঝে নিতি,
না জানি কি স্নেহ-ডোরে
বাঁধিয়া ফেলিলি মোরে,
কাঁদিতাম তোরে নাহি দেখে।

জীবন যে যায় যায়,
নাহি বুঝিলাম হায়
কে হে তুমি মহাপ্রাণি
ধরার মুকুটমণি,
আকাশ, চাহিয়ে আছ কারে ।
কারে তুমি কর ধ্যান,
শিখিতেছ কার জ্ঞান,
কার প্রেমে গেছ ডুবি
আঁকিছ কাহার ছবি,
আকাশ, ভাবিতে আছ কারে ।
তুমি মোর আদি বন্ধু,
অনন্ত আশার সিন্ধু,
যেদিকে ফিরাই আঁখি
ঘুরে ফিরে তোরে দেখি
তবু নাহি বুঝিলাম শেষে ।
বুঝিতেও নাহি পারি,
যেতেও চাহি না ছাড়ি
এ জন্মে কি জন্মান্তরে,
কি ব'লে ডাকিব তোরে,—
বাষ্প বলে উড়াইব কিসে ?

কালের ঘূর্ণিত ঝড়ে
পর্ব্বত ধসিয়ে পড়ে,
সমুদ্রে লুকায়ে যায়
মরুভূমে নদী ধায়
এ জগতে সকলি অস্থির ।
এ জগত এ বিভব
মৃত্যুর শিকার সব,
কেহ যায় কেহ আসে,
তুমি শুধু আছ বসে,
তুমি নিত্য অনন্ত গম্ভীর ।
নদ নদী বনস্থল
কিবা জল কি অনল,
এই ধরা এই বিশ্ব
এ প্রকৃতি এই দৃশ্য,
এই হাসি, এই কান্না মোর ।
স্বর্গের অমৃত ফল
নরকের হলাহল,
বিরহীর অশ্রুরাশি
মিলনের মৃদু হাসি,
রেণুতে রেণুতে মিশা তোর ।

আকাশ হে কভু ভাবি,—
এই ভব এই ছবি
তোমার বুকের ছায়া,
প্রসারি সুদীর্ঘ কায়া
আমার চৌদিকে আছে পড়ে।
কভু বুঝি অই নভ,
চাহিয়া চুষিয়া সব
গাঁথিয়া হৃদয়স্তরে
দেখাও নূতন করে
দর্পণের মত থাকি দূরে।
বিশ্বপ্রদর্শিনী মেলা
তোর এই লীলা খেলা !
নারিলাম বুঝিবারে
কি ব'লে সুধাব তোরে,—
আজি কিছু নাম দিব তোরে।
চাহিয়া বিশ্বের পানে
রহিয়াছ মহাধ্যানে,
তোর ও হৃদয়পটে
কত কাব্য আছে ফুটে
পরাণ আকুল হয় হেরে।

আষাঢ়ের সান্ধ্য বায়
মেঘ যবে উড়ে যায়,
অন্তরালে মেয়েগুলি
চেয়ে থাকে আঁখি মেলি,
"মেঘদূতে" প্রাণ পড়ে বাঁধা ।
শ্রাবণে নিশির শেষ
কাঁদিয়া ভাষাও দেশ,
চকিতে জাগিয়া উঠি
শয়ন ছাড়িয়া ছুটি,
মনে পড়ে "বিরহিণী রাধা" ।
যখন অশনি-নাদ
মনে হয় "মেঘনাদ";
নিঝুম আঁধার ফেটে
বিজলী ঝলসি উঠে,
মনে পড়ে "ওথেলোর অসি" ।
বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি
চেয়ে আছে পূর্ণশশী,
নেপথ্যে প্রসারি বাহু
গ্রাসিলে দুরন্ত রাহু
"দুর্ব্বাসা"র চিত্র উঠে ভাসি ।

বসন্তের ভস্ম মাখি
বসে আছ রক্ত আঁখি,
বৈশাখের ভানুতাপ
কৃশাণুর সম দাপ
মনে পড়ে "মদনদহন"।
নির্ম্মল চাঁদনী রেতে
কোটি তারা জ্বলে সাথে,
আলোকে রয়েছ বসি
আনন্দ পড়িছে খসি,
যেন "বুদ্ধ" সমাধি মগন।
তাই বলি তুমি কবি,—
হৃদয়ে বিশ্বের ছবি,
তোমার অমৃত বীণা
প্রলয়েও থামিবে না
অজর অমর তুমি ভবে।
কেহ ত চায় না ভাবি
তুমি নিত্য বিশ্বকবি,
"বাষ্প" বলে ঊর্দ্ধে ছুড়ে,
"শূন্য" বলে নিন্দা করে,
—কবির দারিদ্র্য কোথা নেবে ?

## কোকিল।

১

নীল বিমল নভ স্বচ্ছ ফটিক সর,
রজত কনক মুখ সরস কুসুম থর
হাসত নাচত মলয় পরশ সুখ ;
মধুময় মধুঋতু জড়িত অখিল বুক।
—কো তুঁহু মুহু মহু, ডাকয়ি উহু উহু
নিবিড় তিমির ঘন পত্রে।

২

গুঞ্জিত মধুকর সরসিজ পুঞ্জে,
গায়ত দ্বিজকুল সুললিত কুঞ্জে,
ভাষত কল কল আকুল তটিনী,
শান্তি শয়নগত পুলকিত ধরণী,
কো তুঁহু কো তুঁহু, রোদয়ি মুহু মুহু,
বিষম বিরহ অহোরাত্রে।

৩

দগধ ভগন তরু পল্লব শোভিত,
শূন্য ধরণিতল সম্পদ-পূরিত।
কহ পিক কহ পিক,—রক্তনয়ন তুঝ
লুপ্ত বয়ানক হাস মলিন রিঝ,
মুহু মুহু ডাকয়ি, উহু উহু রোদয়ি,
অবিরল বিলপয়ি কৈসে ?

৪

বুঝয়ি বুঝয়ি তুঁহু ধরমক সেবক,
কাঁদয়ি মুহু ভব পাপ মগন লখ ;
যৌবন গর্ব্বিত মূঢ় মনুজগণ
কোহুন সোঁরয়ি পতিতক পাবন ।
তছু তুঁহু তাপয়ি, রোদয়ি ডাকয়ি,
“কুহু উহু” বহু মধুমাসে ।

৫

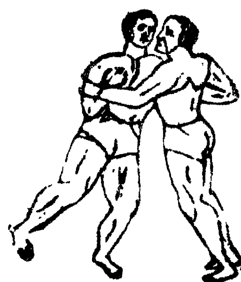
কৈসে বিহগ তুহু মরমক বেদন ?
গাও তুঁহু গাও তুঁহু সঙ্গীত আপন ;
ছাড়য়ি জনগণ আপনি বিরলে
যোগ মগন ধ্রুব নীল নভস্থলে,—
তামসি ঘন নিশি, ছুটইত দিশি দিশি
ভ্রান্ত পথিক তথি লখি ।

৬

বোল শুনয়ি তুহুঁ গোকুল বনমে,
গোপবধূ শত দ্বাপর যুগমে,
মোহিত মূর্চ্ছিত, ধস ধস কম্পত,
“মাধব মাধব” অনুখন রোদত ।
—হিয় হিয় হরিপদ অরপিল সুবিশদ
বিরহ কুজন তুহুঁ পাখি ।

৭

ডাকহ ডাকহ কাঁদহ কোকিল,
বিরহ অনল-শিখ হিয় হিয় ডারল,
কোটি বদন ভরি কোটি সজল আঁখি
"দীন শরণ হরি" ঘন ঘন সোঁরক,
পাপ ঘুচাওল তাপ মুছাওল,
ডাক সো উন্মাদ ডাক ।



## নির্জ্জন নিশীথে।

১

অতীত দ্বিতীয় যাম গভীর রজনী,—
আবর্ত্তের বেগে চিন্তা ঝটিকা ভীষণ।
নিরুদ্দেশ নিদ্রা মহা সমুদ্র তরণী
ভাসিতেছে ভগ্ন শেষ তন্দ্রা ও স্বপন।
কভু উর্দ্ধে কভু অধে ঘূর্ণিত পবনে,
কভু ডুবি কভু ভাসি সমুদ্রশয়নে।

২

ঘনীভূত অন্ধকার সম্মুখে পেছনে,
ততোধিক গাঢ়তর পোষিত হিয়ায়।
আঁধারে তরঙ্গ উঠে নিশ্বাস পতনে,
এ পাশ ও পাশ ফিরি জীর্ণ তরী প্রায়।
বিবরে ভুজঙ্গ মত রয়েছি বিরাট,
অজ্ঞাত বাঁশরী রবে খুলিনু কপাট।

৩

একি, একি, একি, দেখি জ্যোতিঃ-পারাবার!
প্রীতির সঙ্গীতপূর্ণ শান্ত সুনির্ম্মল।
সৃষ্টি করি অন্ধকূপ আমি দুরাচার
ডুবে আছি শুনিতেছি আত্মকোলাহল?
কি মধুর কি মধুর নীরব মাধুরী,—
শরতের পৌর্ণমাসী পুণ্যদা শর্ব্বরী!

৪

সুপ্ত হিংসা সুপ্ত দ্বেষ, কি শান্তি সমীরে,—
নাহি উঠে হা হুতাশ মর্ম্মবিদারক !
সুধাস্নাত চন্দ্রিকার সুরম্য মন্দিরে
বসে আছে সংখ্যাতীত শান্ত উপাসক।
শ্মশানের চিতা ভস্ম করিয়া আবৃত
ষোড়শীর মূর্ত্তি যেন হয়েছে স্থাপিত।

৫

কি মধুর কি মধুর নীরব সাধন !
চেয়ে আছে কোটি তারা কোটি আঁখি মেলি,
কোটি পাতা কোটি ফল কোটি ফুলবন।
নীরবে বহিছে ভক্তি কি আনন্দ ঢালি !
নাহি দীর্ঘ স্তুতিপাঠ নাহি দীর্ঘশ্বাস !
নীরবে নির্জ্জন শান্তি করিছে বিকাশ।

৬

কেন বলি মনোরথ দাও পূর্ণ করে ?
কে আমি, আমার কিবা মনোরথ ছার !
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিম্ব অনন্ত সাগরে
স্রোতের আয়ত্তাধীন, মনোরথ তার ?
অনন্তের প্রভু তুমি,—দিতেছি আদেশ !
ক্ষমা কর, ভেসে যাই নীরবে দীনেশ।

৭

পার কি আমার তুমি পূরাতে বাসনা ?
রাজদ্বারে দুঃখে দৈন্যে নন্দনকাননে
বলিয়াছি যতবার পূরাও কামনা,
সকলি পূরাতে যদি অম্লানবদনে,
সিংহাসনচ্যুত হতে হইত তোমার।
—জানি না কি পরিণামে ফলিত আমার।

৮

নাহি বুঝি,—ডুবে আছি আপন আঁধারে,—
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব পূরাই সকলে।
ঐ যে সেফালী ফুল পড়িতেছে ঝরে
ঝরিতে কি করে সাধ ফুটিবে সে ডালে ?
আসিবে শরত, সেও ফুটিবে আবার,
ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাথ তোমার কি তার ?

৯

তুমি স্রস্টা আমি সৃষ্ট এ যদি নিশ্চয়,—
চিত্রের সৌন্দর্য্যে হেলা করে চিত্রকর ?
তুমি প্রভু আমি দাস সত্য যদি হয়,
খাটুনি আমার অন্য কি রাখি খবর ?
আমার যা উপাদেয় সকলি তোমার,
তবে কেন আমি মিছে করি হাহাকার।

কে তুমি কোথায় তুমি বলে যেন নাহি ডাকি,—
মূর্খ আমি তর্ক ক'রে কি কাজ, নীরবে থাকি।
মনেরি সাধনা যত
যুগান্তের স্বপ্নগত,
নিমিষে নিমিষে আঁখি পিপাসা মিটায় দেখি।
কোথা রবি জ্যোতিষ্মান্!—
জ্বলে কোটি তারা চাঁদ্
অনন্ত অনন্তরূপে হেরি শান্ত হোক্ আঁখি।
ছেলে ব'লে কর কোলে
থাকিব দু'আঁখি মেলে,
অধরে শিশুর মত মধুর হাসিটী মাখি।
প্রভু তুমি কর দাস,
পদপ্রান্তে বারমাস
চন্দনে ভুজঙ্গ যথা আনন্দে জড়িয়ে থাকি।
দূরে ফেল রোষ করি,
নেচে নেচে খসে পড়ি
সেফালী ফুলের মত ও রাঙা চরণ ঢাকি,
ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ তব যে ভাবে সে ভাবে থাকি।

---

আসন্ন।

অনন্ত আঁধার সিন্ধু উড়ে যায় প্রাণ।—
কত আদরের ধন ফুল পাতা কুঞ্জবন
পাখীর ললিত গীতি ভীতির নিদান!
কাঁদিত যে যার তরে তার ডরে পাছে সরে
ভীষণ প্রলয়কর তরঙ্গ তুফান।
এত বোঝা মাথে ক'রে কে ঐ সাগর পারে?
এখনি যে যাবে পড়ে দেখে না পাগল!
কোথা যাবে নাহি ভাবে, ভাবে কোথা বোঝা থোবে
সম্মুখে প্রলয়-সিন্ধু ঘন উতরোল।
ও গো সে কি মুটে নয়? তবে কিসে এত ভয়,
যা ছিল করার দাদ তাই সমাপন।
জনপ্রাণী রাজ্যশূন্য, দেশ দুনিয়ার চিহ্ন
আলো তারা নাই কেন ফিরেনা এখন?
তোরা তার কাছে আয় সকলে বুঝাও তায়
ও বোঝা তাহার নয় নহে ধরণীর,
যার মোট সেই নেবে সে কেন অধীর।

---

শিশু কোলে।

শারদ সপ্তমী আজি ধরণীর তলে,—
গলায় হীরকমালা
স্বরগ করিয়া আলা
চেয়ে আছে শিশু সোম গগনের কোলে।
জয় শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাঁশী
আনন্দে ঘোষণা করে মঙ্গল আরতি।
( শিশুরে ) তোর প্রাণ তার সাথে
চলেছে মিশিয়া যেতে
আমার আঁধার প্রাণে জ্বেলে দিয়ে বাতি।
সারা শব্দ সবি লীন,
মরমে পিপাসা-হীন,
অধরে জমাট হাসি ঝিকি মিকি করি।
না নড়ে আঁখির পাত,
নাহি ভেদ দিন রাত,
—শ্রবণে আরতি শুন "সেই মুখ" হেরি।
নাহি চাও আগু পিছু,
শিশুরে বুঝিনা কিছু
তুই কি প্রতিমা নাকি মা আমার তুই !

দশ হাত নেও কেড়ে
ক'ষে ক'ষে বাঁধ মোরে,—
আমার প্রাণের মণি তোরে কোথা থুই !
শিশু তোর স্নেহে ভুলি
আর্য্য ঋষিগণ মিলি
স্বজন করেছে তারা এ মহা উৎসব !
বড় সাধ করে মনে
হেরি তোরে দু'নয়নে
ও বেদিকা'পরে রাখি স্বর্গীয় বিভব ।
শিশুরে, নিমেষ তরে
দুটো আঁখি দাও মোরে,
পরাণ ডুবায়ে হেরি মায়ের চরণ ।
জানিনা জীবনে আর
ফিরে পাব পুনর্ব্বার
এ শুভ মাহেন্দ্র যোগ তিথি স্থলগন ।
তোর মত এক দিন
চেয়েছিল এই দীন
ডুবায়ে পরাণখানি নয়ন ভরিয়া ।
এ কুটিল পোড়া আঁখি
স্বর্গের সুষমা মাখি

বেঁধেছিল কত প্রাণ আদরে জড়িয়া।
সেদিন কোথায় আজি!
জগৎ ঘুরিয়ে খুঁজি,—
নিশার স্বপন সম গিয়েছে উড়িয়া।
আজি তার স্তরে স্তরে
দম্ভ অভিমান ঘুরে,
দেখেনা সুধার জ্যোতিঃ আঁধারে ডুবিয়া।
কোথায় এসেছি চলে
পারি না বলিতে খুলে,
পরাণ বুঝেছে শুধু তাহার দূরতা!
আরো কত দূরে যাব
কিসে আমি তোরে কব,
হয়ত ভুলিয়ে যাব তোমার মমতা!
জগৎ জ্বলিয়ে যাক
গলে মোর জড়ে থাক,
প্রভাতের সুখতারা পূর্ব্বাশার বুকে।
চাইনা সংসার ছাই,
চেয়ে চেয়ে চলে যাই
ও চাঁদ বদন খানি পরাণের সুখে।

———

## আকুল আহ্বান ।

কেন,—

পাঠাইলে হায় বলনা আমায় একুলে,
কেমনে বা কেন আসিয়াছি হেথা
নাহি জানি তার কোন সার কথা,
ঘুমে ঘোরে মোরে ফেলে কেন কোথা পলালে।

আমি—

ডাকি আয় আয় নিয়ে যা আমায় ও কুলে,
কে উহারা সদা ঘেরা চারিধারে
চিনে বলে সবে চিনি না কাহারে,
নড়িতে না পারি কি বিপদ ঘোরে ঠেকালে ।

ওগো,—

এ কেমন দেশ দয়াশূন্য বেশ সকলে ।
আমি মরি কাঁদি করি হাহাকার,
দাও দাও শুধু মুখে সবাকার,
দিতেও না পারি নাহি পাই পার জঞ্জালে ।

আমি,—

যেই দিকে দেখি তুমি মার উকি আড়ালে।
আর কত খেলা ছলনা চাতুরী,
এস কোলে কর দুবাহু প্রসারি,
লাজ পেয়ে সবে যাক ফিরি ফিরি বিফলে ।

## শৈল-ধ্যান ।

কেন আমি গিরিবর সকলি ভুলিয়া
তোমার ছায়ায় আসি ঘুরিয়া ফিরিয়া ।
কিসে তুমি বাঁধিয়াছ আমার পরাণ,
কোথা পেলে এত স্নেহ, আপনি পাষাণ !
তোমার বিটপী ছায়া জননীর বুক,
তোমার ফুলের হাসি প্রেয়সীর মুখ ।
শিশুর অস্ফুট ভাষা কাকলীর স্বরে,
সখার সোহাগ করে কুরঙ্গনিকরে ।
দিবসের রজনীর মধ্য সীমানায়
বসে আছ নির্ব্বিকার স্বর্গের ছায়ায় ।
প্রতিদিন উঠিতেছে কাঁধে দিয়া ভর
প্রচণ্ড তপন আর শান্ত সুধাকর ।
শিখরে রয়েছে জড়ে জলদের ঘটা
সফেন তরঙ্গময় ধূর্জ্জটির জটা ।
রবি শশী নাহি চায় ছাড়িতে তোমায়
হৃদয় গুহায় পশি লুকে লুকে চায় ;
মলিন বদনে শেষে বিপদ গণিয়া
সাগরে ডুবিয়া যায় কপালে চুমিয়া !

লোহিতবসনা সন্ধ্যা হিরণ্ময়ী ঊষা
নিতি নিতি মিটাইতে প্রাণের পিপাসা,
কুসুমে সাজায়ে ডালা জ্বালাইয়ে বাতি,
সাজে ও প্রভাতে আসে করিতে আরতি ।
তোমার প্রাণের পাখী গুপ্ত অনুচর
শূন্যে বাঁধি রাজপথ ঘুরে নিরন্তর ।
নিত্য নব জগতের বারতা শুনায়
পরাণ খুলিয়ে দিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় ।
শার্দ্দূল ভল্লূক সিংহ বিষধর দলে
দমিয়া রেখেছ তব চরণের তলে ।
তোমার নয়নধারে কত সুরধুনী
ছুটিতেছে দিবানিশি মৃতসঞ্জীবনী,
কত না পতিত ক্ষেত হতেছে প্রকাশ,
করিতেছে গিরি তব মহত্ত্ব বিকাশ ।
ঘৃণিত লাঞ্ছিত যারা অসভ্য জগতে
আদরে তাদেরে তুমি নিয়েছ বুকেতে ।
তরুর কোটরে তব বাঁধিয়াছে ঘর,
তোমার রসাল ফলে পূরায় উদর ।
সাজায় কুসুম তুলি প্রাণ প্রতিমায়,
আনন্দে পড়ায় শুক ময়ূর নাচায় ।

তোমার বিশাল রাজ্য নিতি নিতি লুটে
কুরঙ্গের সঙ্গে মিশি মনোরঙ্গে ছুটে ।
চায়না পুষ্পকরথ রত্নময়ী রমা,
শান্তির নিঝর ঐ স্বর্গের সুষমা ।
নমস্কার করি তব বনদেবতায়,—
আজি জনমের শোধ জীবন জুড়ায় ।
পড়েছে তোমার পরে দেবের নয়ন,—
শুকের ভাঙ্গিতে ধ্যান রম্ভার মতন
রয়েছে সমুখ ভাগে শ্যামাঞ্চলা মহী,
যৌবন ফুটায়ে তব মুখ পানে চাহি ।
উড়িছে অঞ্চল মৃদু অনিলপরশে,
ছুটিয়াছে হাসি তার তোমার উদ্দেশে ।
কখন উলঙ্গ কভু লাজে ভরা আঁখি
বিলাসে হেলিয়ে পড়ে অবনতমুখী ।
অদূরে চাহিয়ে আছে ঐ রত্নাকর,
যোড় করি শত হাত কাঁপে থরথর ।
প্রবাল মুকুতা মণি এনেছে যা কিছু
গোপনে বসনে ঢাকি সরিতেছে পিছু ।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই কি হে গিরিবর !
কার ধ্যানে মগ্ন তুমি আছ নিরন্তর !

ভাঙ্গিতেছে বাহু ঝড়ে উড়িতেছে জটা;
নিদাঘে পোড়ায় তনু কৃশাণুর ছটা।
ভীষণ অশনি ছুটি পড়িছে বুকেতে,
ভাসায়ে নে গন্ধ পুষ্প বরষার স্রোতে।
নয়নে পলক নাই মরণের ত্রাস,
পরাণ পিপাসাহীন বহে না নিশ্বাস।
হৃদয় পূরিত রসে আনন্দ বাহিরে,—
ডুবিয়ে গিয়েছ কার প্রেমের সাগরে!
বহুদিন এই দীন আসিছে চরণে
পরাণ মিশিছে আজি তোমার পরাণে।
ফিরিতে চাই না আর জননীর কোলে.
শিশুর হাসির মাঝে প্রিয়ার অঞ্চলে।
ভেসে যাক ধনরত্ন জ্বলে যাক ঘর,
না নিই না নেক্ কেহ আমার খবর।
তোমার বুকের মাঝে দাও কিছু স্থান
যে ক'দিন আছি সুখে করি তব ধ্যান।
উদর পূরাই ফলে যতনে আহরি,
প্রাণভরে পান করি শান্তিময় বারি।

ঘুরে ফিরে সারাদিন দেখিব তোমারে,—
তোমার আশ্রিত জনে দু'নয়ন ভরে।
তোমার পাখীর সনে মিশাইব তান,
শিখাইব শারিকায় মরমের গান।
ঐ যে রসাল তরু নিঝর কোণায়
ফুটেছে মাধবী ফুল শাখায় শাখায়।
অন্তিমে তাহার ছায়ে মুদিব নয়ন
তোমার সৌন্দর্য্য রাশি করি নিরীক্ষণ!
জুড়াবে হৃদয় তব নিঝরের জল,
তোমার প্রাণের কথা কবে কল কল।
শাখায় বসিয়া শারী সুমধুর স্বরে
কহিবে আমার মত কেহ যদি ঘুরে।—
"হেথা ধ্যান হেথা জ্ঞান আনন্দ হেথায়
একবার শুয়ে যাও শীতল ছায়ায়।"

### পথ পার্শ্বে।

অন্নহীন বস্ত্রহীন, ক্ষীণ দেহ শক্তিহীন,
ধূলায় পথের ধারে রয়েছি বসিয়া।
স্বেদ পড়ে' অশ্রুঝরে' শরীর পঙ্কিল করে,
অন্ধ আঁখি খঞ্জপদ অঞ্জলি পাতিয়া!
ওগো তাই ঘৃণা করে ঘারটী ফিরায়ে জোরে
দেখিয়ে না দেখে যাও আঁধার মতন?
দু আঁখি মিলন হ'লে জঞ্জাল ঠেকিবে বলে'
তাই কি চলেছ ভাই ফিরায়ে বদন।
আমি গো চাইনা কিছু, একটু ফিরনা পিছু,
দেখি ভাই কত শক্তি আছে গো তোমার।
আঃ হরি আঃ দুটো হাত! দুটো আঁখি ক্ষণপাত!
তাই নিয়ে এত গর্ব্ব এত অহঙ্কার!
অজেয় সহস্র শির কোটি হাত মহাবীর
চেয়ে আছে অনুক্ষণ কোটি আঁখি মেলে।
তাতেও যাহার দুঃখ নাহি ঘুচে একটুক
তুমি মোরে নিয়ে যাবে কোথায় কি বলে।
আমাকে উদ্ধার কর এত যদি শক্তি ধর
তুমি কেন ঘুরে মর প্রখর রবিতে?
এস ভাই ফিরে চাও এস দুটো কথা কও
শুধু কেন আঁধা হও নয়ন থাকিতে।

শ্মশান।

১

শ্মশান, তোমার তীরে আমার বসতি,
চরমের বন্ধু তুমি আত্মীয় স্বজন।
দুর্জ্জয় যশের আশা, লাখের বেসাতি,
তোমার বুকের তলে হইবে গোপন।
আমি যারে বলিতেছি আমার আমার,
তুমি ভিন্ন পাছে কেহ থাকিবে না আর।

২

বুঝি বা না বুঝি কিছু বিধি বিধাতার
সৃষ্টির কৌশল তত্ত্ব জগৎমোহন।
নিহিত অমোঘ সত্য হৃদয়ে আমার,—
বুঝেছি নিশ্চয় তুমি অন্তিম শরণ।
তবুও চমকি উঠি তোমার নামেতে
বুঝিনাত এ রহস্য কি আছে তোমাতে।

৩

নিশিতে চন্দ্রমা হাসে দিবসে তপন,
পাখী বসে গায় গান তোমার শিয়রে,
দলে দলে গাভীগণ করে বিচরণ,
বিছানা কলসী কাঠ শোভে থরে থরে।
আমার ঘরের সাজ সকলি তোমায়,—
কি আছে ভয়ের চিহ্ন প্রাণ উড়ে যায়।

৪

সাজায়ে অমরাবতী করুক্ তোমায়,
বাঁধুক্ বিচিত্র সৌধ নয়নরঞ্জন,
কমলার মূর্ত্তি গড়ি তোমার হিয়ায়
রাখুক্ পুষিয়ে পিক মলয় পবন।
ফুলের যৌবনটুকু শুধু যদি রাখ,
তবুও শ্মশান তুমি শ্মশানই থাক!

৫

কেন গো তোমার ভয়ে এত জড়সর?
—দিন দিন বুকে তব নিতেছ টানিয়া
দেশের গৌরব যারা মহাশক্তিধর,
যাহাদের মুখপানে রয়েছি চাহিয়া।
তাহা যদি হয়, তবে নেওনা তেমন?
অদম্য যাহারা ধরা করে জ্বালাতন।

৬

ঐ যে সমুদ্রে মহা অনন্ত বিস্তার,
দুর্গম ভীষণ দেশ গহন কানন,
তোমার মতন বুকে পুষিছে অপার
প্রবাল মুকুতা হীরা হিংস্র অগণন।
তাহাতেপ্রবেশে লোক আনন্দ হৃদয়,—
তোমার নামেতে কেন এত করে ভয়।

৭

শুনিতে যাদের কথা দিবস রজনী
ভুলে যাই ক্ষুধা তৃষ্ণা শয়ন স্বপন।
হাসি কাঁদি যাহাদের শুনিয়ে কাহিনী,
সদা ইচ্ছা করি যার সেবিতে চরণ।
সকলে তোমার বুকে করিয়াছে মেলা,
আমি কেন ভাবিতেছি বসিয়ে একেলা!

৮

আগে যারা এসেছিল নিয়ে গেছ তুমি,
আমাকেও নিয়ে যাবে দুই দিন পরে।
আপনা হারায়ে যারে ভালবাসি আমি
তারাও তোমার,—শুধু ঘিরে আছে মোরে!
হেন মহা সম্মিলনী কোথা পাব আর,
তবু কেন প্রাণ কাঁদে ভয়েতে তোমার।

৯

রাজার শাসন-দণ্ড সমাপ্তি তোমায়,
কবির লেখনী তুমি দিয়ে যাও সীমা।
বীরের উন্মত্ত অসি তোমাতে ঘুমায়,
দুর্দ্দান্তে দমিয়ে রাখি বাড়াও মহিমা।
জগত যা'দের পানে নাহি চায় ফিরে
তোমার বুকের তলে টেনে নেও তারে।

১০

শ্মশান, অসীম তব মহান্ হৃদয় !
কি শক্তি আমার আছে বুঝিব তোমায় ?
কত যুগ যুগান্তর হইল প্রলয়
ভবেশ ভিখারী বেশে তোমার ছায়ায়।
তুমি নিত্য অবিনাশী স্বাধীন এ ভবে
পৃথিবী হইবে ধ্বংস তুমি শুধু রবে।

১১

গলাগলি করে চলি সখায় সখায়,
প্রণয়ের কথা বলি খুলিয়া পরাণ,
তৃণবৎ করি জ্ঞান এ বিশ্ব ধরায়,
কিবা দুঃখে অনশনে আছি ম্রিয়মাণ,
তোমাকে দেখিলে কেন নত করি মাথা ?
সমুখে সাপুড়ে হেরি বিষধর যথা।

১২

তুমি কি গো মহাগুরু এ মহা জগতে ?
আমরা দুর্ব্বল জীব অপূর্ণ বিবেক,
নাহি চাই, নাহি চলি কর্ত্তব্যের পথে,
দুষ্কার্য্য করিতে হেয় না করি তিলেক।
খাটিবে না প্রবঞ্চনা তোমার গোচরে
তাই কি তোমার ভয়ে চলি দূরে দূরে।

১৩

তুমি কি অনাদি নিত্য রাজা রাজ্যেশ্বর,—
ন্যায়ের সে মানদণ্ড অলক্ষ্যে সবার
ধরিয়া নিতেছ শুধু সমাপ্তি খবর ?
—আমার হাতের কাজ হয়নি সুসার,
মরমে বাসনা তাই কয় দিন থাকি ;
কাতরে তোমার পানে বরাবর দেখি !

১৪

জানি না আসিবে দিন এ দীন জীবনে,
তোমাকে চিনিয়ে নেব মনের মতন।
যখন হইবে দেখা নয়নে নয়নে
সখা বলে প্রাণভরে দিব আলিঙ্গন।
ভয়টী হইবে ভক্তি দূরে যাবে ত্রাস,
ছাড়িব তোমার বুকে চরম নিশ্বাস।



## মৃত্যু-সঙ্গীত।

১

মরণ চিনেছি তোরে, তুই গো ঘাটের তরী
খেওয়া দিস্ বসে।
তোর ও তরণী চড়ে কত যাত্রী আসে ফিরে
নিত্য নব দেশে।
শতকোটি বিশ্বলয়ে এ কি খেলা খেল ওহে
বেটে ছুনে দাও শুধু আত্মহারা উপবাসে।

২

হা মৃত্যু সিন্ধুর মত বক্ষে করি অবিরত
গোপনে গোপনে,
হেথা হতে ভেঙ্গে নিস্ হোথায় গড়িয়ে দিস্
পরম যতনে।
আপনার করে নিবি অপরে বিলায়ে দিবি,
একি খেলা লীলাময় খেলিতেছ ত্রিভুবনে।

৩

হা মৃত্যু তোমারি যোগে ঘুরিনু আবর্ত্তবেগে
ঘূর্ণিত পবনে
কত শৈল সিন্ধুতলে ফেল তুল কুতূহলে
চূর্ণিয়া পরাণে।
না জানি নিয়েছ কোথা শতকণ্টকের ব্যথা
এখনও শিহরে তনু স্মরিলে সহস্র গুণে।

৪

কাছে আয় মরণরে একটু শুধাই তোরে
গায়ে হাত দিয়ে।
সেই কান্ত শান্তি মাখা অনন্তের কোলে সখা
গেছ মোরে নিয়ে।
রেখে যেতে পারিবি না রাখিতেও পারিবি না
আজি হোক কালি হোক নিয়ে যাবি, দিয়ে দিবি,—
মরণ রে তুই মোরে কার বুকে নিয়ে যাবি।



উপাসনা।

উপাসনা কিবা তাহা বুঝিনাত কিছু,—
সকলেই দৌড়ি প্রভু তার পিছু পিছু।
"মুক্ত করে নিয়ে যাও খুলে দাও বেড়ী,
কামিনী কাঞ্চন তুমি করে দেও অরি।
ক্ষমা কর দীননাথ দেখাও চরণ,
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি নারায়ণ।
লাখের বেসাতি চাই রূপবতী নারী,"
এই দেখি উপাসনা ত্রিভুবন ঘুরি।
কি বেড়ী দিয়েছ প্রভু চরণে কাহার
আমিত দেখিনা কারো ঘুরিয়া সংসার।
সকলেই হাসে খেলে, সকলেই গায় ?
তোমার অনন্ত রাজ্যে বেড়িটী কোথায় ?
মুক্ত করে কোথা নিবে, গলে দিবে মালা ?
আমার তোমার তাতে কার নিভে জ্বালা।
মুক্ত হবে রাম শ্যাম মুক্ত হবে রাধা,
মুক্ত হবে হাতী ঘোড়া উট গরু গাধা,
তার পর তুমি আসি ধরিবে লাঙ্গল
টানিবে ট্রামের গাড়ি চালাইবে কল ?
কামিনী-কাঞ্চনে কেন এতই বিদ্বেষ,
তাহাতে কাহার এত বাড়িতেছে ক্লেশ ?

যাহাতে নিহিত তব সৃষ্টির কৌশল
তাহাতে আমরা কেন ভাবিব গরল ?
সকলে কৌপীন পরে ঘুরিলে পাহাড়ে
তোমার রহস্য তত্ত্ব কে দেখাত কারে।
—এই যে নিমিষে হই তের নদী পার
মুহূর্ত্তে খবর পাই কি করে সংসার।
জাগে যদি জড় শক্তি আমার ধেয়ানে
কোন সাধনায় তুমি শ্রেষ্ঠ ভাব মনে ?
এই যে সোণার পুরী করেছ সৃজন
আমার তোমার তাতে নাহি প্রয়োজন ?
সুখের ভোগের কিবা দেখিবার নয় ?
খেলেছ কি ধূলিখেলা ওহে দয়াময় ?
—মরুভূমে পদ্মফুল না ফুটাও কেন ?
কেন হেরি প্রাণিভেদে দেশভেদ হেন।
যে কাজে হবে না তব মহিমা প্রচার
আমাতে বেষ্টিত শুধু,—কি কাজ তাহার ?
নিষ্কর্ম্মা যে বসে থাকে সেই অপরাধী,
করিলে তোমার কাজ কিসে তুমি বাদী।

ঐ যে বালক কেঁদে করিছে প্রস্থান
ঘুমে কেটে সারাদিন নাহি বুনে ধান।
তাতে কি পিতার কিছু হইবে সন্তোষ ?
বরঞ্চ ক্ষমিতে পারে চেপে রাখি রোষ।
ইহাতে লাভের অঙ্ক কি করিল দান,
পতিত রহিল ক্ষেত ভাবীর সংস্থান।
তুমি গো অনাদি প্রভু অনন্ত শকতি,
আমার অনেক উচ্চে তোমার বসতি।
এই বলে ক্ষান্ত নই, কেন খুজি বেশী ?
আলোক ছাড়িয়া কেন তিমির প্রত্যাশী।
যে অমৃতকুণ্ডে তব রহিয়াছি ডুবি
এই ক্ষুদ্র প্রাণে তার নাহি ধরে ছবি।
গগনে বাড়ায়ে হাত কেন পাই লাজ,
বুঝিনা সৃষ্টির তত্ত্ব স্রষ্টাতে কি কাজ ?
মহীয়ান মহিমা কি করিব বিস্তর,
তোমার করিলে স্তুতি কি হবে সুন্দর।
উপাধি-লোলুপ যদি নামের কাঙাল,
বল, জয়ধ্বনি করি দেই করতাল।
সাধু কি আপন গান শুনে কভু কানে
তবে কেন কষ্ট পাই বৃথা আয়োজনে।

সখের দোকান খুলি বসেছ কি তুমি ?—
এটী ওটী বরাবর চাহিতেছি আমি।
অক্ষয় ভাণ্ডারে তব পাঠাইয়া দিলে,
পাথেয় দিয়েছ সাথে আসিবার কালে।
নাহি খুঁজি ভাণ্ড যদি নাহি খুলি থলে
ক্ষুধায় মরিব, কিসে মুখে দিবে তুলে।
হৃদয়ে থাকে ত শক্তি লুটিব দু'বেলা,
তোমাকে ডাকিয়া কেন বৃথা দেব জ্বালা।

কি হবে কাহার ঐ উপাসনা করি,—
দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ শঠের চাতুরী।
দিয়েছ বিবেক যদি বেশী কমে সবে
কেন নাহি করে কাজ তাহার প্রভাবে ?
হৃদয়ে সাহস ধরি খাটি প্রাণপণে
তিরস্কার পুরস্কার নাহি গণি মনে।
শিরে বাঁধি আশীর্ব্বাদ মুখে নিয়ে নাম
তোমার নির্দ্দেশ মতে চলি অবিরাম।
কর্ত্তব্যের পাকা ক্ষেত সম্মুখে প্রসার
যত পারি কেটে নিব চরণে তোমার।
যে শক্তি দিয়েছ প্রভু তাহা করি ক্ষয়
না পারি অন্তিমে তব লইব আশ্রয়।

খানিক বিশ্রাম করি ফিরিব আবার,
তবুও হাতের কাজ করিব সুসার ।
এই ক্ষীণ শক্তিটুকু হৃদয়ে ধরিয়া
তব রত্নাকরে প্রভু যাইব ডুবিয়া ।
একটী রহস্য গ্রন্থি দিতে পারি খুলে,
সহস্র স্তুতির গানে সে ফল কি ফলে ?
এই মম উপাসনা এই মম কাজ,
প্রভু তুমি হও রাজি হও বা নারাজ !



অন্ধ।

ওগো আমি চক্ষুহীন, লক্ষ্য নাই রাত দিন,
যষ্টি মাত্র সহায় সম্বল।
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা তরে ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে,
কাতরে করুণ ভিক্ষা বল।
চিনি না কে ধনী দীন, সর্ব্ব পদে হই লীন
সকলেই বাসনা পূরান।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র তৃষা,
দীন হীন দরিদ্র সন্তান।
বেশী পাব আশা করে তোমাদের পাশ ধরে
কোথা যাব কোথা যাব ভাই।
দিনেকের আশা লাভে দীনের কি বৃদ্ধি হবে ?
—আমি গো আমার পথে যাই।
ওগো তোরা চক্ষুষ্মান সহজেই ভুলে প্রাণ
তৃপ্তিহীন ভয়াতুর আঁখি।
ভুলে যদি রও পথে আমার কি হবে তাতে
অজানা অচেনা দেশে থাকি।

পথি মাঝে অকস্মাৎ ভয় হয় যদিস্যাৎ
হয়ত হইয়ে জড়-সর,
সাধ হবে মোর মত আঁখি মুদি অবিরত
মোরে ধরি হও অগ্রসর।
তোমাদের সনে গেলে তোমরা স্বজন বলে
হয়ত বিপত্তি হবে মোর।
আঁধা বলে কারো দয়া পাবনা স্নেহের ছায়া,
—তখন করিব কারে ভর?
অন্ধ আমি দ্বন্দ্ব শূন্য না দেখি স্বর্গের পুণ্য
জ্বলন্ত নরক বিষে বাঁধা,
গিরি নদী জল স্থল সকলেই সমতল
আঁধার লাগিবে কি সে ধাঁধা?
আছে লাঠি চেনা মাটী ধীরে ধীরে যাই হাটি,
না পারি বসিব চেপে ধার।
আঁধা বলে কাছে এসে করুণা পথিক বেশে
হাতে ধরে করে দেবে পার।

---

ভেঙ্গে দিস ঘুম।

আলোকের চিতা-ভস্ম অঙ্গে মাখি অন্ধকার
শ্মশানে সমাধিমগ্ন স্থিরনেত্র নির্ব্বিকার।
রজনী বাড়িছে ক্রমে ক্রমে তন্দ্রা অভিভূত,
ক্রমে নিদ্রা গাঢ়তর শৈশব স্বপন গত।
—হেরিছে ঘুমের ঘোরে নৃত্য করে বিভীষিকা
সম্মুখে সহস্ররূপে শত ভয় ভীতি-মাখা,—
মুক্ত অসি ছিন্নমস্তা আপন মস্তক ছেদি
করিতেছে রক্ত পান দারিদ্র্য বদন ব্যাদি।
ছুটে যাই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে যাই সাধ করি,
—শত নাগপাশে বাঁধা নড়িতে পড়িয়া মরি!
অধিক করি না আশা মা আমার মা আমার
শান্ত কর প্রাণ,
অন্নহীন বস্ত্রহীন শীতাতপে উদাসীন
দরিদ্র সন্তান
ঐ যে মায়ের কোলে, হাসি মুখে ভরা বুকে
মা ব'লে ভুলিয়ে আছে খাইছে মায়ের চুম্,
এনেদে এনেদে কাছে ভেঙ্গে দেক্ ভেঙ্গে দেক্ ঘুম।

অমিত সম্পদরাশি পরিপূর্ণ কোষাগার,
বেগবর্তী আশানদী খুজে রত্ন পারাবার ।
মলিন বদনকান্তি প্রবল চিন্তার স্রোত,
অধৈর্য্যের মহা ঝড়ে যদি করে ওতপ্রোত ।
তখন ঐ যে শিশু, দূরে ফেলে মণিহার
মাখিয়া শরীরে
পরম যতনে ধূলি, হাসিতে ভাসায় ধরা
দেখাইও তারে ।
যখন দেখিবে মাগো অহঙ্কারে স্ফীতবুক
ধনমান পদগর্ব্বে কথাটী বলে না মুখ !
শুয়ে আছি অকর্ম্মের সম্মোহন শয্যাসনে,
নাড়িতে চাহিলে হাত বড় ব্যথা পাই মনে ।
দাস দাসী করে মানা ঐ যে সোণার শিশু
ধূলায় পড়িয়া
ধূলার প্রাসাদ বাঁধে, ভাঙ্গে গড়ে কাজ করে
কাজের লাগিয়া ।
তখন করুণা করে এনে দিস কাছে তারে
গায় হাত দিয়ে ঘুম দিবে তাড়াইয়া !

যখন দেখিবে মাগো পিতা মাতা বন্ধুবর্গ,
দারা সুত মিলে সবে সৃজেছে নূতন স্বর্গ
ভুলেছি তোমায় মাগো ভুলিয়াছি রাত দিন,
রহিয়াছি আত্মহারা আনমনা উদাসীন।
তখন ঐ যে শিশু, ধূলা চুষি ফেলি দূরে
ভুলে অধোমুখে
হঠাৎ উঠিল কাঁদি, মা তার মশারি তুলি
টেনে নিল বুকে।
সেই চিত্র মনোহর আঁকিয়া নয়নে মোর
কাঁদাইয়া দিও!
বাবা বলে বাছা বলে অঞ্চলে ঝারিয়া ধূলা
মা আমার বুকে টেনে নিও।





# চতুর্থ অঞ্জলি।



## ( বেতসী-কুঞ্জে শকুন্তলা )

"ওলো শকুন্তলে, কেন লা সজনি
এত রে তাপিত মন ?
আপনা ডুবায়ে বিস্মৃতি-সাগরে
কর অশ্রুবরষণ।
দিন দিন তব ক্ষীণ কলেবর
কিসের ভাবনা হয়,
কুসুম-কোরকে ধরিলে কীটাণু
সুষমা নাহিক রয়।"
"শোন্ প্রিয়ম্বদা,— জ্বলিব আপনি
ভোগিব করমফল,
কেন সই তোরা এ বিষে আবার
পুড়িয়া মরিবি বল।

"হাসিব না আর, হাসিমুখ তবু
দেখিয়া তোদের সই
জীবনের জ্বালা জুড়াই কখন
কখন তাপিত হই।
জ্বলে ঈর্ষানল, তবু কি তোদের
নাশিব পরম সুখ?
না জানি কি পাপে যাতনা অশেষ
আরও কি বাড়াব দুঃখ।
সখি রে,—
একান্ত শুনিবি তবে
কি আগুন জ্বলে শমীর অন্তরে
কিসের ভাবনা ভাবে।
নিদাঘের জ্বালা নয় লো সজনি
নিভিবে বরষাধারে।
আগুনের পোড়া নয় লো কমিবে
ঔষধি লেপিলে পরে।
কিসে যে পোড়ায় বলিব কেমনে
লজ্জায় না আসে মুখে,
আমারও কি লাজ? শুন তবে সই
কাহিনী জড়িত দুঃখে।

"হয় কি স্মরণ ? সেদিনের কথা—
সলিল-সেকের পরে,
আতপের জ্বালা জুড়াতে হরষে
বসিনু মাধবী ধারে।
মনে পড়ে সেই নবীন অতিথি
ভাসিয়া যৌবন-জলে
বাণী বিনিময়ে, লুকাল সত্বর
চাঁদের মতন উলে' ।
সখি রে—
সরল ভাবিয়া তাপিত এ মন
লইল শরণ তার,
আশ্রয়-হিংস্রক বিশ্বাসঘাতক
নাহি দিল ছাড়ি আর।
জানিতাম যদি এ হেন নিঠুর
পবিত্র আশ্রমে আসে,
জানিতাম যদি শঠতানিদান
কে যেত, তাহার পাশে,—
কে জানিত সই সাগরে ডুবিলে
পোড়াবে বাড়বানল।
কে জানিত সই ছায়ায় বসিলে
দংশিবে ভুজঙ্গ খল।

"অজ্ঞান হইয়া পড়িনু ভূতলে
আহতা ব্রততী যথা।
"বেলা অবসান শ্রমেতে আকুল"
বলিয়া পাইলে ব্যথা।
শুনিলাম পরে তোমরা সকলে
বাতাস করিলে গায়,
'মালিনীর' নীর ঢালিলে মাথায়
তোষিলে তাপিত কায়।
সেই ভাল ছিল, কি কাজ করেছ!
না ছিল দুঃখের লেশ,
দেখ না যে সই যতন করিয়া
যাতনা করিলে বেশ।
অনন্তর সবে হইয়ে সঙ্গিনী
লইলে আমায় গেহে,
দুপদ্দ চলিয়া শকতি রহিত
রকত না বহে দেহে।
সে নিঠুর আর দুখিনীর মন
দিল না তাহারে ফিরে,
আসিতে লাগিলে মনের কাঁদনা
অসহ্য বসিনু ধীরে।

"করিলাম ভাণ,— আসুক গোধূলী
কমিলে তপনকর
যাইব হরষে, বসিলে সকলে
যাতনা দেখিয়া মোর ।
ঊরু উপাধান করিয়া তোমার
শুইনু কাতর প্রাণে,
হোথা মাধবিকা সহকার তরু
কুরঙ্গ শাবক পানে
লাগিনু দেখাতে, শপথ করিয়া
বলিতে পারিনু সই,
সে বদন বিনা দেখি নাই আর
শুনিনি সে কথা বই ।
নয়নে নয়নে হইত যখন
ফিরায়ে আনিত আঁখি,
শ্রবণ আকুল থাকিত সদাই
তাহার কথায় লখি ।
কত ভাণ কত করিনু ছলনা
খানিক বিশ্রাম তরে,
শুনিলে না কেহ, ভাঙ্গিল উল্লাস
অশক্তি-কবলে পড়ে ।

"বলিলাম শেষে তৃষ্ণায় আকুল,
বলিলে তোমরা সবে
"'মালিনী' হইতে আনিব সলিল
অশক্ত কোথায় যাবে।"
এই বার সখি হইল নির্ম্মূল
সুচিরসেবিতা আশা।
মনে মনে তাঁরে করিয়া স্মরণ
বারিনু দারুণ তৃষা।
ডুবিল তপন সান্ধ্য সমীরণ
বহিল চলিলে পরে,
পরাণ হইল তাহার অতিথি
লইলে আমায় কেড়ে।
কে ডাকিল বুঝি বলিয়া কখন
চাহিতাম পাছে ফিরে,
কণ্টকজড়িত কুশাঙ্কুরক্ষত
বলিতাম চল ধীরে।
শেষে এই দশা আসিয়া কুটীরে
কি আর সুধাও সই,
হাটিতে বসিতে খাইতে শুইতে
না দেখি তাহারে বই।

"কই নিদ্রা কোথা,　　ভ্রমে যদি আসে,
　　সুখের সীমা কি আছে !
প্রণয়-চুম্বনে　　বিশুষ্ক অধর
　　বিকাশে বসিয়া কাছে,
কখন সজনি　　প্রেম আলিঙ্গন
　　কখন পীযূষ ঢালে,
শ্রবণ কুহরে　　বরষে অমিয়
　　মাধবী পরায় গলে।
স্বপনের কথা,—　　সে অপূর্ব্ব সুখ
　　পাইবে অভাগী আর,
ভুলেও কখন　　প্রিয় নিদ্রাদেবী
　　হইবে সদয়া তার।
　সখি রে,—
　　সদয়া হইবে যদি,
চল যাই সেই　　বৃক্ষবাটিকায়,
　　সে দিন দিবে কি বিধি ?
কি করিবে কুলে　　পরাণ আকুল
　　অকূলপাথারে ভাসি,
কি করিবে মানে　　জনক জননী
　　কি করে পৃথিবী হাসি।

“নিঠুর আগুন, কই করে ছাই—
পৃথিবী আগুন মাখা।
নিঠুর পরাণ যায় না ত ছাড়ি
নিঠুর পরাণ সখা।
বন্যকরি-ভয়ে বদ্ধ গজে সবে
কেন রে ত্যজিয়ে এলি ;
দেখ না এবে সে আশ্রমে ঘুরিয়া
দলিছে কমলকলি।
আশ্রমের পীড়া বারিতে হইল
আশ্রিতা পীড়ার ভাগী,
করি বিসর্জ্জন রাজধর্ম্ম, বধে
ঋষির পালিতা মৃগী।
চল যাই সখি সেই শিলাতলে
না পাই যত্নপি তারে,
আশ্রমের তরু আশ্রমের ফল
থাকিব আশ্রয় করে।
সহকারশাখে মাধবী জড়ায়ে
আদরে বাড়াব বেশ ;
হরিণ শাবকে চুম্বি অনিবার
ঘুচাব মনের ক্লেশ।

---

## অসিহস্তে ওথেলো।

—*—

গভীর তমসাচ্ছন্ন স্তব্ধ ধরাতল,
নীরব প্রকৃতি মগ্ন বিষাদসাগরে,
জ্বলে না একটী তারা, সমীর নিশ্চল,
থেকে থেকে ঝিল্লীগণ আর্ত্তনাদ করে।
ভীষণ নিশীথে হেন কি মনে তোমার!
একাকী প্রকোষ্ঠে কেন ঘুর বীরবর?
আরক্ত নয়ন হস্তে তীক্ষ্ণ তরবার,
সঘনে বহিছে শ্বাস কাঁপিছে অধর।
কোন্ অভিসন্ধি বল করিতে সাধন
হেন রুদ্র উগ্রমূর্ত্তি করেছ ধারণ?

শিয়রে সুচারু চাঁদ শীতল কিরণ
সরাইয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকার ;
শান্তির মূরতি করে সুধা বরষণ,
তবু কি হয় না শান্ত অন্তর তোমার ?
নন্দনকানন হেন আশ্রিত যাহার,
বসন্ত সুরভিপূর্ণ রম্য উপবন,
কি আছে না ভুলিবার জগতে তাহার
প্রীতিপূর্ণ প্রস্রবণ করি নিরীক্ষণ।
হেন মন্দাকিনী যার চরণ ধোয়ায়
কি রাগ কি প্রাণজ্বালা তার এ ধরায় !

রে মত্ত এই কি তোর মনের বাসনা ?—
ঐ যে কুসুম আহা ! অলস নয়নে
রয়েছে কাতর সহি নিদাঘযাতনা
জুড়াইবে প্রাণ নিশি শিশির বর্ষণে।
নিশীথ সময়ে, প্রিয় দয়িত তাহার
বৃন্তচ্যুত করিবারে করেছ মনন ?
কেমন পাষাণে হিয়া গঠিত তোমার,
তিলেক শঙ্কিত নও না শিহরে মন।
তুমি বীর তুমি জ্ঞানী ঘোষিছে সংসার
কেমনে ভুলিলে আজি বীরের আচার।

কেমন নিঠুর তুমি কঠিন পাষাণ !
দয়া মায়া স্নেহ সব দিয়ে জলাঞ্জলি
কলঙ্কিত কর ধরা মানব সন্তান ;
ছি ছি কি হৃদয়ে তব নরক সকলি।
কোন প্রাণে সর্ব্বনাশা স্তব্ধ রজনীতে
সুরভি সুষমামাখা ঘুমন্ত উদ্যান,
স্বহস্তে আগুন লয়ে যাও জ্বালাইতে,—
নাই কি রে বুকে তোর মানবের প্রাণ ?
সদুর্ল্লভ যে কুসুম স্বর্গীয় উদ্যানে
কোন্ মূর্খ আছে তারে দলিবে চরণে।
কে বলে বীরেন্দ্র তুমি বিদিত সংসারে,
এই কি বীরত্ব তব শক্তি বীরপণা ?
একে ত অবলা আহা ঘুমে অভাগীরে
কোন প্রাণে কাপুরুষ বধিতে বাসনা ?
হায় যে সোণার তরী তরঙ্গ-আঘাতে
ভাঙ্গা বুকে ভাঙ্গা মনে সাগরের কোণে,
একটু বিশ্রাম শুধু লভে রজনীতে,
নিষ্ঠুর, ডুবাতে তারে উদ্যত কেমনে ?
এতই নির্ম্মম কি হে বীরের হৃদয়,
শুধুই কি প্রতিহিংসা প্রতিহিংসাময়।

কোন্ অপরাধে বল ওরে নিরদয়
অপরাধী তব কাছে এই অভাগিনী ;
প্রাণ বিনা প্রতিফল কোনমতে নয়,
কি দোষ তোমার পায় করেছে এমনি ?
ঐ যে কুসুম আহা কানন ভিতরে
বৃন্ত বাঁধা সহি সদা কণ্টক-আঘাতে,
আপনা ভুলিয়া শান্তি অপরে বিতরে,
তারো অপরাধ আছে এ পাপ ধরাতে ?
এই কি হে বীরবর উচিত বিচার !
শীত রক্তে কলঙ্কিবে অসি কি তোমার ?
অভাগী এই ত দোষ করেছে পামর,
আপনার কুলে দিয়ে কলঙ্কের কালি,
তুচ্ছ করি মাতৃস্নেহ পিতার আদর,
ভগিনী মমতা লতা সহোদর ভুলি,
বক্ষে করি সংসারের ঘৃণা তিরস্কার,
—নদী যথা শত শৈল লঙ্ঘি অকাতরে,—
ধেয়েছিল তোর পাছে ওরে পাপাচার,
এই অভাগিনী হায় আকুল অন্তরে।
তাই কি দিতেছ আজি প্রতিশোধ তার,
—প্রেমের দক্ষিণা, নিয়ে জীবন তাহার।

রে পাষণ্ড, এত তোর অধম অন্তর ?
সকলি কি তার মাঝে ভরা হলাহল ?
সামান্য ভৃত্যের বাক্যে করিয়া নির্ভর,
ছিঁড়িতে উদ্যত হেন সোণার কমল !
কোন্ দিন বল কোন্ উন্মত্ত নির্ব্বোধ
আপনাকে অন্ধ শুনি পরের কথায়,
করে নেত্র উৎপাটন, করি বৃথা ক্রোধ,
মিথ্যা অনুমানে হেন রতন হারায়।
কি কাজ বিবেক বুদ্ধি যাও রসাতল,
আজি মত্ততার স্রোতে ভাসে ধরাতল।
এক দিন এক বিন্দু বারি যদি পড়ে
জগতের মর্ম্মস্থলে, দাগ এঁকে যায়।
এত দিন অভাগিনী তোমার অন্তরে—
অজস্র ঢালিল, চিহ্ন রহিল না হায় !
কেমনে ভুলিলে সেই বসন্ত-সৌরভ,
না জানি কেমন তোর পাষাণ-হৃদয়।
পায়ে ঠেল মূর্খ হেন স্বর্গীয় বিভব
ভুলে গেছ সরলার সরল প্রণয়।
ধন্য তব প্রতিদান ধন্য ভালবাসা !
রক্ত বিনা নাহি পূরে প্রাণের পিপাসা।

মনে আছে কত দিন করেছ ক্ষেপণ,
বলিতে অদ্ভুত তব জীবনকাহিনী ।
কুহক ছায়ায় কত নিয়েছ শরণ
ভুলাইতে ওরে শঠ সরলা রমণী ।
বলিয়াছ গল্প কত,—মার্কিননগরে
দেখিয়াছ নরভুক্ ক্রূর অতিশয় ।
বীরত্ব মহত্ত্ব কত দেখাইলে তারে,
উদার প্রেমিক ব'লে দিলে পরিচয় ।
বলিলে "রাক্ষস সেই সাক্ষাতে তোমারে,"
হইত না কভু আজি এ দশা তাহার ।
মনে কর যুদ্ধ হ'তে ফিরিতে যখন
কে মুছাত ঘর্ম্মবিন্দু পাতিয়া অঞ্চল ।
শুনিলে সঙ্কটে তুমি হয়েছ পতন
কোন্ দুটী আঁখি বল হইত সজল ।
ভাবিত কে স্বর্গসুখ তোমার পরশে,
কে ছিল জড়িত তব শিরায় শিরায়,
রে অন্ধ, কেমন প্রাণে অলীক বিশ্বাসে
ছিঁড়িতে উদ্যত হেন স্বর্ণ-লতিকায় ?
সন্দেহ, কিছুই নাই অসাধ্য তোমার,
ছাই ভস্ম কর শেষে সোণার সংসার !

দেখ কিবা সরলার সরল হৃদয়,
দুষ্ট অভিসন্ধি তব জানিত অন্তরে,
তবুও সে সারাদিন থাকিয়া তন্ময়
অলস স্বপনে অন্ধ, তোমাকেই হেরে।
আহা কি সোণার চাঁদ ধরার উপর,
স্বর্গের বালিকা পরী রাক্ষসের ঘরে,
দংশনে কাতর ভাবি মশকনিকর,
ঘুরিতেছে মুগ্ধ হয়ে বাহিরে বাহিরে।
কীটের অধম কীট কেমন অন্তরে
বসাইবি অসি হেন ননীর শরীরে ?

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, তুলিও না অসি,—
রক্ত বিনা না মিটিলে প্রাণের পিপাসা,
সংসার হৃদয়শূন্য নয় অবিশ্বাসী,
শত বক্ষে লবে ছুরি পূরাইবে আশা।
বারেক ভুলিয়া ক্রোধ পূর্ব্বস্নেহ স্মরে',
একবার অভাগীর চাও মুখ পানে,
কাটিতে হবে না ইচ্ছা তোমার অন্তরে,
কাঁদিবে, করিবে কোলে পরমযতনে।
জানিও নিশ্চয় যদি কর অপকার,
আপন ছুরিকা হবে শমন তোমার !

---

# সমরান্তে সেকন্দর ।

সেনা— আমি সেনাপতি বীর, তাই সেকন্দর
পাঠায়েছে দিগ্বিজয়ী তোমার গোচর ।

পুরু— তোমার উপরে কেন তাঁর এত ক্রোধ ।
কোন্ গুপ্ত-মন্ত্রণার লয় প্রতিশোধ ?
কি কাজ হইবে বল তোমা হেন জনে,
কোথা তব অধীশ্বর, ক্ষান্ত কেন রণে ?
মথেছি সমুদ্র যদি সুধাভাগ নেব,
তারে ছাড়া কিসে যজ্ঞ পূর্ণাহুতি দেব ?

সেনা— পুত্রশোকে ক্ষিপ্ত কি হে তুমি বীরবর ?
আজি কি যুদ্ধের কিছু রাখনি খবর ?

পুরু— কে হে তুমি, কোন্ ধর্ম্মী সে কেমন দেশ,
এখনও কি বীরধর্ম্ম শেখনি বিশেষ ।
রণেতে মরেছে পুত্র তাতে কিবা দুখ,
ক্ষত্রিয়ের প্রাণে তবে আছে কোন্ সুখ ?
রাজ্যভোগ নহে শুধু ক্ষত্রিয়ের ধ্যান,
সমরে মরিতে বীর জন্মায় সন্তান ।
দুর্ব্বল ভীরুর বক্ষ শোকের আবাস,
বীরের হৃদয়ে কি হে মিটে তার আশ ?

ক্ষত্রিয়ের কাম্য যাহা পেয়েছে কুমার
আনন্দ সে, দুঃখের কি আছে অধিকার ?

সেনা— কিসের আনন্দ তব কিসের উল্লাস
উঠিছে অরাতি-কণ্ঠে বিজয়-উচ্ছ্বাস।

পুরু— ঐ দেখ চতুর্দ্দিকে মম যোদ্ধৃগণ,
রুধিরে সমাপ্তি করি পবিত্র তর্পণ
নীরবে নিদ্রিত সবে জননীর কোলে,
করেতে ঝলসে অসি তূণীর বগলে।
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা হুহুঙ্কার করি,
তীর্থঘাটে যাত্রী যথা পাশে সারি সারি
ক্ষত্রিয়রমণী-বৃন্দ, কজ্জলে সিন্দুরে
শোভিছে কুসুমে গন্ধে সুন্দর অম্বরে,
দাঁড়ায়েছে দীপ্ততেজে স্বামী প্রতীক্ষায়,
ঝাঁপিতেছে একে একে মত্ত পিপাসায়।
মরণ কুসুমশয্যা রচে মনোহর
কি আনন্দ অতঃপর কহ বীরবর ?

সেনা— কি লাভ সে আনন্দের অভিনয় ক'রে
হাসিছে খেলিছে লক্ষ্মী বিপক্ষ-শিবিরে।

পুরু— ক্ষত্রিয় কি করে ধ্যান লক্ষ্মী দেবতায় ?
পিতৃ পিতামহ যারে মন্থিয়া উঠায় ?

তাঁহাদের মহাশক্তি অসুরমর্দ্দিনী,
পরম আরাধ্যা দেবী দুষ্কৃতিনাশিনী,
ঐ দেখ মহানৃত্যে ছাড়িছে হুঙ্কার।
লোলজিহ্বা অট্টহাসি স্তব্ধ চারিধার।
উলঙ্গ রুধিরাপ্লুতা, উন্মুক্ত কৃপাণ,
চরণে সহস্র মুণ্ড বলির নিশান।
মাদক মদিরা ঢালে কলসে কলসে
ত্রিনয়নে বিশ্বনাশী আগুন ঝলসে।
বাঁধিয়া রেখেছে তারে অভেদ্য মন্দিরে,
কার সাধ্য আছে তার কেশ স্পর্শ করে?
রয়েছে জননী যদি কোথা যাবে মেয়ে,
আজি হোক্ কালি হোক্ আসিবে ফিরিয়ে।

সেনা— তবু আজি সেকন্দর ভারতবিজয়ী,
বিজিত হে পুরু তুমি আছ ধরাশায়ী।

পুরু— বিজয়ী কি সেকন্দর! এই কি সে জয়?
—করিয়াছে অক্ষৌহিণী জন কত ক্ষয়।
রুধিরের বিনিময়ে জ্বলন্ত শ্মশান
যে পেয়েছে কি গৌরব কিবা তার মান।
শকুনী গৃধিনী প্রজা হয়েছে যতেক
নির্জ্জনে দিগ্বধূগণ করে অভিষেক।

শুধাও স্বদেশে তার কত অনাথিনী
কত পুত্রহীনা সাধ্বী ফিরে উন্মাদিনী।
সত্য বটে উঠে তার শত কণ্ঠে জয়,
সে নহে ভক্তির দান,—রাজ-প্রাপ্য ভয়।
আজি জ্ঞাতিগণ যদি লইত চামর,
সত্য জয়ী বলিতাম তিনি বীরবর।
এ জয় তাঁহার নয়,—যুগের প্রলয়,
জগতের ধ্বংস নীতি কে করে বিলয়।
পুরুজিৎ সেকন্দর বৃথা অভিমান,
অজেয় ক্ষত্রিয় শির বিধির বিধান।
ভারত বিজিত নহে, পুরু কি বিজিত ?
জনৈক নিদ্রিত গৃহী লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত।
এই পঞ্চ-নদ কূলে ঐ পঞ্চ ভাই
আজো যদি উঠে জেগে মিলিয়া সবাই।
তা হলে দেখাতে পারি কারে বলে রণ,
কাহারে পৌরুষ জয়, কাহারে লুণ্ঠন।
এই পঞ্চনদ কূলে আজো পঞ্চ প্রাণ
মোহ মূর্চ্ছা ছাড়ি যদি করে গো উত্থান;
তা হলে দেখাতে পারি পায় কি খবর
কোথা গেল অক্ষৌহিণী কোথা সেকন্দর ?

সেনা— কি হবে আক্ষেপে পুরু, বন্দী আজি তুমি,
ঐ দেখ শত্রুসৈন্য ঘেরিতেছে নামি ।

পুরু— বন্দী,—বন্দী,—বন্দী,-আমি, কিসের কারণ?
কারো কি করেচি চুরি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ?
রোধে যদি শত্রুমুখ আত্মরক্ষা তরে,
কোন অপরাধ তার ধর্ম্মের বিচারে ?
নগরে আগুন দিতে যদি নহে পাপ
যে নিভায় তারে কিহে ধরে অভিশাপ ?
যে রাখে আপন দেশ অনাথের প্রাণ,
লৌহের শৃঙ্খল কিহে তার যোগ্য দান ?
ধিক্ তবে সে বিচারে, ধিক্ সে রাজায় !
বুঝে না যে বীরধর্ম্ম বীর মর্য্যাদায় !
ভেবেছে কি মনে তবে মেসিডোন-পতি,—
বিহঙ্গ শাবক আমি, করিয়া যুকতি
পাঠায়েছে নিতে মোরে পিঞ্জরে পূরিয়া,
শিখাইবে ভাষা তার সুধাফল দিয়া ।
জান না কি অগ্নিতুল্য পিতা প্রভাকর ?
রাজার গৌরবধ্বংসী শমন সোদর ।
কার সাধ্য আছে তারে করিবে পরশ
তাঁহারে বাঁধিয়া নিবে কেমন সাহস ?

কি করিবে শত্রু মোরে কি করিবে সেনা
মানুষ কি নাহি বুঝে তার দেনা পানা ?

সেনা— কি হবে সাহসে বীর তুমি আজি একা,
ক্ষুদ্র পিপীলিকা টানে তণ্ডুলকণিকা।

পুরু— যাহার সাহস আছে সে কিসের একা ?
তবে সে দেখাও কেন এত বিভীষিকা ?
এখনও হৃদয়ে উঠে তরঙ্গ উত্তাল,
এখনও অক্ষত বাহু আছে সুবিশাল
আমার আদেশ মানি, তবু আমি একা !
তবু আমি শক্তিহীন তণ্ডুলকণিকা !
শিয়রে তুরঙ্গ দেখ, কটিবন্ধে অসি
উল্লাসে করিছে নৃত্য শোণিতপিয়াসী,
খোজে কোথা পুত্রহন্তা, তবু আমি একা !
তবু আমি শক্তিহীন তণ্ডুলকণিকা !
স্বর্গাদপি গরীয়সী, জননী আমার
এখনও স্নেহের কোলে রেখেছে তাহার,
এখনও স্নেহের কথা কহে সুধামাখা,
তবু আমি ভাগ্যহীন তবু আমি একা !
লুণ্ঠিত নিরস্ত্র ঐ শিশুর চীৎকার
পলে পলে শ্রবণের রুধিতেছে দ্বার ;

তবু আমি কাপুরুষ, তবু আমি একা !
কে আছে জগতে আজি কারে যায় দেখা ?

সেনা—ফিরিব না পুরু আমি বৃথা আস্ফালনে,
ছাড় অস্ত্র, ছাড় বৃথা প্রলাপ এখনে ।

পুরু— যে বলে প্রাণের কথা করে আস্ফালন ?
বীরের মুখের বাণী অদ্ভুত স্বপন ?
দেখাইব তবে আজি কি থাকে মানুষে
ক্ষত্রিয় কি ছাড়ে অস্ত্র মরণের ত্রাসে ?
তোমরা কি বীর বংশ, এই কি বীরত্ব !—
ভিক্ষা করি সুপ্ত অসি দেখাও মহত্ত্ব ।
অস্ত্র যার কেড়ে নিতে প্রাণ কাঁপে ডরে,
সে কেন আসিবে যুদ্ধ করিবার তরে ?
থাকে শক্তি খোল অসি, নেও অস্ত্র মোর,
তা হলে বুঝিব আজি প্রাণে কত জোর ।
রমণী শিশুর কণ্ঠে নিরস্ত্রে আশ্রিতে,
দুর্ব্বলে নির্দ্দোষে কিম্বা সাধুতে নিদ্রিতে,
দেখাইতে মদগর্ব্ব, হয়নি উত্থিত,
এখনও কলঙ্কী রক্তে নহে পিপাসিত,
এখনও আমার আজ্ঞা পালে অনুক্ষণ,
কাপুরুষ, আমি তারে দিব বিসর্জ্জন ?

কি থাকিবে সঙ্গে যদি অস্ত্র যায় চলি,—
এই বৃথা মাংসপিণ্ড কলঙ্কের ডালি ?
এখনও শিথিল হস্ত হয়নি আমার
ডালি দিব মনুষ্যত্ব চরণে তোমার।
থাকে শক্তি নিয়ে যাও এই অস্ত্র মোর,
তা হলে বুঝিব আজি প্রাণে কত জোর।

সেনা— মিটিল সমর সাধ এত দিনে আজ
অরে অস্ত্র যুদ্ধে পুরু নাহি মোর কাজ।
তোমারই যোগ্য অসি, তুমি যোগ্য তার,
আমার এ জয়ী হস্ত কলঙ্ক তাহার।
ধন্য পণ, ধন্য শিক্ষা, ধন্য তুমি বীর,
ধন্য তব দেশ ভক্তি, ধন্য তুমি ধীর,
তুমি গো বিজিত নহ, সত্য তুমি জয়ী,
আমি অন্ধ স্বার্থপর, সত্য আমি ক্ষয়ী।
আমি তব পুত্রহন্তা, আমি সেকন্দর,
যা ইচ্ছা করগো আজি তোমাতে নির্ভর।

পুরু— সেকন্দর ! সেকন্দর, ! কি বল আবার !
এ দৈন্য কুটীরে তুমি অতিথি আমার।
আজি তুমি শত্রু নহ, আজি তুমি গুরু,
তোমার সৎকার কিসে করিবেক পুরু।

তুমি জয়ী রাজ্যেশ্বর, আমি গো দুর্গতি,
কি দিয়ে করিব তব যোগ্য সেবাব্রত।
সত্যই করিলে জয় এ অনম্য শির,
তোমারে কি প্রতিহিংসা, তুমি সত্যবীর।

সেকন্দর—তুমি কি দুর্গতি পুরু, দেখে পুণ্য পাই,—
তোমার দৈন্যের বল মম সৈন্যে নাই।
যেই মহাশক্তি তুমি করেছ স্থাপিত
কালের অজেয় তাহা ত্রিলোকপূজিত।
ইচ্ছা হয় তারি স্তন্যে বৃদ্ধি পাই আমি
অঞ্জলি ভরিয়া অর্ঘ্য পদে দিই নমি।
নাহি শক্তি দিব মোর তব যোগ্য দান,
বল তুমি কিসে করি উচিত সম্মান।

পুরু— সত্যই কি দুঃখী তুমি দয়ার্দ্র অন্তর?
সত্যই করিবে দয়া তুমি বীরবর?
বারেক বচন ধর, আতিথ্য ভুলিয়া
খোল অসি জয়মাল্যে দিক্ উজলিয়া!
সেই মহাশক্তি পদে, এই ক্ষুদ্র শির
দাও দিগ্বিজয়ী বীর বলি স্বরুধির।
ভিক্ষা যদি মাগিলাম বীরের সদন,
মাগিব কেবল শুধু বীরের মরণ।

সেকন্দর—তুমি যে অমর পুরু, তোমার মরণ
কি সাধ্য আমার তাহা করিব অর্পণ।
কেতকী ফুলের গন্ধে মত্ত মধুকর
সত্য বটে পড়েছিল তাহার উপর,
কুসুম দলিত নহে, পাপড়ি কম্পিত,
সুগন্ধ বাতাসে তাই দিগন্ত প্লাবিত।
অলির অন্ধতা সার, যে ফুল সে ফুল
দলে দলে মিলে পুনঃ শোভিবে অতুল।
সত্যই বেঁধেছ শক্তি অভেদ্য প্রাচীরে,
অঞ্চলে ফিরিবে পুনঃ চঞ্চলা অচিরে।
সমর সাম্রাজ্য লোভে রাজধর্ম্ম নয়,
নির্দ্দোষ স্বাধীনে দণ্ড বীর ধর্ম্ম কয়?
ইচ্ছা অনিচ্ছায় হোক্ বিধির বিধানে
শক্তির পরীক্ষা শেষ, ফিরি মেসিডোনে
অভিষেক করি তব পঞ্চনদ জলে,
বাঁধা থাক্ হিন্দু গ্রীক অদৃশ্য শৃঙ্খলে।

---

# শ্মশানে শৈব্যা ।

—*—

১

আঁধার মলিন মুখ বিবশা দুঃখিনী
রজনী, অঞ্চলে শুষ্ক কুসুম কোরক,
রহিয়াছে অধোমুখে চাপিয়া ধরণী,
নাহি আশা নাহি ভাষা নাহিক পলক,
কভু রুদ্ধ, কভু মুক্ত, নিশ্বাস সমীরে
উড়িছে অলক গুচ্ছ ঘনাভ তিমিরে ।

২

অন্তহীন অন্ধকার ব্যাপ্ত চারিধার,
লোফালুফি করে মিলি আকাশ ভূতল,
মহা প্রলয়ের স্রোতে ছুটিছে দুর্ব্বার
নদ নদী বনস্থল করি সমতল ।
নাহি ভেদ স্বর্গে মর্ত্ত্যে, নাহি ক্ষিতি ব্যোম,
অন্ধকার-অন্ধকার লুপ্ত তারা সোম ।

৩

ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তি তিমিরগ্রাসিনী
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা ভীষণ হুঙ্কারে ;
কভু আঁধারের চাপে চুম্বিছে ধরণী
বাজিছে তুমুল যুদ্ধ অগ্নি অন্ধকারে।
হেথায় দাহনকারী শমন আকৃতি,
হোথায় সবজ্র মেঘ প্রধান সারথি।

৪

ফাটিতেছে বংশ খণ্ড, অশ্বত্থ কোটরে
পেচকের তীক্ষ্ণ স্বর, ফেরুর চীৎকার,
প্রেতের অলক্ষ্য নৃত্য উচ্চ অট্টস্বরে
উঠিতেছে মুহুর্মুহুঃ স্তব্ধ চারি ধার।
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা ভীষণ হুঙ্কারে,
বাজিছে তুমুল যুদ্ধ অগ্নি অন্ধকারে।

৫

বক্ষে করি লক্ষ চিতা ভীমা কল্লোলিনী
অদূরে তাণ্ডব নৃত্যে সুতীব্র গমনে।
স্তম্ভি সুরলোক ফাটে কালান্ত অশনি
ঊর্দ্ধে শত দীপ্ত:চিতা গগন প্রাঙ্গনে।
নাহি জন, নাহি প্রাণী, সমীর সঞ্চার
সলিলে স্বরগে স্থলে শ্মশান আঁধার!

৬

একি বিভীষিকা মূর্ত্তি জুড়ি ভূমণ্ডল,
কুটিল ভ্রুকুটি ভঙ্গে স্ফুরিত তড়িত;
পুঞ্জ পুঞ্জাকারে ক্ষিপ্ত অসিত কুন্তল,
অট্টহাসে হট্ট রোল বদন ব্যাদিত,
রাজার মুকুট গর্ব্ব বীর দর্প সনে
দরিদ্রের ভিক্ষা ঝুলি লম্বিত দশনে।

৭

এথাও কি আছে শান্তি, জীবনের আশা?
কেরে ঐ চিতাপাশে চিত্ত উন্মাদিনী!
সাধিতেছে সদা শিব কালের পিপাসা,
জীব দুঃখে দেখে কিবা ত্রিদশজননী!
ওকি মালতীর মালা! কার গল হ'তে
গলিয়া পড়েছে হেথা লুণ্ঠিত ধূলাতে।

৮

কি শান্তি, কি সহিষ্ণুতা ভরা ও বদন,
কোন মহা সাধনার নিয়েছে আশ্রয়,
নাহি মরণের ভয়, ভীতির লক্ষণ,
নাহি ক্ষীণ দৃষ্টিপাত, চৌদিকে প্রলয়।
কি ঐ ক্রোড়েতে করি রয়েছে বসিয়া,
কি ঐ অঞ্চলে তার রেখেছে ঢাকিয়া।

৯

উড়িতেছে অগ্নিকণা এলায়িত কেশে,
অর্দ্ধ আবরিত দেহে, স্খলিত বসনে,—
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহে, কত স্নেহপাশে
না জানি ক্রোড়েতে তার বেঁধেছে নয়নে।
না জানি অঞ্চলে কত নৃপতির ধন,
বুকে ঢাকি ভস্মরাশি করিছে বারণ।

১০

নির্ব্বাপিত প্রায় চিতা রাত্র সুগভীর
ফিরেছে চণ্ডাল ভৃত্য কার্য্য সমাপনে;
সম্মুখে সে মহাচিত্র সুরজননীর
বিস্ময়ে বিষাদে ভয়ে জিজ্ঞাসে তখনে,—
"কেগো তুমি কি সাহসে এ মহাশ্মশানে ?
কি রেখেছ ক্রোড়ে ঐ ঢাকিয়া বসনে ?"

১১

—"সহৃদয়, এত দয়া তব হৃদে রহে ?
কে আমি শুধালে কেন ? কে, আমি দুখিনী,
পুত্র হারা অভাগিনী"! উত্তরিলা তাহে।
—"কি বলিলি কোলে তোর শিশু হা পাষাণি!
এয়ো তুই, কেন এথা একা আগমন,
কোথা পতি কোথা বন্ধু, আত্মীয় স্বজন।"

১২

—"কে পারে খণ্ডাতে বল বিধির বিধান,
সত্য বটে এয়ো আমি, কিন্তু কি করিব
দুর্জ্জেয় অদৃষ্ট চক্র, ধর্ম্মগত প্রাণ
ধর্ম্ম ঋণে বদ্ধ পতি, কাহারে দোষিব ?
নহে দাসী পরিত্যক্তা, নহে পতি বৈরী,
যত ভোগি কর্ম্ম ফল তত যায় বাড়ি ।

১৩

"একমাত্র ধ্রুবতারা অকূল পাথারে
ছিল যে বাছনি মোর, যে হাসিটী হেরি
অদৃষ্টের ঝঞ্ঝাঘাতে তুচ্ছ জ্ঞান করে
ছুটিতাম যেথা সেথা, তাহারেও হরি
নাগরূপী ভগবান্ আজি দ্বিপ্রহরে,
বাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন বঞ্চিয়ে দাসীরে ।

১৪

"বিদরে হৃদয় আহা ! কত কাঁদিলাম ।
পায়ে পড়ি সাধিলাম ফেলি অশ্রুধার
আজীবন দাসী হয়ে রব বলিলাম
তবু নাহি করে কেউ বাছার সংকার !
পথের ভিখারী আমি কি দিব কাহায়,
বাছারে উলঙ্গ মোর দিয়েছি বিদায় !

১৫

"বুকের কলিজা খুলে এনেছে যে দিতে
হয়েছে সর্ব্বস্বহারা যেই অভাগিনী ;
সে কারে কি দিবে আর ? কি আছে তাহাতে,
এতই কি দয়াশূন্য নিরেট ধরণী ?
অঞ্চলের নিধি আনি অঞ্জলি ভরিয়া
দিতেছি, ফিরায়ে মুখ যেতেছে চলিয়া ।"

১৬

উঠিল চণ্ডাল ভৃত্য কাঁদিয়া অমনি,
"নিভায়ে একটী চিতা ফিরিতেছি গেহে,
জ্বালাইলি শত চিতা চিত্তে অভাগিনি !
কি সাধে রয়েছ প্রাণ জড়ায়ে এ দেহে !
মাগিলি জলদ ভ্রমে শৈলে চাতকিনি,
ভিখারীর হেয় আমি অয়ি ভিখারিণি !

১৭

"আমি গো আমার নয়, বন্দী পরাধীন,
কি করিব নাহি দানে প্রভুর আদেশ,
নহি গো বেতনভোগী ইচ্ছার অধীন,
মাগিতাম তোর তরে নহে ফিরে দেশ ।
তুই দেবী পূজনীয়া রমণীর মণি,
আমি পিশাচের হেয় অধম পরাণী ।

১৮

"আমি কি পুরুষ ? ছি ছি নামের কপালে !
খণ্ড খণ্ড করি মাংস ছিঁড়িয়া ধমনী
কেন নাহি দিই তবে কাঠের বদলে ?
কি কাজ এ মাংস পিণ্ডে কলঙ্ক গাঁথনি !
হা অদৃষ্ট তাহাও কি রেখেছ আমার !
ক্রীতদাস প্রভুইত অধিকারী তার !

১৯

"কাষ্ঠ কাষ্ঠ করি কেন ! যেই অগ্নি রাশি
জ্বেলে দিলি ধূ ধূ করি চিত্তে অভাগার,
জ্বলিবে যে মহাচিতা যুগান্ত পরশি
হবে না কি তাতে তোর পুত্রের সৎকার ?"
ছেড়ে দে বলিয়ে শিশু বুকে নিল টানি
মূর্চ্ছিতা পড়িল ধূলে অভাগী জননী।

২০

স্তম্ভিত হইয়া ভৃত্য বলিল আবার,
"একি! একি! মৃত একি ! সত্যই কি মৃত !
হবেনা কি এই দেহে জীবন সঞ্চার !
থাকিবে কি এই আঁখি অর্দ্ধ নিমীলিত।
একি শব ! না না, এ যে স্বর্গীয় বিভব !
একি শিশু ! কে বলেছে,— বসন্ত সৌরভ !

২১

"উঠ্ উঠ্ ত্বরা উঠ্, দেখ্ হা পাষাণি ।
কে বলে মরেছে তোর সোণার পুতুল ?
সে কি মৃত ? আহা যার পরশে অমনি
নিভিল সহস্র জ্বালা যন্ত্রণা বিপুল ।
উঠ্ উঠ্ ত্বরা উঠ্ কোলে নে তাহারে
কে বলে মরেছে, তারে নিয়ে যাও ঘরে ।

২২

"সত্যই কি মৃত ? তবে উপায় এখন !
কোথা পাব কাষ্ঠ ! বলি কাঠের কি কাজ !
এ প্রাণে পারিব তারে করিতে দহন ?
অয়ি সঞ্জীবনি গঙ্গে তোর বক্ষে আজ,
রাখিব এ মহারত্ন ডুবিয়া এখনি ;
ফিরে চাও, নিয়ে যাও, যেওনা জননি ।

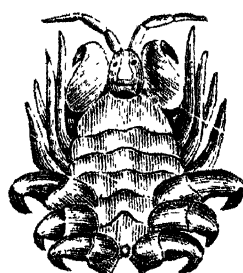
২৩

"হা গুরো তোমার পদে করি নমস্কার,
দেহ দান এ বিপদে অভয় দাসেরে,
সহিয়াছি পাতি শির, হৃত রাজ্য ভার,
অক্লেশে বেচেছি ভার্য্যা পুত্র আপনারে
নাহি দুঃখ, কিন্তু ঐ রমণী বদন
ঘুচাইছে পাপ পুণ্য জীবন মরণ ।

২৪

"বাকী আছে জানি গুরো দক্ষিণা তোমার,
নাহি চিন্তা, নাহি দুঃখ, জন্ম জন্মান্তরে
বিকাইও ভার্য্যা পুত্র মোরে শত বার,
সহিব ফেলিও নহে নরক দুস্তরে,
কিন্তু আজি এই ভিক্ষা চরণে তোমার
কর আশীর্ব্বাদ করি উচিত সৎকার।"

রাজেন্দ্র, এখনও বাকী দক্ষিণা তোমার
থাকিলে সে নর চক্ষে নহে দেবতার।



## অনুতপ্তা অহল্যা।

---*---

উঠিছে আনন্দ ধ্বনি অযোধ্যা নগরে
রামের বিবাহ আজি, উৎসবের রোল
ঘরে ঘরে, থরে থরে গায় বন্দিগণ।
ধরাময় শুভ লগ্ন, পুণ্য সম্মিলন,
নূতন সঙ্গীত সৃষ্টি, পূর্ণ হবে আজি
অপূর্ণ মানব মন, দীক্ষা ধরণীর।
ঋষিবর বিশ্বামিত্র অগ্রণী সবার
পশ্চাতে রাঘব শ্রেষ্ঠ সৌমিত্রী লক্ষ্মণ,
সাধনার পাছে ভক্তি চলিছে যেমতি।
গন্ধে আমোদিয়া দিক্ সুগন্ধ কুসুম
ফুটিয়াছে স্থলে স্থলে, হাসে বনস্থলী
লাজ হস্তে পত্র ঢাকা সলজ্জ বদন।

অক্লান্তে বহিছে ধীরে শান্ত সমীরণ
বিহঙ্গের কলকণ্ঠ—মাঙ্গলিক গান।
আকণ্ঠ পূরিত গঙ্গা, তরঙ্গে তরঙ্গে
টানিতেছে সূর্য্যকর অধৈর্য্য অন্তরে,
তীরে বৃদ্ধ তরুরাজি, লাজে ভয়ে তার
লঙ্ঘিতে পারেনা কূল।

"মুনি-পত্নী আমি,—
ভাগ্য দোষে পরিত্যক্তা ভোগ্য অদৃষ্টের,
নিদাঘে কালান্ত অগ্নি, বিদ্যুৎঝটিকা,
ঘন ধারা বরষার, হেমন্তে শিশির,
দুরন্ত হিমানী দাপ, বরষে বরষে
সহিতেছি পাতি বুক পাষাণের মত;
নির্জ্জন কাননপ্রান্তে আশ্রয়বিহীনা।
নাহিক একটি হাত মুছে অশ্রুনীর
এই দীনা দুঃখিনীর, নাহি শুনি কাণে
একটি স্নেহের বাণী, নাহি দেখি চোখে
একটী মানব শিশু, হিংস্র জন্তু দল
দলে যায় পদভরে উপেক্ষা করিয়া।"—
আক্ষেপ করিছে দুঃখে অহল্যা দুঃখিনী
ধরায় পাতিয়া বুক,—পুনঃ ক্ষীণ স্বরে,—

"হা অদৃষ্ট ঋষিকন্যা! ঋষিপত্নী আমি,
যাগ যজ্ঞে ধর্ম্ম-কর্ম্মে ছিলাম নিরতা
উজলি আশ্রম যবে, করুণা ভিখারী
হইয়াছে কত রাজা, কত দুঃখী দীন
দীন ভাবে চাহিয়াছে এ মুখের পানে
কাতরে করুণাবিন্দু, বিপদে আপদে
ফিরিয়াছে পদে পদে অগণ্য যাত্রিক
পুণ্য তীর্থ ভাবি মোরে। ছিল আশীর্ব্বাদ
কুবের সম্পদ সম ভরা এ বদন—
বিলায়েছি কত জনে, দুহাত তুলিয়া
করিয়াছি আশীর্ব্বাদ কুরঙ্গ-শাবকে,
বনের শার্দ্দূল ক্রূরে, বন্য বিহঙ্গমে,
প্রকাণ্ড বিটপী দলে, ক্ষুদ্র লতিকায়!
তাহাদের যত দৈন্য, যত দীর্ঘশ্বাস,
মর্ম্মভেদী হা হুতাশ, তপ্ত অশ্রুধার,
বিষমযন্ত্রণা-রাশি, যত্নে বিনিময়ে
থুয়েছে কি পোড়া হৃদে পাষাণ বাঁধনে?
ভরি অভিশাপ মুখে অভিশাপ শুধু!
কোথা ইন্দ্র তুমি আজি নন্দন-কাননে
আনন্দ উৎসবে মগ্ন, ধরালগ্ন বুকে

"আঁধার গুহায় আমি, সুররাজ তুমি,
এই কি বিচার তব ? এত অরাজক
কোথায় শিখিলে বল ! শতক্রতু তুমি,
পূর্ণাহুতি দিলে গুরুপত্নী অভাগীরে
শেষে কি যৌবন-যাগে ? হা ধিক্ আমারে !
হা ধিক্ অবোধ মনে ! কেন উঠে তবু
ও নাম হৃদয়ে ভাসি ? একি অভিশাপ !
এ কি ঈর্ষা ! এ কি দ্বেষ ! না কি অভিলাষ,
এই কি বাসনা, ঘৃণা, বুঝিনা ত কিছু ;
কেন দেখি ইন্দ্রময়, ইন্দ্রময় ধরা
অন্ধকার চক্ষু মাঝে। অক্ষম ধারণে,
বুঝে না পাষাণ মন কিসে কোলাহল।"
জীর্ণ কুটীরের কোণে আনত বদনে,
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে ভাবিছে দুঃখিনী,
উপস্থিত পুরোভাগে বিশ্বামিত্র ঋষি,
কহিল কাতরকণ্ঠে "ওহে তপস্বিনি,
এই আমি, ঐ দুই সুমতি বালক
বড়ই তাপিত শ্রান্ত ; একটু বিশ্রাম—
লভিতে কি পারি তব আশ্রম-ছায়ায় ?"
"কি হে ইন্দ্র ?" অকস্মাৎ উত্তরিল রামা।

বাজিল ঋষির কাণে, পাষাণ ভেদিয়া
উঠে যথা কুলস্বর নির্ঝরের মুখে।
স্তম্ভিতে চকিতনেত্রে ইঙ্গিতে ফিরিয়া
পাছে সরে ঋষিবর লজ্জা ও সম্ভ্রমে,
জিজ্ঞাসে উত্তরি রাম "তাপস-প্রধান,
কে রমণী সংজ্ঞাহীনা লুণ্ঠিতা ধূলায়
ব্যথিত অন্তর ভরে, কি যন্ত্রণা তার ?
কেন নিষ্করুণ ভাবে ফিরেন পশ্চাতে ?"
সেই সুধামাখা স্বর তাপসীর কাণে
পশিল তড়িত-বেগে, জাগাইল তারে
জাগে যথা দগ্ধ লতা বারিদবর্ষণে।
চক্ষু ছাড়ি অশ্রুধারা ছুটিল উচ্ছ্বাসে.
আতট তটিনী যথা লঙ্ঘিয়া দুকূল
পাষাণবন্ধন ভাঙ্গি চন্দ্রদরশনে।
ক্ষীণকণ্ঠে তীব্রবেগে উঠিল ধ্বনিয়া,—
"চাই না চাই না কিছু, এ ছার জগতে
কি যে আছে চাহিবার ! অপূর্ণ সকলি,
স্বার্থপর অবিশ্বাসী, আর্ত্তে পরাঙ্মুখ !
আসীন সমুখে যার অভাব পূরণ,
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার শুভ, কি অভাব তার ?

"স্বর্গের দেবতাগণ, মর্ত্ত্যের মানব,
পাতালে অনন্ত নাগ, ত্রিলোকভিখারী"
চরণসরোজে যার, সেই কিহে তিনি
ধ্যানাতীত জ্ঞানাতীত অতিথি আমার
এ দৈন্য কুটীরে আজি ! কলঙ্কিনী আমি,
কলঙ্কিত করিয়াছি পবিত্র আশ্রম,
পবিত্র ঋষির নাম, পবিত্র সাধনা,
গুরুর গৌরবতত্ত্ব ভক্তি আরাধনা
করিয়াছি ভস্ম শেষ। গৃহে কি নগরে,
পর্ব্বতে কন্দরে শূন্যে নদীর তরঙ্গে,
পবনে গগনে মেঘে স্থাবর জঙ্গমে,
পশু পক্ষী কীট মুখে, মুখরিত যার
কলঙ্ককাহিনী সদা, যুগ যুগান্তর
নীরবে হইল অন্ত, ঘৃণায় বা খেদে
শুনেনি একটী কথা। এত দয়া কেন
তাহারে বেড়ায় আজি ? অপার্থিব স্নেহ,
পতিতপাবন বিনে সম্ভবে বা কোথা ?
অন্তর্যামী তুমি নাথ, বুঝেনি পাপিনী
কেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ উন্মাদ যৌবনে
করিয়াছে বিসর্জ্জন ধর্ম্ম কুলাচার

"ক্ষণিক অলীক সুখে। তোমার চাতুরী
কি বুঝিব, অন্ধবৎ ঘুরে এ জগৎ।
কোথা আমি ঋষি-কন্যা! বল্কলভূষিতা
বিষয়বাসনাশূন্য বন্য কুরঙ্গিণী।
কোথা রম্ভা তিলোত্তমা মেনকা উর্ব্বশী!
স্বর্গের সৌন্দর্য্য ছাড়ি কিসে সুররাজ
ভুলে গেল মাতৃভাব! ভবনেত্রানলে
দগ্ধ যথা মনোভব দহিতাম তারে,—
নীরবে সহিনু কেন? কি সাধ্য বুঝিতে,
সে বিলাসী সহস্রাক্ষ, অহল্যা দুঃখিনী।
অভেদাত্মা নিত্য যেই প্রকৃতি পুরুষ
তাহার বিবাহ কেন? এই যে ব্রাহ্মণ,
শিষ্যরূপে শাসে তোমা,—জগতশিক্ষক!
কোথায় অযোধ্যা কোথা মথুরানগরী
সহস্র সুগম পথ, দুর্গম গহনে
অতিথি আমার দ্বারে কেন সর্ব্বাধার?
কি বুঝিব এ রহস্য? যাহা বুঝিলাম,—
চরণদর্শনে শুধু প্রপঞ্চ তোমার।
চাই না চাই না কিছু, কিসের অভাব
চাহিয়াছ তুমি যারে? কিসের বিষাদ

"প্রসন্ন তোমার আঁখি। চাই না ফিরিতে
এ পাপ জগতে পুনঃ। তার কুবাসনা
থাক সুপ্ত থাক্ লুপ্ত অন্তরে তাহার।
চাই না খুজিতে তত্ত্ব, চাই না বুঝিতে
কে তুমি কে আমি এই, কোথায় বা আমি।
চলে যাক্ হস্ত পদ, চলে যাক্ শির,
নিয়ে যাও অন্তরের দুস্তর কামনা—
দুরন্ত গরলরাজি, পুড়ে ফেল মুখ,
রুধে ফেল কণ্ঠস্বর, রুধির আমার
মিশে যাক্ কণা কণা অনন্ত ধূলিতে।
চাই না নির্ব্বাণমুক্তি, কি শক্তি আমার
মিশিব রেণুতে তব ? কি ফল মিশিয়া—
দেখিব না শান্তিময় ও আঁখি বদন।
ডুবে আছি ভাল আছি অজ্ঞান আঁধারে,
চাই না জ্ঞানের জ্যোতিঃ, জ্যোতির্ম্ময় তুমি,
তব জ্যোতিঃপূর্ণ ধরা, সুধাংশু-তপনে
উদ্ভাসিত রাত্রি দিন। আশার নির্ব্বাণ
কর আজি, কর দেব, এই শিলাতলে,
ঐ চরণের পাশে পাষাণের মত
জ্বলুক একটী আঁখি, প্রশান্ত উজ্জ্বল

"কুটিল ভ্রূকুটীশূন্য স্থির নিষ্পলক,
যুগ যুগান্তর ব্যাপী। চেয়ে দেখ শুধু
ও চরণ ও বদন ও হাসি মধুর,
ও ছুটো কমল আঁখি স্বচ্ছ সুনির্ম্মল।
উন্মাদ আর্ত্তের বাণী শুনি মুনিবর
লজ্জায় সরুক পাছে, পতিতপাবন
করুণ অন্তরে তুমি আশু অগ্রসরি
"কি চাও কি চাও" বলি সুধাও সঘনে
সুধা বর্ষি ম্লানমুখে, এই তৃপ্ত আঁখি
"চায় না চায় না" বলি ঢালুক আসার।

---

সমাপ্ত।

